বিশ্ব প্লাবিনী স্নেহনদী আজ গতিবিহীনা, সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দুর্গন্ধময় কর্দ্দমরাশিতে পরিপূর্ণ হইয়াছে। তৃষ্ণায় মানব হৃদয় অনুক্ষণ ব্যাকুল। যে তৃষ্ণা কেবল বিশ্বনাথের চরণ সুধাই তৃপ্ত করিতে সক্ষম, হায় মোহ! কি তোমার মোহিনীশক্তি! সেই সুধা পিপাসার শান্তির জন্য তুমি কি বিষ না পান করাইতেছ?

বিদ্রোহিতা দেশের ঘোর অনিষ্ট সাধন করে। রাষ্ট্রবিপ্লবে ফ্রান্সের কি ভীষণ অবস্থা ঘটিয়াছিল অনেকেই অবগত আছেন; সিপাহী বিদ্রোহে এই ভারতভূমিতে যে অশান্তির দাবাগ্নি প্রজ্জলিত হইয়াছিল, তাহা বোধ হয় সকলেই শুনিয়াছেন; সে বিপ্লব, সে বিদ্রোহ ও অল্পদিনের জন্য মাত্র, কিন্তু আমাদের হৃদয়-রাজ্যের প্রজাবৃন্দ কবে কত দিন যে বিদ্রোহী হইয়া রাজ্যে বিষম বিপ্লব ঘটাইয়াছে, তাহা মনেও করিতে পারি না। এ অরাজক রাজ্যে কর্ত্তৃত্বের কথা, এই বিপ্লবকারী প্রজাগণকে শাসনে আনিবার কথা এখন অনেকটা কল্পনায় পরিণত হইয়াছে। হায় কৃতঘ্ন মন! তোমার এ কি ভ্রান্তি? ভাবিয়া দেখ না দুর্লভ মানব হৃদয়ের কর্ত্তৃত্ব তুমি কি জন্য পাইয়াছ? এই সুবিস্তৃত অন্তর রাজ্য সুগঠিত ও সুপথে পরিচালিত করিবার ভার দিয়া, যে বিধাতা তোমাকে এ জগতে পাঠাইয়াছেন তাহা কি তুমি মুহূর্ত্তের জন্যও বুঝিতে প্রয়াস পাইয়াছ? তুমি সেই রাজরাজেশ্বরের দাস মাত্র; সংসার সমরাঙ্গনের সৈন্যাধ্যক্ষ মাত্র। তোমার কর্ত্তব্য বিশ্বস্ত ভৃত্যের ন্যায় মহান্ প্রভুর অনুজ্ঞামাত্র মস্তকে ধারণ করিয়া তাঁহার নির্দ্দিষ্ট প্রিয় সাধনে দেহপাত করা, কিন্তু বিশ্বাসঘাতক মন, তুমি এ কি করিতেছ? এই পবিত্র ধর্ম-

ক্ষেত্রে আসিয়া আপন কর্ত্তব্য কার্য
হইয়া নিরন্তর শত্রু হস্তে আত্ম সমর্প
তেছ। করুণাময় অন্তরের দেবতাকে
সিত করিয়া বিদ্রোহী রিপুবৃন্দের
নিযুক্ত হইয়াছ? কিন্তু শত্রু-সঙ্গে
সম্ভাবনা কোথায়? তাই আজ
তোমাকে অনাথ অসহায় পাইয়া ত্রি
সহস্রশিখা প্রজ্জলিত করিয়া দগ্ধ করি

বস্তুতঃ অরাজকতা রাজ্যের পক্ষে
ক্ষতিজনক অমঙ্গলপ্রদ। মঙ্গলময়কে
হইয়া সেই যন্ত্রণাময় দুঃখপ্রদ অবস্থা
সাদরে হৃদয়রাজ্যে আনয়ন করি
জানি না কেমন করিয়া বিদ্রোহী মনে
গুলিকে বশীভূত করিতে হইবে।
প্রভুদত্ত যে ক্ষমতা উপেক্ষায় হার
সে শক্তি, সে ক্ষমতা জানি না আবার
করিয়া হৃদয়ে আসিবে। প্রবল পর
রিপুগণকে পরাজিত করিবার জন্য
আমাদের দয়া, ক্ষমা, সত্য ও সহিষ্ণুতা
সুসজ্জিত করিয়া দিয়াছিলেন, বিপদে
করিতে প্রেম ও বিবেক উৎকৃষ্ট প্র
নিযুক্ত করিয়াছিলেন, আমাদের শক্তি
দুর্ব্বল চিত্ত সে চতুর প্রহরী, সে সুতীক্ষ্ণ
সকলই শত্রুর দাসত্বে নিযুক্ত করিয়
যাঁহারা মঙ্গলময় বিধাতার নিদেশানু
আপনার হৃদয়রাজ্য গঠিত করিতে পারে
উচ্ছৃঙ্খল মনোবৃত্তিগুলিকে, সমুদয় ইন্দ্রিয়গ
সংযত করিয়া সেই মঙ্গলময়ের সেবায় তাঁ
রই মঙ্গলকার্য্যে নিযুক্ত করিতে পারে
তাঁহারাই সাধু, তাঁহারাই ভক্ত, তাঁহারা
সংসার-সমরক্ষেত্রে জয়ী, ভগবানের বিশ্ব
কর্ম্মচারী।

ক্রমশঃ

স্বর্ণঘটিত-মকরধ্বজ।

মহর্ষিদের আদরের ধন, আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠরত্ন। বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তত মাত্রা ১৲ তোলা ২৪৲ টাকা। আমাদের করধ্বজ ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

কেশরঞ্জন তৈল।

মাথাঘোরা ও মাথার টাক নিবারণে বশেষ শক্তিশালী। সুগন্ধেও মনঃ প্রাণ মাতিয়া উঠে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য স্তু। অসংখ্য প্রশংসাপত্র। ১ শিশির মূল্য টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৶০ ছয় না। ভিঃ পিতে ১॥০ দেড় টাকা।

অশোকারিষ্ট।

বাধক প্রদরাদি স্ত্রীরোগে মন্ত্রশক্তিসম্প-ন্নরন্যায় কার্য্য করে। বহুপরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১ শিশি ঔষধ ও ১৬টী বটিকার মূল্য ১॥০ টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ॥৶০ আনা ভিঃপিতে ২।০।

কর্পূরারিষ্ট।

এখন বাঙ্গালাদেশে বড় দুঃসময়। ঘরে রে কলেরার প্রকোপ। গৃহস্থ সর্ব্বদাই শঙ্কিত। আমাদের কর্পূরারিষ্ট বহু পরীক্ষায় লেরার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বাজারের ক্যাম্ফর ক্লোরোডাইন অপেক্ষাও শক্তিসম্পন্ন। সকলের ঘরেই রাখা উচিত। মূল্য প্রতি শিশি ॥০ আনা ডাঃমাঃ প্যাকিং কমিশন ।৶০ আনা।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।

ক্রিমির অনিষ্ট-শক্তি।— ক্রিমিরোগ হইতে, নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হইতে পারে। ক্রিমি হইতে জ্বর, মূর্চ্ছা, প্রদাহ, মুখদিয়া জল উঠা নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলদ্বারে কণ্ডূয়ন, উদরাময়, সর্ব্বদা গা বমি করা, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটীকা শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে প্রস্তত। ইহার মধ্যে তীক্ষবীর্য্য ও পাকস্থলীর অনিষ্টকারক কোন পদার্থ কিছুই নাই। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহারই জোরে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটিকা ব্যবহারে মলাশয়ের সর্ব্ব প্রকার বড় ও ছোট ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ক্রিমিদোষ জন্য পেটফাঁপা, অজীর্ণ, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে দুর্গন্ধ, বমি করিবার ইচ্ছা ও মূর্চ্ছাদি বিনষ্ট হয়, পাকযন্ত্রের ক্রিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠকে পরিস্কৃত ও নিয়মানুমোদিত করে ও মলের সহিত সমস্ত ক্রিমি বাহির করিয়া দেয়। এক কৌটা দাম ॥০ আট আনা। ভিঃ পিতে লইলে ৵০ চৌদ্দ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

জবাকুসুম-তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্ব্বগুণ-সম্পন্ন তৈল আর নাই। জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ, জবাকুসুম তৈল কেশের পরম হিতকর।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৶০ আনা, ভিঃ পিতে লইলে ১॥০। ডজন ১০৲ টাকা মাশুলাদি ২।০ টাকা।

—:*:—

শ্রীযুক্ত সার অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল মাথা ঘুরার বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহারে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে।

অমর রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর C. S. I. লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত আর, সি,দত্ত C. S. C. I. E. Bar-at-law লিখিয়াছেন—ইহা সুগন্ধি উপকারী ও মস্তিষ্কে স্নিগ্ধকর।

শ্রীযুক্ত অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুমতৈল অ অত্যন্ত পছন্দ করি। ইহা আমি প্রত্যহ ব হার করিয়া থাকি। এই তৈল সমস্ত শ রের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধ কর।

WRITERS

শ্রীযুক্ত অনারেবল জষ্টিস অতুলচ চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈ মস্তক শীতল রাখে এবং নিদ্রা বৃদ্ধি করে ইহাতে আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

কংগ্রেসের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ভুব বিখ্যাত মাননীয় শ্রীযুক্ত ওয়াচা সাহেব বলেন—এই উৎকৃষ্ট তৈলের স্নিগ্ধকারক কেশবর্দ্ধক গুণের বিষয় সন্তুষ্টচিত্তে বিজ্ঞা করিতেছি।

বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্তঅনারেবল লালমো ঘোষ Bar-at-law মহোদয় লিখিয়া —যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট কেশবৃ তৈল ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাঁহ দিগকে দ্বিধাশূন্য হইয়া এই তৈল ব্যবহারে পরামর্শ দিতে পারি।

সুরবল্লী কষায়।

এই দেশীয় সালসা ব্যবহারে সকল প্রকার কণ্ডু, বাত, উপদংশ, দদ্রু, সর্ব্ব প্রকার চর্ম্মরোগ, পারাবিকৃতি ও যাবতীয় দুষ্টক্ষত নিশ্চয় নিরাকৃত হয়। অধিকন্তু ইহা দ্বারা শারীরিক দৌর্ব্বল্য, কৃশতা ও ধাতুক্ষীণতা প্রভৃতি দূরীভূত এবং শরীর সবল, পুষ্ট ও চিত্তপ্রফুল্ল হয়। ভারতবাসীর পক্ষে বিলাতী সালসাপেক্ষা ইহা বিশেষ উপকারী ও উপযোগী।

সুরবল্লী কষায় সকল সময় সকল ঋতুতেই বালক বৃদ্ধ বনিতাগণ নির্বিঘ্নে সেবন করিতে পারেন। যাঁহাদের উপদংশ (গর্ম্মি) পীড়া হইয়াছিল বা যাঁহাদের শরীরে পারদ বি (পারা) আছে, তাঁহাদের শোণিত নির্দ্দোষরূপে পরিষ্কৃত করিতে হইলে সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করা একান্ত উচিত। দিন কতক সুরবল্লী কষায় ব্যবহার করিয়া প্রস্রাব ধরিয়া রাখিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে, নি সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম পারদরেণু পড়িয়া রহিয়াছে। ই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ রক্তপরিষ্কারক ঔষধ।

এক শিশির মূল্য ১॥০ টাকা। মাশুল ৶০ আনা, ভিঃ পিতে লইলে ২॥০ টাকা

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ২৯নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলি

476 · R. 5085 · 328799

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL

দ্বিতীয় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩০৫, চৈত্র।	২য় ভাগ।
১৫শ সংখ্যা।	MARCH. 1899.	প্রথম কল্প।

কেবল মাত্র মহিলাদিগের দ্বারা লিখিত, পরিচালিত ও সম্পাদিত।

EDITED, CONDUCTED, AND WRITTEN BY THE FEMALES ONLY.

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বনলতা দেবী।

EDITED BY

BANALATA DEBI

BENGAL LIBRARY · JUNE 99 · WRITERS BUILDINGS

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা
বিবিধ প্রসঙ্গ		৩৩
পণ্ডিতা রমাবাই	শ্রীমতী প্রভাবতী দাস	৩৪
ক্ষুদ্র ষ্টীমার	„ স্বর্ণলতা চৌধুরী	৩৭
পতিতা	„ সরোজিনী দেবী	৩৮
প্রার্থনা	„ সরলা দত্ত	৩৯
আমাদের কয়েকটী কথা ...	„ গিরিবালা বিশ্বাস	৪০
বঙ্গদেশের বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে সদ্ভাব স্থাপনোপায়	শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবী	৪২
আকাশ	কুমারী শান্তিময়ী দেবী	৪৩
সুখ ও শান্তি	শ্রীমতী সুখতারা দত্ত	৪৪
হৃদয়রাজা	„ কাদম্বিনী দাসী	৪৭

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর কার্য্যালয় বরাহনগর, কলিকাতার নিকট।

Antahpur Office,—Barnagore, near Calcutta.

Annual Subscription one rupee with Postage

কলিকাতা, ৬৫।২ বিডনষ্ট্রীটস্থ ইণ্ডিয়ান প্রেসে, হরিচরণ দাস দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

কুন্তলীন।

সর্ব্বোৎকৃষ্ট সুগন্ধি কেশতৈল।

কুন্তলীন প্রস্তুত হইবার পূর্ব্বে বাজারে অনেক সুবাসিত তৈল ছিল এবং কুন্তলীনের প্রচার হইবার পরে আরও অনেক হইয়াছে; কিন্তু বিশুদ্ধতায় এবং সুগন্ধে কুন্তলীন সর্ব্বোৎকৃষ্ট তৈল, ইহা আমরা স্পর্দ্ধার সহিত বলিতে পারি। কুন্তলীনের স্নিগ্ধ এবং মনোমুগ্ধকর সৌরভের নিকট যাবতীয় দেশীয় তৈল দূরে থাকুক, অধিক মূল্যের বিলাতী পমেটম, ম্যাকেসার তৈল পর্য্যন্ত পরাজিত। বিশেষতঃ কুন্তলীন স্ত্রীলোকদিগের কেশের সৌন্দর্য্য বৃদ্ধি করিবার উৎকৃষ্ট উপাদান। কুন্তলীনের ন্যায় সর্ব্বসমাদৃত উৎকৃষ্ট সুগন্ধি তৈল থাকিতে, আড়ম্বরপূর্ণ মিথ্যা বিজ্ঞাপনের বাক্‌জালে ভুলিয়া অন্য তৈল ব্যবহার করিতে গেলে ঠকিতে হইবে, তাহাতে কিছুমাত্র সন্দেহ নাই।

সুবাসিত কুন্তলীন	১৲	পদ্মগন্ধ কুন্তলীন	১।।০
গোলাপগন্ধ কুন্তলীন	২৲	জুঁইগন্ধ কুন্তলীন	২৲

একখানি প্রশংসাপত্র।

বলিহারের মহারাজা শ্রীলশ্রীযুক্তকৃষ্ণেন্দ্রবাহাদুর লিখিয়াছেন—

"মহাশয়, আজি কালি বিজ্ঞাপনরূপ মোহজাল বিস্তার করিয়া অনেক নূতন ব্যবসায়ী অযথা অন্যের অর্থাপহরণের একটী অভিনব উপায় অবলম্বন করিয়াছেন। বিজ্ঞাপনের আড়ম্বরে মুগ্ধ হইয়া অনেকেই প্রতারিত হইতেছেন। ফল কথা, সময়ে আমিও তাহা হইতে অব্যাহতি পাই নাই। আপনার কুন্তলীনের বিজ্ঞাপন দৃষ্টে প্রথমতঃ আমারও তাদৃশী আস্থা হয় নাই। কিন্তু দৈব বিড়ম্বনায় আমার পুত্রবধূটির কেশের অধিকাংশ উঠিয়া যাওয়ায় অনন্যোপায় হইয়া কিছু দিন কুন্তলীন ব্যবহারে অনেকটা আশার সঞ্চার হয়, তদবধি প্রায় একবৎসর কাল যাবৎ

কুন্তলীন ব্যবহারে বধূমাতার কেশদাম অপূর্ব্ব শ্রীধারণ করিয়াছে

সুতরাং আপনার কুন্তলীন যে প্রকৃতপক্ষেই মহিলাগণের একটী বিশেষ আদরের সামগ্রী হইয়াছে, তাহাতে আর কিছুমাত্র সন্দেহ নাই। এখন আমি মুক্তকণ্ঠে বলিতে পারি যে, কেশপ্রিয়া কামিনীগণ কুন্তলীনের গুণ পরীক্ষা করিলে নিশ্চয়ই আপাতিরিক্ত ফললাভে অর্থ ব্যয়ের সার্থকতা বোধ করিবেন।"

এইচ, বসু,

৬২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পার্ব্বতী ম্যালেরিয়া মিক্‌শ্চার।

দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়াতে যৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ ঔষধ সেবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি একবার এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে ইহার যে কি অসীম ক্ষমতা তাহা বুঝিতে পারিবেন। পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, শোথ, পাণ্ডু, নেবা, অগ্রমাস ও গুল্ম সহকারে জ্বর, দ্বৌকালীন, পালক, বিষম, মজ্জাগত ও কুইনাইনের জ্বর, কম্পজ্বর, পালা ও দুর্জ্জয় প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত জ্বর এবং প্রদেহঘটিত জ্বর প্রভৃতি যে কোন প্রকার জ্বর হউক, ১ বোতল সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

মূল্য বড় বোতল ১৷৹; পাইন্ট বোতল ৸৹; ৮ আউন্স শিশি ৷৹; প্যাকিং খরচ ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

পার্ব্বতী কুসুম তৈল।

পার্ব্বতী কুসুম তৈল অতিশয় স্নিগ্ধ ও সৌরভযুক্ত। মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশের অকাল পক্কতা, টাকপড়া প্রভৃতি কেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার শান্তি হয় এবং মস্তকঘূর্ণন, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন হু হু করা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা ও অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় বা মাদক সেবনজনিত দর্শন ও শ্রবণশক্তির অল্পতা প্রভৃতি সকল রোগ শীঘ্র দূরীভূত হইয়া মস্তিষ্ক শীতল রাখে।

পার্ব্বতী কুসুমে কেশকলাপ দৃঢ়মূল, বর্দ্ধিত ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যাঁহাদের প্রাধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য তাঁহাদের এই পার্ব্বতী কুসুম তৈল ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক।

সৌরভের প্রকরণ।—পার্ব্বতী কুসুম তৈল ব্যবহার করিলে প্রতি লোমকূপ দিয়া সৌরভ নির্গত হইতে থাকে, সে সৌরভ নিত্যস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী।

মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

মধু বিহার।

যুবক যুবতীদিগের পক্ষে অতি সুলভ মূল্যে আমরা এক প্রকার চিত্তরঞ্জনকারী মহা-সৌগন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি; ইহা আজপর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত হয় নাই। আমরা কেবল সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনা করি; ইহা পানের-সহিত ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ কাশি শ্লেষ্মা প্রভৃতি দোষ নষ্ট করে, আরও দাঁতের গোড়া শক্ত করে। ইহা তামাকের সহিত ব্যবহার করিলে এক প্রকার মহা সৌগন্ধ নির্গত হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ৷৹ আনা।

দত্ত এণ্ড ফ্রেণ্ডস্‌,

হেড আফিস পটলডাঙ্গা ৫১ নং বেপিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

চিনাবাজার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

১৮৭৪ সালে আবিষ্কৃত। মতিলাল বসু এণ্ড কোং ইহার একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা। ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিতা, স্নিগ্ধকারিত্ব, লাবণ্যপ্রদায়ক, মস্তক ও ত্বক্-রোগনিবারক অসাধারণ গুণপ্রভাবে জনসাধারণের নিকট বহু দিনাবধি বিশেষ সমাদৃত। ইহার অতিশয় বিক্রয় দেখিয়া লোভ প্রবুদ্ধ অনেকে জাল করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শতাধিক প্রকার নকল লক্ষ্মীবিলাস তৈল বাহির হইয়াছে এবং অদ্যাবধিও বর্ত্তমান আছে। বিশেষ অনুরোধ, ভ্রমক্রমে জাল তৈল ক্রয় করিয়া ব্যবহারে সুফল প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগের জগৎ পরীক্ষিত ও পরম পবিত্র তৈলের উপর দোষারোপ না করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

১। রেজিষ্টরী করা (শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি বিশিষ্ট) ও মতিলাল বসু এণ্ড কোংর নামাঙ্কিত সবুজ রঙের শিশি ও উহার উপরি ভাগে সোনালি রঙ বিশিষ্ট ক্যাপসুল এবং প্রোপ্রায়েটরের প্রতিমূর্ত্তি ও নাম সম্বলিত লেক-লেবল।

২। চারি ভাষায় লিখিত রঙ্গিন টিকিট ও উহাতে সরু সরু ডোরা কাটা এবং (শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি) ও কোংর নাম লেখা।

৩। ব্যবস্থাপত্র যাহা শিশির গায়ে সংলগ্ন আছে ও যাহার মধ্যে ৩ রকম কাগজে ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা (গোলাপী, সাদা ও সবুজ) ৭ প্রকার ভাষায় (বাঙ্গালা, ইংরাজি, নাগরী, কায়েথী, গুজরাটী, উড়িয়া এবং উর্দ্দূ) লিখিত নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে।

৪। ব্যবস্থা-পুস্তক ব্যতীত শিশি লইবেন না।

আট আউন্স শিশির মূল্য ৸৹ আনা, ২৪ আউন্স বোতল ২৲ টাকা।

শুভামৃত।

এস, সি, মিত্র এণ্ড কোং কৃত

ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহাতে ম্যালেরিয়ার জ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাস, ন্যাবা, পাণ্ডু, শোথ, উৎকাশী, ২ দিন অন্তর, পক্ষ অন্তর, মাস অন্তর, দ্বৌকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর এই সমস্ত অতি ত্বরায় আরোগ্য হইবে। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পরিমাণ শিশির সহিত ব্যবস্থা পত্রে পাইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা, এককালীন ১ ডজন লইলে ৮৲ টাকা মাত্র।

এক মাত্র এজেন্ট—মতিলাল বসু এণ্ড কোং।

মতিলাল বসু এণ্ড কোম্পানী, অর্ডার সপ্লায়ার্স, কমিসন এজেন্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্

১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, ব্রহ্মচারিদত্ত-ঔষধালয়, কলিকাতা।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহারে, কেশহীনতা বা টাকরোগ আরোগ্য হয় এবং [illegible] অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশ সকল পুষ্ট, ঘন কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র [illegible] বর্দ্ধিত হয়। শিরঃপীড়া ও মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ সকল বিনষ্ট হওত চক্ষুর্জ্যোতি [illegible] হয় এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া, মস্তিষ্ক [illegible] বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান্ হয় এবং চিত্ত প্রফুল্লতা করে। এ জন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছা বায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, চিত্তচাঞ্চল্য, মানসিক ঔদাস্য, ভুলবকা, অতিশয় মনোবিকার, মেধা বা স্মৃতিশক্তি-বিহীনতা, চক্ষু, হস্ত ও পদাদির জ্বালা প্রভৃতি পীড়া সকল শীঘ্র প্রশমিত হইয়া সমূহ বায়ুবিকার নষ্ট করে। এই অতুলনীয় তৈলের মনোহর সৌরভে মন পুলকিত করে!

১ আউন্স শিশির মূল্য ১৲ টাকা। প্যাকি ৵০ আনা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

১২ শিশির মূল্য ১০৲ টাকা। প্যাকিং ॥০ আনা। ডাকমাশুল ১৷০ আনা।

১ পোয়া শিশি মূল্য ৩॥০ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা। ডাকমাশুল ৷০ আনা।

অমৃতাদি বটিকা।

(সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহাতে সর্ব্ব প্রকার নূতন এবং পুরাতন জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, পৈত্তিকের জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, সূতিকা জ্বর, আটকান জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, বিষমজ্বর, নেবাজ্বর, অগ্রগাস এবং এতৎসহ যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং দৌর্ব্বল্যাদি উপসর্গ থাকিলে জ্বরের সহিত সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ডাক্তারি, কবিরাজি এবং অন্যান্য মতের ঔষধ ব্যবহারে যে সকল জ্বর একেবারে আরোগ্য না হয়, সেই সকল জ্বর আরোগ্য করিতে আমাদের অমৃতাদি বটিকা অব্যর্থ মহৌষধ। ফলতঃ জ্বরাদি রোগের এরূপ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

জল বায়ু দূষিত বাষ্প সকল শরীরে আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জ্বর ও প্লীহাদি হইয়া থাকে। আমাদের অমৃতাদি বটিকা শরীরে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া বাষ্পদূষিত শারীরিক বিষ সকল ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবসহ নির্গত করে এবং শীঘ্র একেবারে জ্বর ও প্লীহাদি নষ্ট হয়। অমৃতাদি বটিকা সকল প্রকার জ্বরের ব্রহ্ম অস্ত্র। জ্বরাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই।

৪০ বটিকা সংযুক্ত ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। প্যাকিং /০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

৪ শিশির মূল্য ৩৷০ টাকা। প্যাকিং /০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

১২ শিশির মূল্য ১০৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল লাগিবে না।

কবিরাজ কেদারনাথ বিশারদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯৩।২ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া, কলিকাতা।

সন্তান-রক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও সন্তান রক্ষার আশ্চর্য্য মালিস।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট ডাক্তারের ২৫ বৎসর বহুদর্শিতায় এই মহোপকারী মালিশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মালিশ গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব এবং শিশুর জীবন রক্ষা করিবার অব্যর্থ মহৌষধ। অধিকন্তু ইহা গর্ভ-কালোচিত নানা-প্রকার অসুস্থতা যথা, বমনেচ্ছা, অম্ল, বুকজ্বালা প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকে। সকল গৃহস্থেরই এই মালিশ এক এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রশংসাপত্র।—নড়াইল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল্, এফ আর্, এ, এস্, লিখিতেছেন :—"আমার স্ত্রীর গর্ভপাতের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে আপনার "সন্তান-রক্ষক" ঔষধ মালিশ করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছি। গর্ভস্রাব নিবারণের ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ।"

টাকির জমিদার ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ রায় চৌধুরী বি, এল্, লিখিতেছেন :—"আমার স্ত্রী প্রসববেদনায় প্রায় ৩ দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। আপনার "সন্তান-রক্ষক" মালিশ করিয়া তিনি নিরাপদে সন্তান প্রসব করিয়াছেন। গর্ভবতীর পক্ষে "সন্তান-রক্ষক" যে কি উপকারী ঔষধ, তাহা বলিতে পারি না। প্রত্যেক গর্ভবতীরই ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতায় মিউনিসিপাল কমিশনার ও শিবাদহ স্মল কজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ লিখিতেছেন :—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র (বয়স আঠার মাস) যকৃতের পীড়ায় দুই মাস ভুগিতেছিল। নানারূপ চিকিৎসায় কিছুই উপকার হয় নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া আপনার "সন্তান-রক্ষক" ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই এই ঔষধ রাখা কর্ত্তব্য।"

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সিংহ, বি, এল্, বলেন :—"আপনার 'সন্তান-রক্ষক' আমার বন্ধুর একজন আত্মীয়ার গর্ভকালোচিত বমনেচ্ছা ও অসুস্থতা যে রূপ আশ্চর্য্যরূপে নিবারণ করিয়াছে, তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃই এক সপ্তাহ মধ্যেই আপনার সন্তান-রক্ষক নামক মালিশ ব্যবহার করিয়া গর্ভিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহার অতি সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমি আনন্দের সহিত সাধারণকে আপনার সন্তান-রক্ষক ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ প্যাকিং খরচ ।০, ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৵০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্।

তালতলা-মেডিকেল হল, ১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

এজেণ্ট—মিসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

খোঙ্গরাপটী বড়বাজার, কলিকাতা।

পার্ব্বতী ম্যালেরিয়া মিক্‌শ্চার।

দুর্দ্দান্ত ম্যালেরিয়াতে বৎপরোনাস্তি উৎপীড়িত যে সকল ব্যক্তি নানাবিধ ঔষধ সেবনে হতাশ হইয়াছেন, তাঁহারা যদ্যপি একবার এই ঔষধ পরীক্ষা করিয়া দেখেন, তাহা হইলে উহার যে কি অসীম ক্ষমতা তাহা বুঝিতে পারিবেন। পুরাতন জ্বর, ম্যালেরিয়া জ্বর, শোথ, পাণ্ডু, নেবা, অগ্রমাস ও গুল্ম সহকারে জ্বর, দ্বৌকালীন, হলীমক, বিষম, মজ্জাগত ও কুইনাইনের জ্বর, কম্পজ্বর, পালা ও দুর্জ্জয় প্লীহা যকৃৎসংযুক্ত জ্বর এবং প্রমেহঘটিত জ্বর প্রভৃতি যে কোন প্রকার জ্বর হউক, ১ বোতল সেবনে নিশ্চয় আরোগ্য হইবেক।

মূল্য বড় বোতল ১।০ ; পাইন্ট বোতল ৸০ ; ৮ আউন্স শিশি ৷৹ ; প্যাকিং খরচ ও ডাক মাশুল স্বতন্ত্র।

পার্ব্বতী কুসুম তৈল।

পার্ব্বতী কুসুম তৈল অতিশয় স্নিগ্ধ ও সৌরভযুক্ত। মস্তকে ব্যবহার করিলে কেশের অকাল পক্বতা, টাকপড়া প্রভৃতি কেশ সম্বন্ধীয় যাবতীয় পীড়ার শান্তি হয় এবং মস্তকঘূর্ণন, মস্তিষ্ক দৌর্ব্বল্য, সর্ব্বদা মন হু হু করা, কর্ত্তব্য কার্য্যে অনিচ্ছা ও অতিরিক্ত ধাতুক্ষয় বা মাদক সেবনজনিত দর্শন ও শ্রবণশক্তির অল্পতা প্রভৃতি সকল রোগ শীঘ্র দূরীভূত হইয়া মস্তিষ্ক শীতল রাখে।

পার্ব্বতী কুসুমে কেশকলাপ দৃঢ়মূল, বর্দ্ধিত ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হয়। যাঁহাদের প্রাধিক পরিমাণে মস্তিষ্কের পরিচালনা করিতে হয়, মস্তিষ্ক শীতল রাখিবার জন্য তাঁহাদের এই পার্ব্বতী কুসুম তৈল ব্যবহার করা একান্ত আবশ্যক।

সৌরভের প্রকরণ।—পার্ব্বতী কুসুম তৈল ব্যবহার করিলে প্রতি লোমকূপ দিয়া সৌরভ নির্গত হইতে থাকে, সে সৌরভ নিত্যস্থায়ী ও সুদূরব্যাপী।

মূল্য প্রতি শিশি ৸০ আনা। ডাকমাশুল ও প্যাকিং খরচ স্বতন্ত্র।

মধু বিহার।

যুবক যুবতীদিগের পক্ষে অতি সুলভ মূল্যে আমরা এক প্রকার চিত্তরঞ্জনকারী মহাসৌগন্ধ বিশিষ্ট দ্রব্য প্রস্তুত করিয়াছি; ইহা আজপর্য্যন্ত ভারতে প্রস্তুত হয় নাই। আমরা কেবল সাধারণের পরীক্ষা প্রার্থনা করি; ইহা পানের সহিত ব্যবহার করিলে মুখের দুর্গন্ধ কাশি শ্লেষ্মা প্রভৃতি দোষ নষ্ট করে, আরও দাঁতের গোড়া শক্ত করে। ইহা তামাকের সহিত ব্যবহার করিলে এক প্রকার মহা সৌগন্ধ নির্গত হয়। মূল্য প্রতি কৌটা ।০ আনা।

দত্ত এণ্ড ফ্রেণ্ডস্,

হেড আফিস পটলডাঙ্গা ৫১ নং বেণিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

চিনাবাজার প্রধান প্রধান ঔষধালয়ে পাওয়া যায়।

ব্রহ্মচারি-প্রদত্ত

লক্ষ্মীবিলাস তৈল।

১৮৭৪ সালে আবিষ্কৃত। মতিলাল বসু এণ্ড কোং ইহার একমাত্র আবিষ্কর্ত্তা। ইহার মনোমুগ্ধকর সুগন্ধিতা, স্নিগ্ধকারিত্ব, লাবণ্যপ্রদায়ক, মস্তক ও ত্বক্-রোগনিবারক অসাধারণ গুণপ্রভাবে জনসাধারণের নিকট বহু দিনাবধি বিশেষ সমাদৃত। ইহার অতিশয় বিক্রয় দেখিয়া লোভ প্রযুক্ত অনেকে জাল করিয়া রাজদ্বারে দণ্ডিত হইয়াছে। ইহা ব্যতীত শতাধিক প্রকার নকল লক্ষ্মীবিলাস তৈল বাহির হইয়াছে এবং অদ্যাবধিও বর্ত্তমান আছে। বিশেষ অনুরোধ, ভ্রমক্রমে জাল তৈল ক্রয় করিয়া ব্যবহারে সুফল প্রাপ্ত না হইয়া আমাদিগের জগৎ পরীক্ষিত ও পরম পবিত্র তৈলের উপর দোষারোপ না করেন। নিম্নলিখিত কয়েকটী বিষয় বিশেষরূপে পরীক্ষা করিয়া লইবেন।

১। রেজিষ্টরী করা (শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি বিশিষ্ট) ও মতিলাল বসু এণ্ড কোংর নামাঙ্কিত সবুজ রঙের শিশি ও উহার উপরি ভাগে সোনালি রঙ বিশিষ্ট ক্যাপশুল এবং প্রোপ্রায়েটরের প্রতিমূর্ত্তি ও নাম সম্বলিত লেক-লেবল।

২। চারি ভাষায় লিখিত রঙ্গিন টিকিট ও উহাতে সরু সরু ডোরা কাটা এবং (শ্রীরামচন্দ্র মূর্ত্তি) ও কোংর নাম লেখা।

৩। ব্যবস্থাপত্র যাহা শিশির গাত্রে সংলগ্ন আছে ও যাহার মধ্যে ৩ রকম কাগজে ৩২ পৃষ্ঠায় ছাপা (গোলাপী, সাদা ও সবুজ) ৭ প্রকার ভাষায় (বাঙ্গালা, ইংরাজি, নাগরী, কায়েতী, গুজরাটী, উড়িয়া এবং উর্দ্দূ) লিখিত নিয়মাবলী মুদ্রিত আছে।

৪। ব্যবস্থা-পুস্তক ব্যতীত শিশি লইবেন না।

আট আউন্স শিশির মূল্য ৸৹ আনা, ২৪ আউন্স বোতল ২৲ টাকা।

শুভামৃত।

এস, সি, মিত্র এণ্ড কোং কৃত

ম্যালেরিয়া জ্বরের অত্যুৎকৃষ্ট মহৌষধ।

ইহাতে ম্যালেরিয়ার জ্বর, পুরাতন জ্বর, প্লীহা, যকৃৎ, অগ্রমাস, ন্যাবা, পাণ্ডু, শোথ, উৎকাশী, ২ দিন অন্তর, পক্ষ অন্তর, মাস অন্তর, দ্বৈকালীন, ত্রিকালীন, ও বিষম জ্বর এই সমস্ত অতি ত্বরায় আরোগ্য হইবে। ঔষধ সেবনের নিয়ম ও পরিমাণ শিশির সহিত ব্যবস্থা পত্রে পাইবেন। মূল্য প্রতি শিশি ৸৹ আনা, এককালীন ১ ডজন লইলে ৮৲ টাকা মাত্র।

এক মাত্র এজেণ্ট—মতিলাল বসু এণ্ড কোং।

মতিলাল বসু এণ্ড কোম্পানী, অর্ডার সপ্লায়ার্স, কমিসন এজেণ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্
১২২ নং পুরাতন চিনাবাজার, ব্রহ্মচারিদত্ত-ঔষধালয়, কলিকাতা।

মালতী কুসুম তৈল।

এই তৈল নিয়মপূর্ব্বক ব্যবহারে, কেশহীনতা বা টাকরোগ আরোগ্য হয় এবং পরিণামে অকাল-পক্কতা প্রাপ্ত হয় না। কেশ সকল পুষ্ট, ঘন, কোমল ও কৃষ্ণবর্ণ হইয়া শীঘ্র পরিবর্দ্ধিত হয়। শিরঃপীড়া ও মস্তক ঘূর্ণনাদি শিরোরোগ সকল বিনষ্ট হওত চক্ষুর্জ্যোতি বৃদ্ধি হয় এবং মস্তিষ্ক শীতল করে। বিবিধ কারণে মানব শরীরে শোণিত উত্তপ্ত হইয়া, মস্তিষ্ক বিকৃত প্রাপ্ত হয়। ইহা ব্যবহারে ঐ উত্তপ্ত শোণিত শীতল হইয়া, মস্তিষ্ক ক্রিয়াবান্ হয় এবং চিত্ত প্রফুল্লতা করে। এ জন্য উন্মাদ, মূর্চ্ছাবায়ু, বুদ্ধিভ্রংশ, চিত্তচাঞ্চল্য, মানসিক ঔদাস্য, ভুল্‌বকা, অতিশয় মনোবিকার, মেধা বা স্মৃতিশক্তি-বিহীনতা, চক্ষু, হস্ত ও পদাদির জ্বালা প্রভৃতি পীড়া সকল শীঘ্র প্রশমিত হইয়া সমূহ বায়ুবিকার নষ্ট করে। এই অতুলনীয় তৈলের মনোহর সৌরভে মন পুলকিত করে!

১ ছটাক শিশির মূল্য ১৲ টাকা। প্যাকি ৵০ আনা। ডাকমাশুল ।০ আনা।

১২ শিশির মূল্য ১০৲ টাকা। প্যাকিং ৷০ আনা। ডাকমাশুল ১৵০ আনা।

১ পোয়া শিশি মূল্য ৩৷০ টাকা। প্যাকিং ৵০ আনা। ডাকমাশুল ৮০ আনা।

অমৃতাদি বটিকা।

(সকল প্রকার জ্বরের অব্যর্থ মহৌষধ।)

ইহাতে সর্ব্ব প্রকার নূতন এবং পুরাতন জ্বর, পালাজ্বর, কম্পজ্বর, পৈত্তিকের জ্বর, মজ্জাগত জ্বর, সূতিকা জ্বর, আটকান জ্বর, ঘুসঘুসে জ্বর, কুইনাইন ঘটিত জ্বর, বাতশ্লৈষ্মিক জ্বর, বিষমজ্বর, নেবাজ্বর, অগ্রমাস এবং এতৎসহ যকৃৎ, প্লীহা, পাণ্ডু, অজীর্ণ, অগ্নিমান্দ্য এবং দৌর্ব্বল্যাদি উপসর্গ থাকিলে জ্বরের সহিত সত্বর প্রশমিত হইয়া থাকে। ডাক্তারি, কবিরাজি এবং অন্যান্য মতের ঔষধ ব্যবহারে যে সকল জ্বর একেবারে আরোগ্য না হয়, সেই সকল জ্বর আরোগ্য করিতে আমাদের অমৃতাদি বটিকা অব্যর্থ মহৌষধ। ফলতঃ জ্বরাদি রোগের এরূপ মহৌষধ এ পর্য্যন্ত আবিষ্কার হয় নাই।

জল বায়ু দূষিত বাষ্প সকল শরীরে আশ্রয় করিয়া পুনঃ পুনঃ জ্বর ও প্লীহাদি হইয়া থাকে। আমাদের অমৃতাদি বটিকা শরীরে অমৃতের ন্যায় কার্য্য করিয়া বাষ্পদূষিত শারীরিক বিষ সকল ঘর্ম্ম ও প্রস্রাবসহ নির্গত করে এবং শীঘ্র একেবারে জ্বর ও প্লীহাদি নষ্ট হয়। অমৃতাদি বটিকা সকল প্রকার জ্বরের ব্রহ্ম অস্ত্র। জ্বরাদি রোগের এমন ঔষধ আর নাই।

৪০ বটিকা সংযুক্ত ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। প্যাকিং ⁄০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

৪ শিশির মূল্য ৩৷০ টাকা। প্যাকিং ⁄০ আনা, ডাকমাশুল ।০ আনা।

১২ শিশির মূল্য ১০৲ টাকা। প্যাকিং ও ডাকমাশুল লাগিবে না।

কবিরাজ কেদারনাথ বিশারদের আয়ুর্ব্বেদোক্ত চিকিৎসালয়।

৯৩।২ হরিঘোষের ষ্ট্রীট, সিমুলিয়া, কলিকাতা।

সন্তান-রক্ষক।

গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব ও সন্তান রক্ষার আশ্চর্য্য মালিস।

কলিকাতা মেডিক্যাল কলেজের গ্রাজুয়েট ডাক্তারের ২৫ বৎসর বহুদর্শিতার এই মহোপকারী মালিশ আবিষ্কৃত হইয়াছে। এই মালিশ গর্ভস্রাব নিবারণ, নিরাপদে প্রসব এবং শিশুর জীবন রক্ষা করিবার অব্যর্থ মহৌষধ। অধিকন্তু ইহা গর্ভ-কালোচিত নানা-প্রকার অসুস্থতা যথা, বমনেচ্ছা, অম্ল বুকজ্বালা প্রভৃতি নিবারণ করিয়া থাকে। সকল গৃহস্থেরই এই মালিশ এক এক শিশি রাখা কর্ত্তব্য।

প্রশংসাপত্র।—নড়াইল কলেজের প্রিন্সিপাল শ্রীযুক্ত বাবু উমেশচন্দ্র ঘোষ, এম, এ, বি, এল, এফ আর, এ, এস, লিখিতেছেন:—"আমার স্ত্রীর গর্ভপাতের লক্ষণ সকল উপস্থিত হইলে আপনার "সন্তান-রক্ষক" ঔষধ মালিশ করিয়া অতি আশ্চর্য্য ও আশাতীত ফল পাইয়াছি। গর্ভস্রাব নিবারণের ইহা অদ্বিতীয় মহৌষধ।"

টাকির জমিদার ও হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু ভবনাথ রায় চৌধুরী বি, এল, লিখিতেছেন:—"আমার স্ত্রী প্রসববেদনায় প্রায় ৩ দিন অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। আপনার "সন্তান-রক্ষক" মালিশ করিয়া তিনি নিরাপদে সন্তান প্রসব করিয়াছেন। গর্ভবতীর পক্ষে "সন্তান-রক্ষক" যে কি উপকারী ঔষধ, তাহা বলিতে পারি না। প্রত্যেক গর্ভবতীরই ইহা ব্যবহার করা কর্ত্তব্য।

কলিকাতার মিউনিসিপাল কমিশনার ও শিয়ালদহ স্মল কজকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু অমৃতলাল ঘোষ লিখিতেছেন:—"আমার ভ্রাতুষ্পুত্র (বয়স আঠার মাস) যকৃতের পীড়ায় দুই মাস ভুগিতেছিল। নানারূপ চিকিৎসায় কিছুই উপকার হয় নাই। অবশেষে হতাশ হইয়া আপনার "সন্তান-রক্ষক" ৩ সপ্তাহ ব্যবহার করাতে বিশেষ ফল পাইয়াছে। প্রত্যেক গৃহস্থেরই এই ঔষধ রাখা কর্ত্তব্য।"

কলিকাতা হাইকোর্টের উকীল শ্রীযুক্ত বাবু দীননাথ সিংহ, বি, এল, বলেন:—"আপনার 'সন্তান-রক্ষক' আমার বন্ধুর একজন আত্মীয়ার গর্ভকালোচিত বমনেচ্ছা ও অসুস্থতা যে রূপ আশ্চর্য্যরূপে নিবারণ করিয়াছে, তাহাতে বড়ই আনন্দিত হইলাম। বস্তুতঃই এক সপ্তাহ মধ্যেই আপনার সন্তান-রক্ষক নামক মালিশ ব্যবহার করিয়া গর্ভিণী সম্পূর্ণ আরোগ্য লাভ করিয়াছেন। ইহার আশু সম্পূর্ণ আরোগ্য করিবার ক্ষমতা দেখিলে আশ্চর্য্য হইতে হয়। আমি আনন্দের সহিত সাধারণকে আপনার সন্তান-রক্ষক ব্যবহার করিতে অনুরোধ করি।

প্রত্যেক শিশির মূল্য ২৲ প্যাকিং খরচ ।০, ভিঃ পিঃ খরচ ও ডাকমাশুল ৵০।

ডাক্তার শ্রীশীতলচন্দ্র পাল, এল্, এম্, এস্।

তালতলা মেডিকেল হল, ১৯ নং ডাক্তার্স লেন, তালতলা, কলিকাতা।

এজেন্ট—মিসার্স বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং

খোঙ্গরাপটী বড়বাজার, কলিকাতা।

চতুর্থ বৎসরের

কুন্তলীন পুরস্কার

(১৩০৬ সন)

বারটী পুরস্কারে একশত কুড়ি টাকা।

প্রথম পুরস্কার	৩০৲
দ্বিতীয় পুরস্কার	২০৲
তৃতীয় পুরস্কার	১৫৲
চতুর্থ ও পঞ্চম—প্রত্যেক ১০৲	২০৲
ষষ্ঠ হইতে দ্বাদশ—প্রত্যেক ৫৲	৩৫৲

সর্ব্বোৎকৃষ্ট ক্ষুদ্র উপন্যাস, গল্প, বিচিত্র অথবা কৌতুকাবহ ঘটনা অথবা ডিটেক্টিভ কাহিনীর জন্য উপরোল্লিখিত পুরস্কার প্রদত্ত হইবে। কেবল মাত্র গল্পের সৌন্দর্য্য কিছুমাত্র নষ্ট না করিয়া কৌশলে কুন্তলীন এবং এসেন্স দেলখোসের অবতারণা করিতে হইবে, অথচ কোন প্রকারে ইহাদের বিজ্ঞাপন স্বরূপ বিবেচিত না হয়।

১। রচনা যাহাতে সাধারণ চিঠির কাগজের ১৫।১৬ পৃষ্ঠার অধিক না হয় সে বিষয়ে লেখকগণ বিশেষ দৃষ্টি রাখিবেন। হস্তলিপি পরিষ্কার হওয়া চাই।

২। পুরুষ অথবা স্ত্রীলোক যাঁহার ইচ্ছা রচনা পাঠাইতে পারেন। এক জনে একের অধিক রচনা পাঠাইতে পারেন, কিন্তু একের অধিক পুরস্কার পাইবেন না।

৩। প্রকৃত নাম ও ঠিকানা গোপন করিলে কিম্বা কোন পুরুষ স্ত্রীলোকের নাম দিয়া রচনা পাঠাইয়াছেন এইরূপ সন্দেহের কারণ থাকিলে সেই রচনা পুরস্কার যোগ্য হইবে না।

৪। কোন রচনার প্রাপ্তি স্বীকার করা অথবা পুরস্কা[illegible] সম্বন্ধে কোন চিঠির উত্তর দেওয়া সম্ভব হইবে না। এজন্য কেহ রিপ্লাই পোষ্টকার্ড অথবা ডাক টিকেট পাঠাইবেন না। যাঁহারা রচনার পৌছান সম্বন্ধে নিঃসংশয় হইতে চাহেন তাঁহারা অনুগ্রহ পূর্ব্বক রেজেষ্টারী করিয়া পাঠাইবেন।

৫। পুরস্কার প্রাপ্ত লেখক ও লেখিকাদিগের নাম আগামী অগ্রহায়ণ মাসের মধ্যভাগে "সঞ্জীবনী" ও "সময়" পত্রিকাদ্বয়ে এবং সতন্ত্র লিষ্টাকারে প্রকাশিত হইবে। পুরস্কৃত সমুদয় রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইবে। অপুরস্কৃত রচনা ফেরত দেওয়া হইবে না অথবা কোন প্রকারে ব্যবহৃত হইবে না।

৬। রচনা আগামী ৩০এ ভাদ্রের মধ্যে "কুন্তলীন আফিসে" পৌছান আবশ্যক। তৎপরে কাহারও রচনা গৃহীত হইবে না।

এইচ বসু,

৬২ নং বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

অন্তঃপুর

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL.

দ্বিতীয় বর্ষ।	জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়, ১৩০৬।	Vol. II.
১৭শ ১৮শ সংখ্যা।	MAY & JUNE, 1899.	No. 17 & 18.

কেবল মহিলাদের দ্বারা পরিচালিত ও লিখিত।

EDITED AND CONDUCTED BY LADIES ONLY.

সম্পাদিকা—শ্রীমতী বনলতা দেবী।

Edited by BANALATA DEBI.

বিষয়	লেখিকা	পৃষ্ঠা।
বিবিধ প্রসঙ্গ	... ...	৬৫
গৃহধর্ম্ম	সম্পাদিকা	৬৭
চিত্রকর	শ্রীমতী কাদম্বিনী দত্ত	৭০
চাহি পুরাতন	,, কুসুম কুমারী রায়	৭১
কবিরাজ মহাশয়	সম্পাদিকা	৭২
মর্ম্মিয়ণ	শ্রীমতী স্বর্ণলতা চৌধুরী	৭৪
সহমৃতা সতী	,, রেবা রায়	৮০
সেবিকা ভগিনী সম্পাদ[illegible]	শ্রীমতী বিরাজ মোহিনী রায়	৮১
মানবের শ্রেষ্ঠ ও [illegible] কর্ত্তব্য	শ্রীমতী ...	৮৩
বিনয়ের দিদি	সম্পাদিকা	৮৬
শৈশব স্মৃতি	শ্রীমতী অন্নদাসুন্দরী ঘোষ	৮৯
প্রেমময়	সম্পাদিকা	৯০
স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী চৌধুরী	৯০
রমণীর অপূর্ব্ব খেয়াল	...	৯৩
অন্তঃপুর	শ্রীমতী প্রতিভা	৯৪
সুমতি সমিতি, সমালোচনা	...	৯৫, ৯৬

ডাকমাশুল সমেত অগ্রিম বার্ষিক মূল্য ১৲ এক টাকা মাত্র।

অন্তঃপুর কার্য্যালয় বরাহনগর, কলিকাতার নিকট।

ANTAHPUR OFFICE—BARANAGORE NEAR CALCUTTA.

ANNUAL SUBSCRIPTION ONE RUPEE WITH POSTAGE.

477/3
18 5066 327
16 SEP 99

অন্তঃপুর।

মাসিক পত্রিকা।

ANTAHPUR

A MONTHLY JOURNAL

শতবার ভ্রম-পথে ছুটে যেতে চাই।
শ্রেয় প্রেয় কারে বলে জানিনাক তাই॥
আঁধারে সুপথ ভুলে, যাই যবে দূরে চলে।
ধ্রুবতারা আলো তুমি, দেখা যেন পাই॥

দ্বিতীয় বর্ষ।	বঙ্গাব্দ ১৩০৬, জ্যৈষ্ঠ ও আষাঢ়।	২য় ভাগ।
১৭, ১৮শ সংখ্যা	MAY and JUNE 1899.	প্রথম কল্প

বিবিধ প্রসঙ্গ।

শোচনীয় সংবাদ।—স্বনাম-খ্যাত কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় অন্ধ হইয়াছেন। বঙ্গের বিধবার শোচনীয় অবস্থা, বঙ্গরমণীর দুর্দ্দশার সম্বন্ধে তিনি যে সকল মর্ম্মস্পর্শী অশ্রুসিক্ত কবিতা লিখিয়াছেন, তাহার জন্য তিনি বঙ্গের রমণীকুলের অসীম কৃতজ্ঞতা ও অকৃত্রিম শ্রদ্ধার পাত্র। তাঁহার কবিতায় যে কি প্রাণোন্মাদিনী শক্তি আছে তাহা সকলেই জানেন। কবিবরের এই দুঃসময়ে সমগ্র বঙ্গদেশের তাঁহার প্রতি সমবেদনা প্রকাশ ও শ্রদ্ধা প্রদর্শন করা কর্ত্তব্য।

দান।—দ্বারবঙ্গের মহারাজা রামেশ্বর সিংহ বাহাদুর, মহাকালী পাঠশালার ব্যয় নির্ব্বাহার্থে ১২০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

মান্দ্রাজের রাজা বেঙ্কুগোপাল, বাক্‌শক্তি হীন পীড়িত পশুদিগের চিকিৎসালয় নির্ম্মাণের জন্য, ১৫০০০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

অনাথাশ্রম।—"নিরাশ্রয় বালক বালিকাদিগের স্থাপিত অনাথাশ্রমের নাম অনেকেই জানেন ইহার গত বাৎসরিক অধিবেশনে আমাদের সদাশয় ছোটলাট সভাপতির আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন, ঐ সভাতে আশ্রমের গৃহনির্ম্মাণার্থে সাহায্যকারী কয়েকজন মাননীয় ব্যক্তির নামের তালিকা পাঠ

করা হইয়াছিল। আমরা আশা করি, এই মহদুপকারী সদনুষ্ঠানে সাহায্যের অভাব হইবে না।

এক প্লেগের ভয়ে বোম্বাই-বাসীগণ ব্যতিব্যস্ত। তাহাতে আবার আর এক প্রকার নূতন রোগ প্রবেশ করিয়াছে। অতি ক্ষুদ্র এক প্রকার কৃষ্ণবর্ণ কীট পদের বৃদ্ধাঙ্গুলিতে আসিয়া বাস করে এবং অল্প সময়ের মধ্যে একটা ক্ষত প্রস্তুত করে। যথা সময়ে প্রতিকার না করিলে এই ক্ষতে অস্থি পর্য্যন্ত পচিয়া যায়, এই ক্ষত আরোগ্য হওয়া অতি কঠিন।

কিছুকাল ধরিয়া বিজ্ঞানবিদ্ পণ্ডিতগণ তারের সাহায্য ভিন্ন সংবাদ প্রেরণের উপায় আবিষ্কারে নিযুক্ত ছিলেন। আমাদের বঙ্গের মুখোজ্জ্বলকারী অধ্যাপক জগদীশচন্দ্র বসু এই চেষ্টার জন্য খ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। এখন এই উপায় আবিষ্কৃত হইয়াছে। ইহা উনবিংশ শতাব্দীর একটী বিশেষ স্মরণীয় ঘটনা।

প্লেগ।—কলিকাতা নগরী প্লেগের মনোনীত হইল না। প্লেগ ক্রমেই কমিতেছে।

স্বামী অভয়ানন্দ, বিবেকানন্দ স্বামীর এক জন শিষ্যা। ইনি আমেরিকা প্রদেশিয়া মহিলা। এই গৈরিকবসনা পাশ্চাত্য রমণীর মুখে হিন্দুধর্ম্মের ব্যাখ্যা শুনিয়া অনেকে বিস্মিত ও মুগ্ধ হইতেছেন।

আহত ও রুগ্ন সৈনিকদিগের সেবা দ্বারা যশস্বিনী, পরোপকারিণী কুমারী ফ্লোরেন্স নাইটিঙ্গেল এখন অশীতি বর্ষীয়া। তাঁহার শরীর এখন অত্যন্ত অসুস্থ।

শুনা যায় ব্রিটীশ মিউজিয়মে (যাদুঘরে) যত পুস্তক আছে পাশাপাশি করিয়া রাখিলে ৩৫ মাইল লম্বা হয়।

মহীশূরের মহারাণীর বালিকা... হইতে একখানি মাসিকপত্রিকা প্রকাশিত হইতেছে। মহীশূরের মহারাণী স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধেবিশেষ উৎসাহী। তাঁহার যত্নে সে দেশে স্ত্রীশিক্ষা অতি সুন্দররূপে প্রচলিত হইতেছে। পত্রিকাখানি ইংরাজী ও তদ্দেশ প্রচলিত ক্যানারীস ভাষায় লিখিত; শুনা যায় ইহার সম্পাদিকা এক জন ইংরাজ মহিলা।

২৪শে মে আমাদের ভারতেশ্বরী ভিক্টোরিয়ার জন্মদিন। এই বৎসর তিনি তাঁহার পুণ্যময় জীবনের অশীতিবর্ষ অতিক্রম করিলেন।

শান্তিপ্রিয় রুষসম্রাটের জন্মতিথি ১৮ই মে হইতে শান্তিসমিতির অধিবেশন আরম্ভ হইয়াছে। বিবাদ বিসম্বাদ নিষ্ঠুররূপে জীবন নাশ স্পৃহা প্রভৃতি অন্তর্হিত হইয়া ভিন্ন ভিন্ন জাতির মধ্যে যাহাতে প্রেম ও সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয়, এই শান্তিসমিতি তাহার উদ্যোগ করিয়া ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ও মানবের কৃতজ্ঞতার পাত্র হউন।

বিগত মহরমের ছুটীতে বর্দ্ধমানে প্রাদেশিক সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সেই সভায় অনেকগুলি হিতকর বিষয়ের প্রস্তাব হইয়াছিল।

বুদ্ধদেবের জন্মোৎসব উপলক্ষে ২৫শে মে কলিকাতায় বিশেষ সভা হইয়াছিল। কলিকাতাবাসী বৌদ্ধধর্ম্মাবলম্বীগণ বিশেষ উপাসনা ও উৎসবের দ্বারা এই দিনের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়াছেন।

এই বৎসর বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষায় ১৩টী বালিকা এফ্. এ, ও বি, এ, পরীক্ষায় উত্তীর্ণা হইয়াছেন। নিম্নে উত্তীর্ণা বালিকাদের নাম প্রকাশিত হইল।

এফ, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা

কুমারী অমিয়া রায়	প্রথম বিভাগ।
রাজকুমারী বসু	দ্বিতীয় বিভাগ।
শরৎকুমারী দাস	" "
লেনা ঘোষ	" "
চারুবালা মণ্ডল	" "
চারুলতা রায়	" "
মৃণালিনী সেন	" "
আশালতা চৌধুরী	তৃতীয় বিভাগ।
বিধুবালা দত্ত	" "

ইসাবেলাজী সামুয়েল বি, এ, পরীক্ষোত্তীর্ণা

স্নেহলতা মজুমদার	" "
লিলি ক্রশ্চিয়ান	" "
সুপ্রভা গুপ্ত	" "

জাতীয় ভারতসভার সম্পাদিকা মাননীয়া কুমারী ম্যানিং তাঁহার ভারতভ্রমণের সংক্ষিপ্ত বিবরণ গত মে মাসের ইণ্ডিয়ন ম্যাগেজিন নামক ইংরাজী পত্রিকাতে লিখিয়াছেন। তাহাতে এদেশের ভিন্ন ভিন্ন স্থানের বালিকা বিদ্যালয়ের অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষার বিষয় সংক্ষেপে বর্ণনা করিয়াছেন। প্রবন্ধের এক স্থানে তিনি লিখিয়াছেন, "বিদ্যালয়ের শিক্ষাকে অধিকতর ফলপ্রদ করিতে হইলে,বিদ্যালয়ের শিক্ষার অনুযায়ী গৃহে সুশিক্ষা প্রদানের জন্য, পিতা মাতার বিশেষ মনোযোগী হওয়া আবশ্যক। মাতার, সন্তানের প্রকৃতি অতি সাবধানতার সহিত পর্য্যবেক্ষণ করা উচিত এবং সন্তানদের স্বাভাবিক উন্নতিও কর্ত্তব্য সম্বন্ধে তাঁহাদের আদর্শ ও মত আরো উচ্চ হওয়া কর্ত্তব্য। স্কুলে নীতিশিক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করা শিক্ষকের কর্ত্তব্য। বর্ত্তমান সময়ে গৃহ ও বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য ও কার্য্যে সমতা লক্ষিত হয় না।" বাস্তবিক একজন বিদেশীয়া মহিলা আমাদের দেশের একটী প্রধান অভাব এ রূপ সুন্দররূপে বুঝিয়াছেন এবং সন্তানের শিক্ষা সম্বন্ধে জননীর দায়িত্ব সম্বন্ধে এ রূপ ভাবে সৎপরামর্শ দিয়াছেন ইহা আমাদের আনন্দের বিষয় হইলেও শিক্ষণীয়।

গৃহধর্ম্ম।

আজকাল ভারতের প্রায় সর্ব্বত্রই উৎসাহ উদ্যম পরিলক্ষিত হয়। কেহ ধর্ম্ম লইয়া, কেহ জ্ঞান লইয়া, কেহ প্রাচীন বেদবেদান্ত লইয়া, কেহ বা পাশ্চাত্য দর্শন বিজ্ঞান লইয়া মত্ত। কেহ সামাজিক উন্নতির জন্য বদ্ধপরিকর, কেহ বা রাজনৈতিক আন্দোলন লইয়া ব্যস্ত। কত সভা, কত সমিতি, কত উৎসব, কত বক্তৃতা। ভারত আজকাল যেন কতকটা জীবন্ত ভাব লাভ করিয়াছে। প্রায় সকলেই নিজনিজ শক্তিকে বিশ্বাস ও সংস্কারানুযায়ী কার্য্যে নিয়োজিত করিয়া, আপনাকে ধন্য মনে করিতেছেন।

কিন্তু এই কার্য্যতৎপরতা, এই উৎসাহের ভাব কেবল পুরুষদের মধ্যে দেখা যায়, অপর অর্দ্ধাংশের প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে বিস্মিত হইতে হয়। ভারত যে উন্নতির স্রোতে গা ঢালিয়া দিয়াছে,যে তরঙ্গের আন্দোলনে ভারত টলমল করিতেছে, সে তরঙ্গ, সে স্রোত বুঝি ভারতীয়া মহিলাদিগকে স্পর্শ করিতে পারে নাই। তাই ভারত রমণী এ আন্দোলনের মধ্যেও বেশনিশ্চিন্ত হইয়া নিদ্রা যাইতেছেন। বর্ত্তমান সময়ে ভারতরমণীর এরূপ উদাসীনতা বড়ই শোচনীয়। স্ত্রীশিক্ষা আজকাল অনেক স্থানেই প্রচলিত। কেহ কেহ উচ্চশিক্ষায়

শিক্ষিতা হইয়া রমণী-প্রতিভার পরিচয় দিতেছেন। কিন্তু শিক্ষালাভ করিলেই হয় না, ফলপ্রসূ শিক্ষা আবশ্যক, শিক্ষার ফল জীবনে, কার্য্যে দেখান চাই।

এই বাহিরের আন্দোলনের সময় রমণীদিগের কি করিবার আছে সে বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখা আবশ্যক, সমাজের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় রমণীর কর্ত্তব্য ও দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া অসীম ধৈর্য্য ও একাগ্রতা সহকারে কার্য্যে প্রবৃত্ত হওয়া চাই। রমণীর কর্ত্তব্য অনেক, কিন্তু আজ একটী বিষয়ের আলোচনার জন্য এই প্রস্তাবের অবতারণা করা হইয়াছে।

রমণীর প্রধান কার্য্য গৃহধর্ম্ম পালন ও প্রধান কার্য্যক্ষেত্র গৃহ। এই মহৎবাক্য সকলেরই মুখে শুনা যায়, বাস্তবিক জগতে মহাবিশৃঙ্খলা উপস্থিত হয়, সমাজ ছিন্নভিন্ন হইয়া যায়, যদি রমণী গৃহধর্ম্ম পালনে উদাসীন হইয়া স্বেচ্ছাচারিনী হন। কিন্তু গৃহধর্ম্ম কি? আমাদের দেশে বর্ত্তমান অশিক্ষিতা রমণীগণ যে ভাবে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করেন তাহাই কি আদর্শ গৃহধর্ম্ম পালন? যন্ত্রের ন্যায় সংসারের কার্য্য সম্পন্ন করা, অবসর পাইলে বাজে গল্প ও পরনিন্দায় আমোদ উপভোগ করা, এই কি গৃহধর্ম্ম?

বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট, রমণীর হস্তে ন্যস্ত গৃহধর্ম্ম পালন, অতি কঠিন, অতি মহৎ ও অসীমশক্তি, সাপেক্ষ। যে গৃহ সমাজের মূল, যে গৃহ হইতে সমাজ সৃষ্ট হয়, পুষ্ট হয়, ও উন্নতি সাধনের উপকরণ লাভ করে, সে গৃহের ভার রমণীর হস্তে। সামাজিক উন্নতি, সমাজরক্ষা, সমাজ সংস্কার এ সকল যতই বাহিরের কাজ হউক না কেন, এ সকল কার্য্যেরই মূল অন্তঃপুরে।

পুরুষগণ সামাজিক উন্নতি লইয়া মত্ত থাকিয়া কিছুই করিতে পারেন না, যদি গৃহের উন্নতি আগে না সাধিত হয়। গৃহ সংস্কার হইলে তবে সমাজ সংস্কার। জ্ঞানধর্ম্ম নীতি সমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইলে, সমাজের স্থায়ী উন্নতি করিতে হইলে, গৃহে, পরিবারে সুদৃঢ়ধর্ম্ম বিশ্বাস, অটল নীতিজ্ঞান, প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। বর্ত্তমান সময় রমণীদিগের নিজ নিজ জীবনের প্রতি দৃষ্টিপাত করিয়া নিজ দায়ীত্ব স্মরণ করিয়া দেখা নিতান্ত আবশ্যক। রমণীরা সমাজ সম্বন্ধে, পারিবারিক উন্নতি সম্বন্ধে উদাসীন থাকিলে গৃহধর্ম্মপালন অসম্পূর্ণ থাকিয়া যায়। স্বার্থের গণ্ডীর মধ্যে আপন আপন বিলাসসুখে মগ্ন হইয়া দিন কাটাইলে, মহিমাময়ী রমণী-জীবনের অমর্য্যাদা করা হয়। বর্ত্তমান সময়ে দেখিতে পাওয়া যায় যে, রমণীদিগের মধ্যে কেহ কেহ অজ্ঞান অন্ধকারে মনুষ্যোচিত উচ্চ সৎপ্রবৃত্তি বিহীন হইয়া, কলের পুতুলের ন্যায় সংসারের আবশ্যকীয় নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে, আশা আকাঙ্ক্ষার পূর্ণতা ও দেহের সাফল্য অনুভব করেন। কেহ বা শিক্ষাগুণে সংসারকার্য্যে অনভিজ্ঞতাকেই গৌরবের বিষয় মনে করিয়া, আত্মসুখ ও বিলাসভোগে পরিতৃপ্ত থাকিতে চাহেন। এই উভয় অবস্থায়ই আদর্শ রমণী জীবনের পরিচায়ক নহে। সাধারণ সাংসারিক কার্য্য রমণীর সর্ব্ব প্রথম কর্ত্তব্য, কিন্তু তা ছাড়া বঙ্গরমণীর চিন্তাশক্তি একটু প্রখর, হৃদয় একটু উন্নত ও দৃষ্টি একটু উদার হওয়া আবশ্যক, তাহা না হইলে স্বামীর প্রকৃত সহধর্ম্মিণী সন্তানের উপযুক্ত মাতা হওয়া যায় না। আর যাঁহারা উচ্চশিক্ষা লাভ করিয়া বঙ্গরমণীদিগের মুখোজ্জ্বল করি-

তেছেন,তাঁহাদের শিক্ষার পরশ-পাথর স্পর্শে স্বার্থ সাধনেচ্ছু সুখপ্রিয় লৌহময় হৃদয়, যদি পরার্থপরতা, সাধুচিন্তা ও উচ্চ আকাঙ্ক্ষারূপ সুবর্ণে পরিণত না হয়, তাহা হইলে শিক্ষার মাহাত্ম্য কি ? শিক্ষিতার গৌরব কি ?

এ স্থানে একটী পাশ্চাত্য মহিলার কথা উল্লেখ না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। ভারতবন্ধু বিখ্যাত রাজনৈতিক মহাত্মা জন্‌-ব্রাইটের পত্নী অসাধারণ কার্য্যতৎপরতা ও সুগৃহিণীপনার জন্য বিখ্যাত ছিলেন। সংসারে যেমন অর্থের প্রাচুর্য্য ছিল, ব্রাইট-পত্নীর ধীর চিন্তাশীল মধুর ব্যবহারে ও কার্য্যে তেমনি সুখ ও শান্তি সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল।

মহাত্মা জন্‌ব্রাইট নিজে এক স্থানে লিখিয়াছেন,—"আমার স্ত্রী এমন সুবুদ্ধি-সম্পন্না ও সুশীলা ছিলেন যে আমাদের পরস্পরের মধ্যে মনোমালিন্যের কারণ ঘটে নাই। তবে সন্তানদিগের শিক্ষা সম্বন্ধে কোন মতভেদ উপস্থিত হইলে আমি বলিতাম, 'তা যাক তুমি ত আমার মতে সম্মত হইবে না আমি যাই গ্লাডষ্টোন সাহেবের নিকট গিয়া নাইট উপাধি লইয়া আসি'। (নাইট, উচ্চ-পদস্থ ব্যক্তিদিগের বিশেষ সম্মানসূচক উপাধি)। এই কথা শুনিবামাত্র আমার স্ত্রী ব্যস্ত হইয়া বলিতেন, "না না তা হইবে না, তুমি নাইট হইলে চলিবে না। আমি এত বাবুগিরি করিতে পারিব না। আমার সংসারে অনেক কাজ আছে।" জন্‌ব্রাইট পার্লিয়ামেণ্ট মহাসভার একজন সম্মানিত সভ্য ছিলেন, তিনি ইচ্ছা করিলে এই উপাধি লাভ করিতে পারিতেন। এই উপাধি প্রাপ্ত ব্যক্তিদিগের পত্নী লেডী (Lady) অর্থাৎ বিশেষ সম্ভ্রান্ত ও সম্মানিত মহিলা নামে অভিহিত হন। ইহাঁদিগকে সমাজে উচ্চ-ভাবে মিশিতে হয়। সভা সমিতিতে উপ-স্থিত হইবার আদব কায়দা লইয়া নিমন্ত্রণে যাইতে অথবা সকলের সঙ্গে দেখা করিবার উপযুক্ত সাজ পোষাক লইতে লইতে তাহাদের দিন কাটিয়া যায়। ব্রাইটপত্নী এরূপ অবস্থা অত্যন্ত ভয়াবহ এবং বিরক্তিকর মনে করি-তেন। তিনি সংসারটীর প্রতি এত মনো-যোগী ও কর্ত্তব্যপরায়ণা ছিলেন, স্বামীর সুখ-সাধন ও সন্তান পালনকে জীবনের এরূপ মহৎব্রত বলিয়া মনে করিতেন যে, সাজ পোষাক করিয়া আমোদ প্রমোদে যোগ দেওয়া তাঁহার পক্ষে কষ্টকর বোধ হইত। আজকাল মেয়েদের যে দুর্নাম মধ্যে মধ্যে শুনা যায়, তাহা হইতে সমগ্র রমণী সমাজকে রক্ষা করিবার জন্য, প্রত্যেক রমণীর আন্তরিক চেষ্টা ও যত্ন থাকা উচিত। শিক্ষার গুণে মানব মন কত মহৎ ও উদার হইতে পারে, কর্ত্তব্যজ্ঞান কেমন উজ্জ্বল হয়, তাহাই রমণী জীবনে কার্য্যতঃ দেখান চাই। রমণী সংসা-রের দাসী হইয়াও সমাজের নেত্রী, পরিবারের মহিমাময়ী কর্ত্রী, স্বামীর ধর্ম্মপথের সহায় ও কার্য্যপথের উৎসাহ ও পরামর্শদাত্রী,সন্তানের সর্ব্ব শ্রেষ্ঠ বিধাতৃ নির্দ্দিষ্ট পালয়িত্রী ও শিক্ষ-য়িত্রী। এই সকল গুরুতর দায়ীত্ব উপযুক্ত রূপে বহন করিতে পারার নামই গৃহধর্ম্ম পালন। শুধু বর্ত্তমান সময়ে নয়; রমণী চিরকালই এই পদে অধিষ্ঠিতা। এই কর্ত্তব্য সুচারুরূপে সম্পন্ন করিতে পারিলেই নারী-জীবন সার্থক হয়। গৃহধর্ম্ম পালন হয়।

চিত্রকর।

কে তুমি কাননে একা, পাতায় মু'খানি ঢাকা,
ঈষৎ মধুর-হাসি ও অধরে মাখিয়ে।
শ্রীকরে ধরিয়ে তুলি, আঁকিতেছ ফুল গুলি,
সাজাতে বিটপী লতা এক মনে বসিয়ে॥
কুসুমে সুরভি মধু, ওহে ত্রিভুবন-বঁধু!
একি লীলা? দেছ তাহে মধুকর ছাড়িয়ে।
পশু পাখী তরু লতা, চিত্র করি যথা তথা,
হে সুন্দর! রাখিয়াছ কার তরে সাজায়ে॥
জোছনা চাঁদের আলা, আকাশে নক্ষত্রমালা,
কার আরতির তরে নিতি সাজে রাতিরে।
ফুল ফল ভার লয়ে, তরু লতা মৃদু বায়ে,
কাহার সোহাগে নাচে! পেয়ে কার ভাতিরে॥
শ্যামল কানন রাজি, পল্লবে কুসুমে সাজি,
হে সুন্দর! একি চিত্র আঁকিয়াছ গোপনে।
লুকায়ে লুকায়ে থাক, লুকায়ে লুকায়ে আঁক,
ধরণী খুঁজিয়া ফিরে লুটিতে ও চরণে॥
কি জানি কোথায়! দূরে, স্নেহের কোমল সুরে,
ডাক কারে? স্বরে বিশ্ব-প্রাণ উঠে উথলি।
তটিনীর নীল জল, কূলে কূলে ছল ছল,
চরণ চুমিতে চাহে আনন্দেতে উছলি॥
দেয় তব পরিচয়, রবি শশী তারাচয়,
প্রফুল্ল প্রসূনে ফুটে চরণের মাধুরী।
শিশিরে করুণা ঢাকি, কুসুমের রেণু মাখি,
লুকাইতে চাহ তুমি এ কেমন চাতুরী॥
তুমি লুকাইবে কোথা? জলে স্থলে তরুলতা,
দেয় তব পরিচয় বিহঙ্গম কাকলি।
তুমি বিশ্ব চিত্রকর, তুমি দেব সর্ব্বেশ্বর,
চরাচর বিশ্ব চিত্র শ্রীহস্তের সকলি॥
তোমারই করুণা-সুধা বিশ্বে মাখা কেবলি।

শ্রীমতী কাদম্বিনী দত্ত।

চাহি পুরাতন।

তেমনিত কুলু কুলু স্বরে,
বহিতেছে নির্ম্মল তটিনী।
সুধাকর উদিয়ে অম্বরে,
হাসাইছে নীরব যামিনী।
স্নিগ্ধ-শ্যাম-শান্ত উপবনে,
তেমনই শোভে পুষ্পহাসি।
সৌন্দর্য্যের শোভা দরশনে,
এ সংসার তেমনি' প্রয়াসি।
ফুলরেণু চুমি ধীরে ধীরে,
বহিতেছে মলয়ার বায়।
ক্ষুদ্র উর্ম্মি, স্বচ্ছ নীলনীরে,
বায়ু স্পর্শে ভেঙ্গে ভেঙ্গে যায়।
সীমা হীন অনন্ত আকাশ,
তেমনই সাজি তারাহারে;
বিশ্বরূপ করিয়ে বিকাশ,
ভাবুকের মন মুগ্ধ করে।
শান্ত, সুপ্ত, শ্যামলা ধরণী,
সুখ-স্নাতা, শুভ্র জোছনায়।
তেমনই দিবা ও রজনী,
সম্ভাষিছে হেসে বসুধায়।
তেমনই নব উষা-লোকে,
এ ধরিত্রী হয়ে উদ্ভাসিত।
নব আশা সঞ্চারিয়ে বুকে,
এ সংসার করে বিমোহিত।
অনাহত মৃদুল পবন,
মর্ম্ম মাঝে পশি ধীরে ধীরে।
তেমনি'ত করিয়ে বীজন
স্নিগ্ধ করে, ক্ষুব্ধ হৃদিটীরে।
সুললিত বিহগ কাকলি,
এখনও ঢালে সুধাধার।
তেমনি'ত রয়েছে সকলি'
তবে কেন, ভাব, নাই তার।
ভাবহীন সব শূন্যময়,
লক্ষ্য-শূন্য উদাস পরাণ।
অনুতপ্ত, বঞ্চিত হৃদয়,
মর্ম্মে যেন জ্বলিছে শ্মশান।
চিত্ত মোর যেন ধীরে ধীরে,
সুধাইছে অতীত কাহিনী।
ম্লান-মুখী স্মৃতি, তারে ঘিরে,
শুনাইছে দুখের জীবনী।
কি অভাবে কাতর বাসনা,
গাহিতেছে রোদনের গান!
প্রাণে কেন সুখের কল্পনা,
হইয়াছে চির অবসান।
সব আছে তেমনি মধুর,
শুধু মোর, নাই সেই দিন।
চারি পাশে আনন্দ প্রচুর;
তবু যেন, জীবন বিহীন।
সে দিনের, যে সুখ-স্বপন,
ছিল মোর চিত্ত বিমোহিয়ে।
শুধু তার ছায়াটী এখন,
শূন্য প্রাণে আছে আকুলিয়ে;
ফাঁকি দিয়ে জনমের মত,
রেখে মোরে, এ অজানা পথে,
সে দিনের, হাসি খেলা যত,
চ'লে গেছে, সে দিনের সাথে।
এ দিনের সকলি' নূতন,
পরিচিত নহে কিছু, তার।
প্রাণ মোর, চাহে, পুরাতন
সে মধুর স্বপন আবার।

কুসুমকুমারী রায়।

কবিরাজ মহাশয়।

রমানাথ বাবুর পরিবারটী বৃহৎ। পুত্র, পৌত্র, পুত্রবধু, জামাতা, লইয়া গ্রামের একাংশে তিনি বাস করেন; রমানাথ বাবু বাড়ী থাকেন না, আজকালকার দিনে অর্থোপার্জ্জনের জন্য পরিবার পরিজন ছাড়িয়া বিদেশে প্রায় সকলকেই যাইতে হয়। রমানাথ বাবুও অর্থচিন্তায় প্রবাসে বৎসরের অধিকাংশ কাল কাটাইয়া থাকেন।

বাড়ীতে গৃহিণী নাই, অল্প দিন হইল স্বামী পুত্র রাখিয়া পুত্রবধূদের হস্তে সাধের সংসার সমর্পণ করিয়া তিনি সংসারের অতীত লোকে গমন করিয়াছেন। বাড়ীতে সকলেই অল্প বয়স্কা বধূ ও কন্যা। তবে রমানাথ বাবুর দুর সম্পর্কীয়া এক মাসী তাহাদের পরিবারের মধ্যে মধ্যে তত্ত্বাবধান করেন। স্বাভাবিক স্নেহপ্রবণতায় তিনি সকলেরই ভক্তি ও সম্মানের পাত্রী হইয়াছেন। রমানাথ বাবুর যে ছোট ছেলে বাড়ী থাকেন, তাহার নাম সতীশ; পল্লীগ্রামে বড় পরিবারে, কোন পুরুষ মানুষ গৃহে না থাকিলে চলে না। অন্যান্য ছেলেরা কেহ অর্থোপার্জ্জনের আশায় কেহ বা বিদ্যোপার্জ্জনের কামনায় কলিকাতায় বাস করেন। আজ রমাকান্ত বাবুর বাড়ীতে হুলস্থুল পড়িয়া গিয়াছে। সন্ধ্যার পর হইতে মেজবউয়ের ছেলেটির ভয়ানক ভেদ হইতেছে; কয়েক বার এরূপ হওয়াতে বাড়ীর সকলেই খুব ব্যতিব্যস্ত হইয়া পড়িলেন। নিকটে ডাক্তারখানা নাই, তবুও যতদুরে হউক ঔষধ আনিবার জন্য সতীশ বাবুকে পাঠান হইল। বাড়ীতে খোকার মা জ্যাটাইমা কি করিবেন ভাবিয়া কিছুই স্থির করিতে পারিতেছেন না। নানা প্রকার চিন্তা আসিয়া তাঁহাদের মনকে অস্থির করিয়া তুলিল। কিছুক্ষণ চিন্তার পরে পাড়াতে একঠাকুরমা ছিলেন তাঁহাকে ডাকিবার প্রস্তাব ঠিক হইল। মেজবউয়ের সই সেখানে ছিলেন, তিনি ঠাকুরমাকে ডাকিবার জন্য ঠাকুরমার বাড়ী আসিলেন। রাত্রি প্রায় ৯টা বাজে, ঠাকুরমা ঘরে দরজা দিয়া রামায়ণ না কি পড়িতেছিলেন। সম্পর্কে ঠাকুরমা হইলেও বয়সে তিনি বৃদ্ধত্বে উপস্থিত হন নাই। দরজায় আঘাত শুনিয়া তিনি ব্যস্তসমস্ত হইয়া উঠিলেন।

সই বলিলেন ঠাকুরমা একবারটী ওবাড়ী চল। না গেলেই নয়, তারা তোমার জন্য পথ চেয়ে বসে আছে।

ঠাকুরমা। কেন ভাই আমার জন্য পথ চাহিবার লোকও দুনিয়ায় আছে তাতো আগে জানিতাম না! ব্যাপারটা কি?

সই। কেন ঠাকুরমা তোমার জন্যে ত জগত শুদ্ধ লোকই পথ চেয়ে থাকে; তুমি যে আমাদের পাণের চুণ, ব্যঞ্জনের নুন। তোমায় না হলে কি আমাদের চলে? এখন শীঘ্র চল, মেজবউয়ের ছেলের বড় অসুখ কলেরার মত, তোমায় তাই ডাকতে এলাম একটিবার দেখবে চল।

এই কথায় ঠাকুরমার সেই চির হাস্যময় মুখ একটু গম্ভীর হইল, তাড়াতাড়ি বলিলেন চল যাই।

পল্লীগ্রাম, রাত্র ৯টা বাজিয়া গিয়াছে ঠাকুরমা দরজাটী বন্ধ করিয়া আলো হাতে করিয়া সইয়ের সঙ্গে রমানাথ বাবুর বাড়ী আসিয়া উপস্থিত হইলেন।

ঘরে ৪।৫টী বউ ঝী বসিয়া রহিয়াছে, মেজবউ অঞ্চলে চক্ষু মুছিতেছেন। সকলেরই মুখ বিষণ্ণ গম্ভীর। ঠাকুরমা একে একে সকল কথা শুনিলেন। বড়বউ বলিলেন, "এত রাত্রে ঔষধ পেলে তবেত। আমরা মেয়ে মানুষ আর কি করিব, বসে বসে শুধু ভাবছি।'

ঠাকুরমা বলিলেন, "আচ্ছা খোকা কি খেয়েছিল বলতে পার?" খোকার মা বলিলেন, "কি আর খাবে, যা রোজ খায় তাই। কোন খারাপ জিনিষ ত দিই নাই।" এই কথা শুনিয়া ঠাকুরমা একটু অবিশ্বাসের ভাব দেখাইয়া বলিলেন, "খারাপ জিনিষ নাই বা হলো, যা খায় তার চেয়ে বেশী কিছু খেয়েছিল কি? বড়বউ বল্লেন, "অমন ছেলেপিলে খেয়ে থাকে। দুধ খাইয়ে মিত্রদের বাড়ী বেড়াতে নিয়ে গিয়েছিলাম; তারা দুহাতে দুখানা অমৃতি দিয়েছিল। তাদের বড় ছেলে ছুটিতে বুঝি বাড়ী এসেছে একহাঁড়ী অমৃতি এনেছে।"

ঠাকুরমা হাসিয়া বলিলেন, "তাদের ছেলে এক হাঁড়ীই আনুক আর দু হাঁড়ীই আনুক তাতেত বেশী আসে যায় না, তোমাদের ছেলে কখানা খেয়েছিল?" বড়বউ বলিলেন, "বসে বসে দুখানাই খেয়েছিল, একবার তবু বল্লুম ভরাপেটে এত খেয়ো না অসুখ হবে, তা সে শুনবে কেন?" ঠাকুরমা তখন বলিলেন, "এই ত? এরি নাম কি কলেরা! আমারত শুনেই প্রাণ চমকে উঠেছিল; খাওয়ার দোষে একটু অজীর্ণ হয়েছে তা—"

বড় বউ সাগ্রহে বলিলেন, "ঔষুধ বিষুধ কিছুত পেটে পড়া চাই।" ঠাকুরমা বলিলেন "তাত সত্যি ঔষুধ চাই, তবে ডাক্তারখানায় ছুটিবার কোন দরকার নাই। ঘরে চূণেরজল আছে ত? তাই একটু খাওয়াইয়া দাও।"

ঠাকুরমার কথায় সকলে কতক আশ্বস্ত হইয়া চুণেরজল খাওয়াইয়া দিলেন। ঠাকুরমা বলিলেন, "তোমাদের কথাগুলি শুনিলে যেন গা কেমন করে। বলো যে মেয়ে মানুষ আর কি করিব বসে বসে খালি ভাবছি। আমরা লেখা পড়া জানি না, আমরা এমন যা'তা নির্ব্বোধেরমত বলিলে সহ্য হয়; তোমরা আজ কালকার লেখাপড়া জানা মেয়ে। রাত দিন বিদ্যা চর্চ্চা করিতেছ? যাতে পশু পর্য্যন্ত মানুষ হয়ে যায় তাই পেয়েও বল কি না আমরা আর কি করিব।" মেজ বউয়ের গই একগাল হাসিয়া বলিলেন, "বিদ্যাচর্চ্চার মধ্যে দুখানা চিঠি লেখা আর ২।৪ বৎসরান্তে এক আধখানা নভেল পড়া তাতে কি আর মেয়ে মানুষ পুরুষ মানুষ হয়ে যেতে পারে? এত রাত্রে আমরা কি ডাক্তারখানায় ছুটবো না কি? ঠাকুরমার কেমন কথা।"

ঠাকুরমা। লেখা পড়া শিখে কি মেয়ে মানুষকে পুরুষ মানুষ হতে হবে আর ছুটাছুটি করিতে হইবে? তা নয় মেয়ে মেয়ের দরকারী গুণগুলি পাইলেই হইল। শিক্ষারগুণে যদি মেয়েরা দরকারী কাজগুলি ভাল করে করিতে না পারে; প্রতি দিনকার খুঁটিনাটী নিয়ে হুলস্থূল করে, তবে শুধু দুখানা চিঠি লিখতে শিখে বেশী কি হবে। আজকার কথাটাই ভেবে দেখ না, একটু চুণের জল দিলেই যে কাজটা হয়, তার জন্য কত মাথাব্যথা, কত ভাবনা, কত ছুটাছুটি। ছেলেপিলের রোগত হওয়াই উচিত নয়, আর যা একটু আধটু হবে তার চিকিৎসা ঘরেই হওয়া উচিত। সব মেয়েদেরই কিছু কিছু ঔষধের কথা জেনে রাখা দরকার। শুধু ঘরের কেন? রোগের চিকিৎসা জানিয়া রাখিলে পাড়া

পড়সীর বিপদ আপদে কত উপকার করা যায়।

বড় বউ বলিলেন, তুমি ত খুব ডাক্তারী জান ঠাকুরমা! আমাদের কিছুকিছু শিখিয়ে দাও না। সই বলিলেন, তাত সত্যি আমরা ত আর কলেজে গিয়ে পাশকরা ডাক্তার হবো না, তুমি আমাদের শিখাও।

ঠাকুরমা। আমিই কি আর কলেজে পড়ে শিখেছি। মেয়েরা যেমন রাঁধতে জানবে ঘর সংসার সুশৃঙ্খলা মতে করবে তেমনি কিছু কিছু ঔষুধ বিষুধেরও খবর রাখবে। বাঙ্গালীর ঘরে একেইত রোগের ছড়াছড়ি আজকাল আবার কত নূতন রোগ দেখা দিচ্ছে। শরীরটাকে সুস্থ, রাখিবার কৌশলটা মানুষের সর্ব্বাগ্রে জানা উচিত। "কথায় বলে শরীর মাদ্যং খলু ধর্ম্ম সাধনং।

সই। ঠাকুরমা দেখছি অনুস্বার বিসর্গ আরম্ভ করিলে, তবে ত তুমি ডাক্তার নও কবিরাজ। ডাক্তারী যে শেখাবে সকল সময় ঔষুধ পাব কোথায়? তোমার কি ডিস্‌পেন্‌সারী (Dispensary ঔষধালয়) আছে না কি? আর কম্পাউণ্ডার কি ঠাকুরদাদা?

ঠাকুরমা। তোমাদের সব কথাতে কেবল হাসি তামাসা। আমার ডিস্‌পেন্সরী জগত জুড়ে, স্বয়ং ভগবান্ সে ডিস্‌পেন্সারী সাজিয়ে রাখেন, ঔষধের কি অভাব আছে?

খোকা বেশ ঘুমাইতেছে রাত্র প্রায়১১টা। ঠাকুরমা কাজে কাজেই উঠিলেন, বলিলেন আর একবার চূণের জল খাওয়াইয়া দাও। ডাক্তারী ঔষধ যদি আসে আজ আর দিয়ে কাজ নাই। রাত হয়েছে আমি চলিলাম।

এমন সময়ে সতীশ বাবু শূন্য হাতে ক্লান্ত ভাবে ঘরে প্রবেশ করিলেন,বলিলেন "পাড়াগাঁয়ে আবার মানুষ থাকে। ডাক্তার পাওয়া গেল না। এখন উপায়?" বড় বউ হাসিয়া বলিলেন, কেন ঠাকুরপো তোমরা পারিলে না আমরা কবিরাজ ডাকিয়া ঔষধ খাওয়াইয়াছি। আমরা মেয়ে মানুষ বলে কি কোন কাজে লাগি না। সতীশ বাবু আশ্চর্য্য হইয়া চতুর্দ্দিক চাহিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, কোন কবিরাজ! বড় বউ ঠাকুরমাকে দেখাইয়া দিলেন।

মর্ম্মিয়ন।

দ্বিতীয় পরিচ্ছেদ।

(ইতিহাস।)

বঙ্গীয় পাঠক পাঠিকাগণের সম্যক্ অবগতির জন্য এক্ষণে আমাদের উপন্যাস বর্ণিত সময়ের কিছু সংক্ষিপ্ত বিবরণ লিখিতেছি। এই ঐতিহাসিক অংশটুকু সাধারণতঃ কিছু নীরস হইলেও পাঠিকাগণ আমায় ক্ষমা করিবেন, যেহেতু উপন্যাসোল্লিখিত ঘটনাগুলি বিশেষরূপে বুঝিবার জন্য নীরস ঐতিহাসিক ঘটনাগুলি অবগত হওয়া বিশেষ আবশ্যক।

আমরা যে সময়ের কথা বলিতেছি তখন খৃষ্টিয়ানদিগের মধ্যে রোমান ক্যাথালিক মতাবলম্বীদেরই প্রাবল্য। তাঁহারা রোমনগরের পোপকেই (অর্থাৎ প্রধান পাদরী-

কেই) পৃথিবীতে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া জানিতেন। তাঁহার বাণী অভ্রান্ত, তাঁহার আদেশ অলঙ্ঘনীয়। পোপ যাহা বলিতেন তাহার অন্যথা করিতে কাহারও সাহস হইত না। ইউরোপের মধ্যে তখন এমন কোন রাজা ছিল না, যিনি পোপের আদেশ অমান্য করিতে সাহসী হইতে পারিতেন,। কি করিয়া যে রোমের ধর্ম্মযাজক এই বিপুল ক্ষমতা লাভ করিলেন এবং কি রূপে তাহা হারাইলেন তাহা জানিতে হইলে পাঠক পাঠিকাগণ ইতিহাসের পৃষ্ঠা অনুসন্ধান করিবেন। আমাদের উপন্যাসের সম্পর্কে এই কথা বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ধর্ম্মযাজক হইয়া পার্থিব ক্ষমতা লোলুপ হওয়ায়, মুখে ভয় করিলেও অনেকেই মনে মনে পোপের উপর অত্যন্ত অসন্তুষ্ট ছিলেন। অধিকন্তু এই সকল পোপগণের মধ্যে অনেকেরই চরিত্র ভাল ছিল না, তাঁহারা ধর্ম্মের নামে অধর্ম্মের, সত্যের নামে অসত্যের, কুসংস্কারের এবং পবিত্রতার নামে পাপের রাজ্য বিস্তার করিতেছিলেন। সকল রাজ্যের আভ্যন্তরিক ব্যাপারে তাঁহারা হস্তক্ষেপ করিতেন। ইহাতে সেই সকল রাজগণ বিরক্ত হইলেও মুখে কিছু বলিতে পারিতেন না। তাঁহাদের সাধারণ প্রজাবর্গ অজ্ঞতা ও কুসংস্কারবশতঃ পোপকে ঈশ্বরের অবতার বলিয়া যথেষ্ট মান্য ও ভয় করিত। (যেমন এদেশের সাধারণ লোকগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণদিগকে ভক্তি ও ভয় করিত; এবং এখনও করিয়া থাকে) সুতরাং রাজাগণ জানিতেন যে পোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইতে গেলে তাঁহারা প্রজাগণের সাহায্য পাইবেন না। তবে যে সময়কার কথা বলিতেছি তখন পোপের অত্যাচার এক প্রকার অসহ্য হইয়া উঠিয়াছিল। ধীরে ধীরে লোকের চক্ষু পোপের অত্যাচার দর্শন করিতে অসমর্থ হইতেছিল এবং পোপের প্রতি ভয় ভক্তি চলিয়া গিয়া তৎপরিবর্ত্তে ঘৃণা ওবাধা দিবার প্রবৃত্তি জন্মিতে ছিল। জর্ম্মনীদেশে ,মার্টিন লুথার নামে একজন সামান্য ধর্ম্মপ্রচারক জলন্ত উৎসাহের সহিত পোপের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া তাঁহার কুকীর্ত্তি ঘোষণা করিতেছিলেন। সমগ্র ইউরোপের লোক তাঁহার বিপক্ষ হইলেও (অন্ততঃ, তাঁহার সহায়তা না করিলেও) শতবার প্রাণ বিনাশের ভয় সত্বেও এই মহাপুরুষ ঈশ্বরের বলে বলীয়ান্ হইয়া, তাঁহার চরণে অটল আশা ভরসা সংস্থাপন করিয়া একাকী প্রবল প্রতাপে পোপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম ঘোষণা করিতেও তাঁহার অধর্ম্মের রাজ্য বিনাশ করিয়া সত্যধর্ম্মের রাজ্য স্থাপন করিতে কৃতসঙ্কল্প হইয়াছিলেন। কতবার পোপের অনুচরগণ তাঁহাকে নিহত করিবার উপক্রম করিয়াছিলেন, কত রাজার নিকট আশ্রয় ও সাহায্য প্রার্থনা করিয়া বিফল হইয়াছিলেন, কত রাজ্যহইতে রাজ্যান্তরে বিতাড়িত হইয়াছিলেন, কিন্তু কিছুতেই নিরস্ত বা নিরাশ না হইয়া অকুতোভয়ে ঈশ্বরের আদেশ পালন করিতেছিলেন। তাঁহারই শিষ্য ও মতাবলম্বীগণ এখন প্রটেষ্টাণ্ট খৃষ্টান বলিয়া অভিহিত হইয়া থাকেন। এই মার্টিন লুথার জর্ম্মনীদেশে পোপের বিরুদ্ধে যে ভীষণ আন্দোলনের তরঙ্গ উত্তোলন করিলেন তাহার আঘাত ইংলণ্ডেও লাগিল; ইংলণ্ডের লোকও পোপের দুরাচারিতা দেখিতে পাইল, ও ইংলণ্ডে পোপের ক্ষমতা নষ্ট করিবার জন্য চেষ্টা হইতে লাগিল।

এই রোমান ক্যাথলিকগণ স্থানে স্থানে আশ্রম বা মঠ স্থাপন করিয়াছিলেন। ইহাতে সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণ চিরজীবন অতিবাহিত করিয়া নির্জ্জনে নিশ্চিন্তমনে একাগ্রমনা ঈশ্বর আরাধনা করিতেন, যখন [illegible] প্রথম এইরূপ এই সকল স্থাপিত হইয়াছিল তখন ইহার উদ্দেশ্য মহৎ ছিল কাজও ভাল হইত। কিন্তু কালক্রমে ইহার অধঃপতন হইয়াছিল; রাশিকৃত পাপের আবর্জ্জনাদ্বারা ইহা পূর্ণ হইয়াছিল। মঠের প্রধান নিয়ম এই ছিল যে তথাকার সন্ন্যাসী ও সন্ন্যাসিনীগণকে আজীবন অবিবাহিত থাকিতে হইবে। এই নিয়মের ফলে কালক্রমে মঠগুলি প্রত্যক্ষ নরক হইয়া উঠিয়াছিল। ভীষণ অকথ্য, নানাবিধ পাপাচার ইহার মধ্যে নিয়ত সংঘটিত হইত। অসংযতচিত্ত যুবক যুবতীগণ চির কৌমার্য্যব্রত অবলম্বন করিয়া এই মঠে থাকিতেন, কিন্তু উপরোক্ত পাপ সকল সেখানে ভয়ঙ্কর ভাবে বিরাজ করিতেছিল। কোন কোন মঠে প্রাতঃস্মরণীয় মহাপুরুষদের দেখা যাইত বটে কিন্তু তাহার সংখ্যা নিতান্ত বিরল ছিল। এতদ্ভিন্ন রোমান ক্যাথলিক পুরোহিত ও ধর্ম্ম যাজকগণও অবিবাহিত থাকিতে বাধ্য হইত। কিন্তু ইন্দ্রিয় সংযম করা সকলের সাধ্যায়ত্ত নহে সুতরাং এই স্থানে ইহার কুফল প্রায়ই দৃষ্টিগোচর হইত। প্রকাশ্য ভাবে ইহারা পাপের কলুষিত চিত্র দেখাইতেও লজ্জাবোধ করিত না এবং রোমের পোপের নিকট যখন এ বিষয়ের অভিযোগ হইল তখন তিনি বিধান দিলেন যে ইহাতে কোনও পাপ হয় না। এই ভ্রষ্টচরিত্র ব্যক্তিগণই উপাসনালয়ে ধর্ম্মোপদেশ প্রদান করিতেন, যীশুখ্রীষ্টের পবিত্র নাম উচ্চারণ করিতে সাহসী হইতেন।

ইংলণ্ডের তৎকালীন রাজা অষ্টম হেনরী এবং ইংলণ্ডীয় অনেক জ্ঞানী পুরুষ রোমের ক্ষমতা হইতে ইংলণ্ডকে বিমুক্ত করিবার জন্য বিধিমত চেষ্টা করিতেছিলেন। পাপের আলয় স্বরূপ রোমান ক্যাথলিক মঠ সকল উচ্ছেদ করিবার বাসনায় বদ্ধপরিকর হইয়াছিলেন। স্বাধীনতার লীলাভূমি ইংলণ্ড রোমের পোপের পদানত থাকিবে, একজন ইটালীয় ধর্ম্মযাজক ইংলণ্ডের রাজার কার্য্য নিয়মিত করিবে ইহা তেজস্বী রাজা হেনরীর পক্ষে অসহ্য হইয়াছিল। তিনি এই পরাধীনতা-নিগড় ভগ্ন করিবার জন্য সমুদ্যত বজ্রহস্তে দৃঢ়ভাবে দণ্ডায়মান হইলেন, কিন্তু এখনও সেই বজ্রদণ্ড পতিত হয় নাই। *

* পাঠক পাঠিকাগণের এ সম্বন্ধে বিস্তারিত বিবরণ জানিতে ইচ্ছা হয়, তবে "ফ্রাউড" সাহেবের কৃত ইংলণ্ডের ইতিহাস পাঠ করিতে পারেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ।

(মঠমধ্যে)

ইংলণ্ডের উপকূল হইতে অল্প দূরে পর্ব্বত-কানন-মণ্ডিত লিণ্ডিসফারন্ দ্বীপটী সমুদ্রবক্ষে এক খানি সুচিত্রিত চিত্রপটের ন্যায় শোভা পাইতেছে। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমুদ্র তরঙ্গগুলি যেন আদর করিয়া ইহার পাদমূল পুনঃ পুনঃ চুম্বন করিতেছে। সুমধুর প্রাতঃ সমীরণ চতুর্দ্দিকে শান্তি ও প্রফুল্লতা বিতরণ করিতেছে। সুসজ্জিত শ্রেণীবদ্ধ ফলফুলের

বৃক্ষ ও তন্মধ্যে মঠের গৃহগুলি দ্বারা পরিশোভিত হইয়া সমগ্র দ্বীপটী যেন একটী প্রশান্ত সুচারু তপোবন তুল্য প্রতীয়মান হইতেছে।

দ্বীপের নিম্নে সমুদ্র বক্ষে একখানি ক্ষুদ্র তরণী যেন কোথাও যাইবার জন্য সজ্জিত হইয়া রহিয়াছে। দাঁড়ী মাঝী সকলে স্ব স্ব স্থানে নিস্তব্ধভাবে উপবিষ্ট, যেন কাহারও আগমন প্রতীক্ষা করিতেছে। অল্পক্ষণ পরে কয়েকটী স্ত্রীমূর্ত্তিকে সেই দিকে আসিতে দেখা গেল। ইঁহাদের মধ্যে যিনি অগ্রগামিনী, তিনি একটী বৃদ্ধা স্ত্রীলোক। তিনিই লিণ্ডিস্‌ফারন্ মঠের অধিকারিণী ও অধ্যক্ষা। তাঁহার পশ্চাতে একটী অপরূপ রূপলাবণ্যবতী যুবতী আসিতেছেন। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ ও যেন শোকভরে অবনত। ইহাদের দুই জনের পশ্চাতে চারিজন সন্ন্যাসিনী।

ইহারা বিষণ্ণও নহেন প্রফুল্লও নহেন। সংসারের কোন চিন্তায় ইহারা যেন অভিভূত নহেন। নিবাত নিষ্কম্প মহাসমুদ্রের ন্যায় ইহাদের মুখে শান্তভাব বিরাজ করিতেছে।

তাঁহারা সকলে নৌকায় আরোহণ করিলে তৎক্ষণাৎ নৌকা খুলিয়া দেওয়া হইল। সাদা পাল তুলিয়া মৃদুমন্দ বায়ুভরে নৌকাখানি সমুদ্র বক্ষ দিয়া যেন রাজহংসটীর মত যাইতে লাগিল। ইহারা কি প্রাতঃকালে সুমন্দ বায়ুহিল্লোলে প্রফুল্লতা উপভোগ করিবার জন্য সমুদ্র বিহার করিতে যাইতেছেন? আচ্ছা, তাহা হইলে ঐ মঠাধিকারিণী বৃদ্ধার স্বাভাবিক গম্ভীর ও প্রশান্ত মুখে ওরূপ বিষাদ কালিমা পড়িয়াছে কেন? উঁহার মুখ দেখিলে স্বতঃই কেন মনে হয় যে কোন নিদারুণ দুশ্চিন্তায়, তাঁহার হৃদয়কে পীড়িত করিতেছে? আর তাঁহার পশ্চাদ্‌গামিনী যুবতীই বা অত বিষণ্ণা কেন? সর্ব্ব ত্যাগিনী মঠবিহারিণী, নির্জ্জন দ্বীপবাসিনী, সন্ন্যাসিনীদের আবার কিসের চিন্তা কিসের ভয়? কি দুশ্চিন্তার, কি ভবিষ্যৎ বিপদ আশঙ্কায় ইহাদের মুখমণ্ডল পরিম্লান হইতেছে? লিণ্ডিস্‌ফারনের মঠাধিকারিণী যাবজ্জীবন অবিবাহিতা থাকিয়া সন্ন্যাসধর্ম্ম পালন করিয়া আসিয়াছেন, তিনি কখন সংসারে আবদ্ধ হয়েন নাই। সুতরাং সাংসারিক জীবের প্রাণ যে সকল ভাবের দ্বারা আন্দোলিত হইয়া থাকে তাহা তিনি জীবনে কখনও অনুভব করেন নাই। স্ত্রীপুরুষের পবিত্র প্রণয়, বিরহ যন্ত্রণা, অপত্য স্নেহপ্রভৃতি যে কি পদার্থ তাহা তিনি জানিতেন না। সেই জন্য যাহাদের মন এই সকল বৃত্তিদ্বারা আন্দোলিত, তাহাদের সহিত তিনি সহানুভূতি প্রকাশ করিতে পারিতেন না। ঐ সকল চিত্তবৃত্তিকে কামনাকুল সংসারী জীবের মায়া-বন্ধন-স্বরূপ, এবং তদ্দ্বারা অভিভূত ব্যক্তিগণকে মায়াপাশাবদ্ধ কৃপা পাত্র জীব বলিয়া মনে করিতেন। কিন্তু তাহা স্বত্বেও তাঁহার অন্তঃকরণ স্বভাবতঃ করুণাময় ছিল। কার্য্যকালে, আশ্রমের শৃঙ্খলা ও সুনামরক্ষা করিবার সময়ে তাঁহাকে কঠোরতা অবলম্বন করিতে হইলেও তাঁহার হৃদয় বাস্তবিক তত কঠোর ছিল না। সর্ব্বব্যাপী পাপ ব্যভিচার হইতে লিণ্ডিস্‌ফারণ মঠকে পবিত্র রাখিবার জন্য তাঁহার বিশেষ চেষ্টা ছিল। তাঁহার আশ্রমস্থিত সমস্ত সন্ন্যাসিনীগণই তাঁহাকে মাতৃতুল্য ভক্তি করিতেন ও অবিচারিতভাবে তাঁহার আদেশ পালন করিতেন।

হুইটরী দ্বীপস্থ মঠ হইতে একটী সন্ন্যাসিনী ব্রত ভঙ্গকরতঃ একজন সম্ভ্রান্ত লোকের প্রেমে আবদ্ধ হইয়া মঠ পরিত্যাগ করিয়া পলায়ন করিয়াছিলেন। কিন্তু কোন সুযোগে আবার ধরা পড়িয়া বিচার হেতু নীতা হইয়াছেন। বলা বাহুল্য যে, এ বিচার রাজদ্বারে হইবে না। আশ্রমের অধ্যক্ষগণই আশ্রম সম্বন্ধীয় এইরূপ অপরাধের বিচারক ছিলেন এবং তাঁহাদের বিচারের বিরুদ্ধে আর কাহারও কাছে, এমন কি স্বয়ং রাজার কাছে পর্য্যন্ত আপীল হইত না।

লিণ্ডিস্ফারণের মঠাধিকারিণী এই বিচার কার্য্যে সহায়তা করিবার জন্য হুইটরীমঠের অধ্যক্ষ কর্ত্তৃক আহুতা হইয়াছিলেন। কিন্তু তিনি ভালরূপই জানিতেন যে, এইরূপ পলায়ন অপরাধে অপরাধিনী সন্ন্যাসিনীর কি রূপ শাস্তি হইবে। তাঁহার স্বাভাবিক কোমল হৃদয়, ইহাতে ব্যথিত হইতেছিল।

অপরা সন্ন্যাসিনী ক্লেরা সম্পুর্ণরূপ বিভিন্ন চিন্তা দ্বারা আকুল। তিনি যাঁহাকে স্বামী বলিয়া গ্রহণ করিবেন স্থির করিয়া মন প্রাণ সমস্তই সমর্পণ করিয়াছেন, যাঁহাকে ব্যতীত অপর ব্যক্তিকে কখনও মনে স্থান দেন নাই, যাঁহাকে লাভ করিলে তিনি নির্জ্জন দ্বীপে নির্ব্বাসিত হইয়া, ঘোরতর ক্লেশে, অনাহারে দিনপাত করিয়াও সুখী হন, তাঁহার সেই প্রিয়তম প্রেমাস্পদ ডি, উইলটন আজ শত্রুর চক্রান্তে পড়িয়া অপমানিত ও লাঞ্ছিত; তাঁহার পবিত্র শুভ্র যশোরাশি রাজদ্রোহিতা অপরাধে কলঙ্কিত এবং তিনি নিজেও জীবিত কি মৃত তাহার স্থিরতা নাই।

অপরদিকে সেই প্রিয়তমের, পরম শত্রুই আজ ক্লেরার পাণিগ্রহণার্থী, যাহার জন্য তাঁহার প্রিয়তমের নাম বিলুপ্ত প্রায় হইয়াছে তিনিই এক্ষণে রাজার অনুগ্রহ লাভ করিয়া রাজার প্রিয়পাত্র হইয়া তাঁহাকে বিবাহ করিতে উদ্যত হইয়াছেন। জীবন থাকিতে ক্লেরা কি সেই ব্যক্তিকে বিবাহ করিতে পারেন? তাঁহার আত্মীয় স্বজন তাঁহাকে কত বুঝাইয়াছেন। রাজদ্রোহ অপরাধে কলঙ্কিত, ডি, উইলটনের চিন্তা মন হইতে দূর করিবার জন্য, এবং তৎপরিবর্ত্তে তাঁহার প্রতিদ্বন্দ্বী রাজার প্রিয়পাত্র, ধনৈশ্বর্য্যশালী বীর্য্যবান লর্ড মার্ম্মিয়ণকে বিবাহ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, কিন্তু ক্লেরা অটল। প্রিয়পাত্র মার্ম্মিয়ণকে প্রত্যাখ্যান করাতে রাজা ক্রুদ্ধ হইয়া অনুমতি দিলেন যে, যেমন করিয়া হউক ক্লেরার সহিত, মার্ম্মিয়ণের বিবাহ দেওয়া হইবে। তথাপি ক্লেরা অটল; কিন্তু পাছে রাজার হস্তে পতিত হন এই ভয়ে স্বীয় বিস্তীর্ণ জমিদারী ও প্রকাণ্ড আবাসভবন ত্যাগ করিয়া লিণ্ডিস্ফারণ মঠে আসিলেন। আপনার সমুদায় সম্পত্তি মঠে উৎসর্গ করিতে ও স্বয়ং সন্ন্যাসিনী হইয়া আজীবন কাটাইতে মনস্থ করিলেন।

তখন এই নিয়ম ছিল যে মঠমধ্যে যাহারা থাকিত, তাহারা রোমের পোপ ভিন্ন অপর কাহারও অধীন ছিল না, কেহ সেখানে প্রবেশ করিয়া সন্ন্যাসব্রত গ্রহণ করিলে তাহার উপর রাজার কোন হাত থাকিত না। মঠাধ্যক্ষ ধর্ম্মমণ্ডলী, কিম্বা স্বয়ং পোপ ভিন্ন আর কাহারও অনুমতি পালন করিতে তাহারা বাধ্য হইত না।* পোপের ভয়ে

---

* তৎকালে ইংলণ্ডের রাজাদিগের অন্যান্য ক্ষমতার মধ্যে এই একটী ক্ষমতা ছিল যে তাঁহারা ধনাঢ্য অভিজাত ব্যক্তিগণের মৃত্যু হইলে তাঁহাদের অপ্রাপ্ত

কেহ তাহাদিগকে কিছু বলিতে সাহসীও হইত না। †

রাজার ভ্রুকুটিতে ভীতা হইয়া ক্লেরা লিণ্ডিস্‌ফারণে আসিলেন বটে, কিন্তু দোর্দ্দণ্ড-প্রতাপ মনস্বী রাজা অষ্টম হেনরী তখন রাজ্যমধ্যে পোপের ক্ষমতা প্রতিরোধ করিতে দৃঢ় সঙ্কল্প করিয়াছিলেন তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি। সুতরাং তিনি যে কুসংস্কারের বশবর্ত্তী হইয়াও পোপের ভয়ে ভীত হইয়া ও নিজের রাজ্যস্থিত মঠ মধ্যে ক্ষমতা চালাইতে বিরত হইবেন তাহা সম্ভব নহে। তিনি ক্লেরার সন্ন্যাস গ্রহণের কথা শুনিয়া অতি মাত্র ক্রুদ্ধ হইয়া বলিলেন, "যে ক্লেরা যে মঠে থাকিবেন, তথা হইতে যেন তাঁহাকে বলপূর্ব্বক ধরিয়া আনা হয়, এবং মঠের কেহ তাহাকে বাধা দিতে গেলে মঠ যেন সমভূমি করিয়া দেওয়া হয়।" ক্লেরা ও লিণ্ডিসফারণের অধিকারিণীই তাহাতে অতিশয় চিন্তিতা হইলেন। তাঁহারা রাজার প্রকৃতি ও প্রতাপ জানিতেন। অষ্টম হেনরী যে পোপের ভয়ে কিম্বা মঠের পবিত্রতা ভঙ্গের ভয়ে তথা হইতে ক্লেরাকে বলপূর্ব্বক লইয়া যাইতে বিন্দুমাত্র সঙ্কুচিত হইবেন, সে আশা তাঁহাদের ছিল না। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে সেই সময়ে স্কটলণ্ডের সহিত হেনরীর যুদ্ধের উপক্রম হওয়ায় এবং যুদ্ধোপলক্ষে লর্ড মার্ম্মিয়ণকে দূতস্বরূপ স্কটলণ্ডে যাইতে হওয়ায় ক্লেরা আপাততঃ রক্ষা পাইলেন। কিন্তু হেনরী প্রতিজ্ঞা করিলেন যে, "স্কটলণ্ডের সহিত যুদ্ধের গোল মিটিয়া গেলেই তিনি অবাধ্য ক্লেরাকে ও লিণ্ডিস্‌ফারণের মঠাধিকারিণীকে রীতিমত শিক্ষা দিবেন।

এই ভবিষ্যৎ বিপদাশঙ্কায় ক্লেরার মন আতঙ্কিত ও মুখ বিষাদপূর্ণ রহিয়াছে। তরণীখানি কিন্তু তাহার আরোহীগণের হৃদয়নিহিত কোন রূপ চিন্তা দ্বারা বিষাদিত নহে, সে পালভরে হেলিতে দুলিতে মৃদুমন্দ গতিতে সমুদ্র ভেদ করিয়া যাইতে লাগিল। যথা সময়ে হুইটবীদ্বীপে পৌঁছিল, তথাকার বৃদ্ধ অধ্যক্ষ ব্যস্তসমস্তভাবে সমুদ্রতটে আসিয়া তাঁহাদের সাদর অভ্যর্থনা করিলেন। নানা প্রকার স্বাগত প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর লিণ্ডিস্‌ফারণের অধ্যক্ষকে লইয়া একটী নির্জ্জন গৃহে গমন করিলেন ও বহুক্ষণ পরামর্শ করিতে লাগিলেন। তৎপরে সকলে আহারার্থে গমন করিলেন।

তৃতীয় পরিচ্ছেদ সমাপ্ত।

বয়স্ক সন্তান সন্ততিগণের অভিভাবক হইতেন এবং তাহাদের বিবাহ দেওয়া ইত্যাদি বিষয়ে অভিভাবকের ন্যায় ক্ষমতা পরিচালনা করিতে পারিবেন।

† পোপের ক্ষমতার বিরুদ্ধে রাজাদের উত্তেজিত হইবার ইহাও একটী প্রধান কারণ ছিল। অনেকে সহস্র অপরাধ করিয়া কোন মঠে প্রবেশ করতঃ ব্রত গ্রহণ করিলে রাজদ্বারে নীত হইবার ভয় হইতে নিষ্কৃতি পাইত। বিশপ পুরোহিত প্রভৃতি ধর্ম্মযাজকগণ ভীষণ অপরাধ করিলেও রাজদ্বারে বিচারিত হইত না। এরূপ অপরাধীদের জন্য স্বতন্ত্র বিচারালয় ছিল। তাঁহারা সেখানে অনায়াসে সামান্য দণ্ডে অব্যাহতি পাইতেন।

সহমৃতা-সতী।

১

এস এস মৃত্যু, কৃপা করি আজি
তোরে স্পর্শ করি বিধবা বালা ;
মৃত পতি বক্ষে অনল স্পর্শিয়া
ঘুচাইবে তার বৈধব্য জ্বালা।

২

ভারত ললনা প্রিয় পতি বিনা
জানে না জগতে,—কি আছে আর ;—
জীবন সর্ব্বস্ব—পরম আশ্রয়
এক মাত্র গতি মুক্তি অবলার।

৩

পতি অনুরাগ সতীর স্বরগ
অমৃত তাঁহারি সস্নেহ ভাষা ;
তাঁহারি আদর কোটি কোহিনুর
সতী আর কিছু না করে আশা।

৪

তাঁহারি প্রণয় জীবনে জীবনী
পরাণে অঙ্কিত তাঁহারি ছবি ;
সতী হৃদাকাশে বিরাজয়ে সদা
প্রিয়-পতি-প্রেম-কনক-রবি।

৫

রমণী জীবন,—সেই পতিধন
অমূল্য রতন হারায়ে এবে ;
শূন্য,—মরুময় স্থানে একাকিনী
অভাগী কেমনে রহিবে ভবে ?

৬

জীবন—জীবনে হারায়ে জীবন—
কোন্ সুখ আশা বাসনা করি ;
জীবন্মৃত হয়ে রহিবে জগতে
অসহ্য বেদনা হৃদয়ে ধরি।

৭

তাই রে বিধবা সধবার বেশে
মৃত পতি ক্রোড়ে যতনে ধরি,
জলন্ত অগ্নিতে জীবন্ত শরীর
আনন্দে বিসর্জ্জে অবলা নারী।

৮

দেখ্‌রে জগৎ! জগতের লোক!
সতী পতি তরে কি নাহি পারে ?
নিঃশঙ্ক আনন্দে মৃতপতি ক্রোড়ে
মৃত্যুরে আদরে গ্রহণ করে।

৯

এস এস মৃত্যু! ক্রোড়ে ধর তবে
মৃতপতি সহ সতীর প্রাণ,
তোরে স্পর্শ করি সতী, পতি সহ
স্বরগধামেতে লভুক বিশ্রাম।

শ্রীমতী রেবারায়। কটক।

সেবিকা ভগিনী সম্প্রদায়।

খৃষ্ট ধর্ম্মের মুক্তি ফৌজ (Salvation Army) সম্প্রদায়ের কথা সকলেই শুনিয়াছেন। ইঁহাদের কার্য্যক্ষেত্র পৃথিবীর প্রায় সর্ব্বত্রই রহিয়াছে। পরোপকার ও কর্ত্তব্যসাধন ইঁহাদের জীবনের মহাব্রত। অনেকেই জানেন যে লণ্ডন নগরে দরিদ্র লোকের সংখ্যা অত্যন্ত অধিক। এমন শত শত লোক আছে, যাহাদের মাথা রাখিবার একটুকু স্থান নাই। ইহারা অনেক সময় বড় বড় বাগানে ও রাস্তার ধারে পড়িয়া থাকে। সকল দেশেই পাপের ও অজ্ঞানতার স্রোত গরিব লোকদিগের মধ্যেই অধিক পরিমাণে প্রবাহিত, বিশেষতঃ লণ্ডন নগরে দরিদ্র লোকেরা অত্যন্ত মাতাল, ইহাদের অসাধ্য কোনও দুষ্কর্ম্মই নাই। এই সকল লোককে জ্ঞান ধর্ম্ম ও সুনীতির আলোকে আনিতে খুব সাহস ও নৈতিক বল আবশ্যক। মুক্তিফৌজ সম্প্রদায় ইহাদিগকে ধর্ম্ম ও নীতি শিক্ষা দিতে বদ্ধপরিকর হইলেন। এই সকল দরিদ্র ও অজ্ঞান লোকদিগের বাসের পল্লীতে ঠিক ইহাদের মত হইয়া থাকিয়া, ইহাদের সহিত মিশিয়া ধীরে ধীরে ইহাদিগকে পরিবর্ত্তিত করিতে আরম্ভ করিলেন। এই কার্য্যে খুব মানসিক বল ও সহিষ্ণুতা চাই। কে এই সকল ভয়ানক মাতাল ও দুরাচারীদিগের সহিত বাস করিবে? প্রথমে দুইটি সাধুশীলা ভগিনী মলিন বেশে, মলিন গৃহে, মাতাল ও দুষ্ট লোকের পল্লীতে বাস করিয়া পীড়ার সময় জননীরূপে শয্যার নিকট বসিয়া শুশ্রূষা করিয়া, বিপদের সময় উপদেশ ও অর্থ সাহায্য করিয়া, দিনরাত অবিশ্রান্ত পরিশ্রম করিয়া এই সকল দুরাচার লোকদিগের বন্ধু হইলেন। এইরূপে কোমলপ্রাণা রমণীগণ যখন বিশ্ব সেবাব্রতে দয়া, মায়া, ভাল বাসার স্রোত ঢালিয়া দেন, তখন দুঃখ তাপে উত্তপ্ত ধরা সর্ব্বত্র শান্তভাব ধারণ করে। রমণী হৃদয়ে যে মহাপ্রাণতার বীজ নিহিত রহিয়াছে, উপযুক্ত সুশিক্ষার আলোকে তাহা সমুচিত বিকশিত হইয়া অমৃত ফল প্রসব করে। দুর্ভাগ্য বশতঃ আমাদের দেশে রমণীর হৃদয়বৃত্তির উপযুক্ত অনুশীলন অভাবে সমুচিত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায় না। স্বামীর জন্য প্রাণ দিতে, পরিজনবর্গের জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করিতে ও তাহাদের পরিচর্য্যা করিতে পারে, এ দেশে এমন স্ত্রীলোকের অভাব নাই। নানা প্রকার উৎপীড়ন ও অসহ্য যাতনা সহ্য করিয়া একটুও কথা ফোটে না, এ দেশে ঘরে ঘরে এমন রমণী দেখা যায়। কিন্তু জগতের পাপ, তাপ, বিদূরীত করিবার জন্য যাঁহারা বদ্ধ পরিকর, মানবের দুঃখের অশ্রু মুছাইবার জন্য যাঁহারা উন্মাদিনী, জীবনের সমস্ত সুখ, সমস্ত স্বার্থ বিসর্জ্জন দিয়া আত্ম বিস্মৃত হইয়া যাঁহারা বিশ্ব হিতব্রতে জীবন সমর্পণ করিয়াছেন, এমন রমণীর কথা মনে করিতে গেলেই পাশ্চাত্য জগতের প্রতি আমাদের দৃষ্টি

নিপতিত হয়। পানাসক্তিতে পুরুষদল ঘোরতর উশৃঙ্খল হইয়া পড়িয়াছে; দলবদ্ধ রমণীগণ শৌণ্ডিকালয়ের সম্মুখে দণ্ডায়মান হইয়া কত যত্নে তাহাদিগকে এই দূষিত অভ্যাসের হস্ত হইতে রক্ষা করিতে চেষ্টা করিতেছেন। পাষণ্ড পুরুষের পৈশাচিক প্রাণ, মহাপ্রাণা রমণীগণের নিঃস্বার্থ পবিত্র আকাঙ্খায় স্তম্ভিত হইয়া যাইতেছে। রণস্থলের ভীষণ অগ্নি বৃষ্টির মধ্যে রমণীদল আহতের শুশ্রূষার জন্য, মৃত্যুকে উপেক্ষা করিয়া, দেবকন্যার ন্যায় ছুটিয়া বেড়াইতেছেন। বিপক্ষের অস্ত্রাঘাতে সেই নিরাশ্রয় রণভূমে যখন ভগ্ন প্রাণ মাটিতে লুটাইয়া পড়ে, অবসন্ন মুখে এক ফোঁটা জল দেওয়ার জন্য যখন কেহ থাকেনা, তখন সেই ভীষণ রণক্ষেত্রে তাঁহারা স্নেহময়ী জননী হইয়া,যত্নও শুশ্রূষা এবং মধুর সান্ত্বনায় তাহাদের প্রাণ জুড়াইতেছেন। এই বিশ্বব্যাপী মহাপ্রাণতা অজ্ঞানতায় এবং অনুশীলন অভাবে প্রকাশ পায় না। আর একদল ভগিনী সম্প্রদায় আছেন তাঁহারা গরীবদিগের ক্ষুদ্র ভগিনী নামে অভিহিত। কলিকাতায় ইহাদের একটী বৃহৎ কার্য্যক্ষেত্র আছে প্রায় ৫০।৬০ জন পাশ্চাত্য রমণী সুদূর ইউরুপ হইতে চিরজীবনের জন্য পিতা মাতা আত্মীয় স্বজনের মায়া মমতা ত্যাগ করিয়া নিঃস্বার্থ ভাবে বিদেশে আসিয়া, এই মহাব্রতে সমস্ত জীবন উৎসর্গ করিয়াছেন। এই পৃথিবীতে যাঁহাদের আপনার বলিবার কেহ নাই, এরূপ নিরাশ্রয় পীড়িত লোকদিগের ইহারা জননী। প্রায় এক শত অন্ধ খঞ্জও উত্থানশক্তি বিহীন নিরাশ্রয় রোগী এই আশ্রমে স্থান পাইয়াছে। এই সকল ভগিণীগণ নিজ হস্তে রোগীদিগের সেবা করিয়া থাকেন। কেবল ভিক্ষার দ্বারা এই সাধুশীলা রমনীগণ এতবড় আশ্রমের ব্যয় ভার অনায়াসে বহন করিতেছেন। প্রতিদিন অতি প্রত্যুষে এই সকল দেবীগণ ভগবানের নাম করিয়া এক একটী ক্ষুদ্র ব্যাগ হস্তে লইয়া দ্রুত পদ বিক্ষেপে আশ্রম হইতে বাহির হইয়া থাকেন। হয় তো কোনও দিন কোন ধনীর দ্বারে গিয়া নিঃশব্দে নিজ হস্তে তাঁহার প্রাঙ্গন সম্মার্জ্জনীর দ্বারা পরিষ্কার করিলেন, তাহাতে তিনি যাহা দয়া করিয়া দান করিলেন, তাহা লইয়া আনন্দিত মনে আশ্রমে প্রত্যাগমন করিয়া পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ দিলেন। এইরূপ করিয়া এই সকল মহাপ্রাণা রমণীগণ আশ্রমের কার্য্য চালাইতেছেন। সুশিক্ষা ও মনোবৃত্তির স্বাধীন উন্মেষ লাভ করিলে রমণী হৃদয় কেমন বিশ্ব প্রেমে ডুবিতে পারে, এই সকল ভগিনীগণ তাহার উজ্জল দৃষ্টান্ত স্থল। আজ আমি যে সকল পুণ্যবতী রমণীগণের সাধু কার্য্যের বিষয় যৎসামান্য উল্লেখ করিলাম, ইহাদের বিষয় আমরা অনেক বার অনেক পুস্তকে পাঠ করিয়াছি। কিন্তু তবুও কেন জানিনা আমার এই সকল দেব কন্যাদিগের বিষয় চিন্তা করিলে, নিজ জীবনের অসারতা ভুলিয়া গিয়া, ক্ষণেকের তরে প্রাণটাতে সাধু ইচ্ছা ও সৎসঙ্কল্প জাগিয়া উঠে। আবার যখন মনে হয় আমরা দুঃখিনী বঙ্গরমণী, আমাদের দেশে পুরুষগণ আমাদের আত্মার অস্তিত্বে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের কোনও একটা গুরুতর কার্য্যে আমাদের মত লওয়া ইচ্ছা করেন না ও ভাল বাসেন না, তখন সকল সাধু ইচ্ছা আকাশ কুসুমে পরিণত হয়। সর্ব্বসিদ্ধি দাতা পরমেশ্বর শীঘ্রই আমাদের এ জাতীয় দুর্গতি মোচন করুন।

মানবের শ্রেষ্ঠ ও সর্ব্বোৎকৃষ্ট কর্ত্তব্য।

প্রত্যেক মানবেরই অল্পাধিক পরিমাণে কর্ত্তব্যজ্ঞান আছে। যাহার অন্তঃকরণ যে পরিমাণে মহৎ ও শ্রেষ্ঠ, তাহার কর্ত্তব্যজ্ঞানও সেই পরিমাণে উজ্জ্বল। কর্ত্তব্য সমূহ একটী মূলীভূত কারণ হইতে উৎপন্ন। সেই মূলীভূত কারণ 'আত্মজ্ঞান'। এই আত্মজ্ঞান মনুষ্য ব্যতীত অন্য কোনও প্রাণীর নাই।

মূলে এই আত্মজ্ঞান আছে বলিয়াই কর্ত্তব্যজ্ঞানও আছে। আত্মজ্ঞান ব্যতীত কর্ত্তব্যজ্ঞান জন্মে না। এই আত্মজ্ঞানে আমরা বুঝিতে পারি যে কর্ত্তব্য সমূহের মধ্যে কোন্‌টি সর্ব্বোৎকৃষ্ট। সেই শ্রেষ্ঠ কর্ত্তব্য মানুষ বুঝিতে পারিলে অন্যান্য কর্ত্তব্য জ্ঞান আপনাপনিই উজ্জ্বল হয়। অসার নিকৃষ্ট বাসনা ও আকাঙ্ক্ষা হইতে মনকে তুলিয়া শ্রেষ্ঠ বিষয়ে নিয়োজিত করাই মানব জীবনের প্রধান কর্ত্তব্য। পরমেশ্বর অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ কিছুই নাই। মানব জীবনে তাঁহাকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠতর কোন কর্ত্তব্য থাকিতে পারে না। তাঁহাকে প্রীতি করিলেই, তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিলেই মানবের স্বাভাবিক অবস্থা হইবে। এই সংসারে আমরা দেখিতে পাই যে, যে যাহাকে ভালবাসে তাহার জন্য কোন কর্ত্তব্যই অবশিষ্ট থাকে না। সেইরূপ এই বিশ্বের অধিপতি যিনি তাঁহাকে যদি আমরা মন প্রাণ দিয়া ভাল বাসিতে পারি তবে আমাদের সকল কর্ত্তব্য সুসম্পন্ন হয়।

উপরোক্ত কথায় কেহ যেন এরূপ মনে না করেন, যে মানুষ হঠাৎ অথবা ইচ্ছা করিলেই ঐরূপ করিতে পারে। ইহা অতীব কঠিন এবং অপর পক্ষে অতীব মধুর। এই অবস্থা প্রাপ্তির জন্য সাধন আবশ্যক। বিনা সাধনে এই অবস্থা প্রাপ্ত করা অসম্ভব। এই আদর্শ আমাদিগের সম্মুখে উজ্জ্বল থাকিবে এবং ইহা লাভ করিবার জন্য সর্ব্বদা আমাদিগের প্রাণগত ইচ্ছা ও চেষ্টা থাকিবে। এইরূপ যদি করিতে পারা যায়, তবে ক্রমশঃ এই অবস্থা লাভ করা সম্ভব, নতুবা নহে।

সাধু মহাত্মাদিগের জীবনে আমরা ইহারই উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত দেখিতে পাই। তাঁহারাও আমাদিগের ন্যায় দেহ বিশিষ্ট মানুষ, কিন্তু তাঁহাদিগের যে মহত্ব তাহা দেহে নহে অন্তরে। তাঁহারা শয়নে, স্বপনে, সুখে, দুঃখে, সম্পদে, বিপদে অনুকূল ও প্রতিকূল সকল অবস্থাতেই ঐ এক লক্ষ্যের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া, সকল সময়ে স্বীয় কর্ত্তব্য প্রতিপালন করিতেন। সেইজন্য তাঁহাদের মানব জন্ম ধারণ সার্থক হইয়াছে।

এখন প্রশ্ন হইতে পারে যে ঈশ্বর কি সকলকেই এই অবস্থাপন্ন হইবার অধিকারী করিয়াছেন? সকলেই বুঝিতে পারিবেন যে প্রত্যেক মনুষ্যকেই সেই উচ্চ অধিকার লাভ করিবার উপযোগী করিয়া ঈশ্বর সৃজন করিয়াছেন। তবে আমরা সেই উচ্চ অধিকার লাভ করিবার উপযোগী হইয়াও এরূপ হীন

অবস্থায় কালাতিপাত করি কেন? এ প্রশ্নের উত্তর দিতে গেলে আমাদের স্বীয় জীবনের প্রতি দৃষ্টি করিতে হয়।

প্রথমতঃ আমরা বড়ই অল্পে সন্তুষ্ট। জীবন যতটা উন্নত হওয়া উচিত বলিয়া বোধ করি, সেরূপ হইবার জন্ত চেষ্টা করিনা। বর্ত্তমান হীন অবস্থা লইয়াই সন্তুষ্ট থাকি। সংসারের অসার পদার্থেই প্রাণের তৃপ্তি লাভ করি অথবা লাভ করিতে চাই। যাহা আমাদের হৃদয় মনের উন্নতি সাধনে মনুষ্যত্বের বিকাশ সাধনে কোনই প্রয়োজন নাই, সংসারে আমরা এইরূপ কথায় এইরূপ কাজে অমূল্য মানব জীবনের কত অংশ স্বচ্ছন্দে ব্যয় করিয়া ফেলি। মানবজীবনে দুটী রাজ্য আছে; একটী বাহ্যিক, অন্যটী আধ্যাত্মিক। এই উভয় রাজ্যেরই কর্ত্তব্য আছে, এবং কর্ত্তব্য মাত্রেই মনুষ্যের অবশ্য পালনীয়। কিন্তু আধ্যাত্মিক রাজ্যের কর্ত্তব্য সমুহ যে,যে পরিমাণে সম্পাদন করিতে সক্ষম, সে সেই পরিমাণে দেবত্বলাভে অধিকারী হয়। আমি সহস্র লোকে পরিবেষ্টিত থাকিলেও আমার আধ্যাত্মিক রাজ্যে আমি একাকী। সেই রাজ্যের কর্ত্তব্যগুলি সম্পাদন করিতে বাহিরের কেহ আমার সহায়তা করিতে পারে না। বিধাতৃপ্রদত্ত দয়া, প্রেম, পুণ্য, পবিত্রতা, নিঃস্বার্থতা প্রভৃতি অমূল্য কোমল স্বর্গীয় পদার্থ আমাদের হৃদয়ে নিহিত আছে। নানা প্রকার উৎকৃষ্ট ভাব গুলির বিকাশ সাধন আমাদের আধ্যাত্মিক রাজ্যের প্রধান কর্ত্তব্য। সদুপদেশ পূর্ণ সদ্‌গ্রন্থ পাঠে কোন ফলই ফলিতে পারে না, যদি হৃদয় প্রস্তুত না থাকে। যেমন বালুকা রাশিতে উত্তম বীজ বপন করিলেও কোন ফল ফলেনা,কিন্তু উত্তম উর্ব্বরা ভূমিতে তাহা বপন করিলে, অচিরে ফলদান করে। সেইরূপ অপ্রস্তুত জীবনে উত্তম বীজও কোন ফল দান করেনা। যাহার হৃদয় কঠিন, শুষ্ক—যে কোন দিনও হৃদয়ে দয়া অথবা প্রেমের স্পর্শ অনুভব করে নাই,সে যদি সহস্র দয়া বা প্রেমের কথা শ্রবণ করে কিম্বা পাঠ করে, তবে তাহার শ্রবণ বা পাঠ সেই স্থানেই পর্য্যবসিত হয়, হৃদয়ে স্থায়ী হইয়া কার্য্যকারী হয় না। সৎদৃষ্টান্ত ও সদুপদেশ কি করিতে পারে, যদি আমরা আমাদিগের হৃদয় মনের উন্নতির জন্ত সর্ব্বদা কঠিন পরিশ্রম না করি? আমাদের জীবনে কোন সৎদৃষ্টান্ত যে কার্য্যকরী হয় না, তাহার একমাত্র কারণ আত্মচিন্তার অভাব। আমরা যদি আত্মচিন্তার দ্বারা হৃদয়কে উন্নত করিতে চেষ্টা করিয়া অমূল্য মানবজীবনের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে চেষ্টা করি, তাহা হইলে অসার পদার্থে মন কোন মতেই তৃপ্তিলাভ করিবে না। তাহা হইলে মানবের সর্ব্বোচ্চ সাধনীয় ভগবানের জন্য প্রাণে আকুল আকাজ্ক্ষা জাগরিত হইবে; এবং তাঁহার প্রতি প্রীতি উৎসরিত হইলেই, সংসারে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে দেহ মনকে নিয়োজিত করিয়া ধন্য হইবার সাধ ও সাধনা আরম্ভ হইবে।

দ্বিতীয়—প্রেমের অভাব। ঈশ্বরে প্রীতি জন্মিলে তাঁহার সৃষ্ট জগতের নরনারী,পশুপক্ষী সকলেই আমাদের প্রীতির পাত্র হইবে। কিন্তু আমাদের হৃদয় প্রেমহীন শুষ্ক। কি করিয়া ভাল বাসিতে হয় তাহা জানি না। নিজ স্বার্থ সিদ্ধির অভিপ্রায়ে অথবা স্বার্থের অনুরোধে কাহাকেও মিত্র জ্ঞান করি এবং মনে ভাবি আমরা বুঝি প্রকৃত ভাল বাসিতে শিখিয়াছি। কিন্তু

যে প্রেমে স্বার্থনাশ হয়, আত্মত্যাগ কবির কল্পনা অথবা পুঁথিগত না থাকিয়া, জীবনে কার্য্যকরী হয়, যে প্রেমে মানুষ দেবতা হয়, সেই বিশ্বজনীন প্রেম হইতে আমরা কত দূরে। এই প্রেমের সাধনা মানবের একটী শ্রেষ্ঠ সাধনা। এই প্রেমের অভাবে মানুষ ঈশ্বর হইতে, কর্ত্তব্য হইতে, শত যোজন দূরে চলিয়া যায়। জীবন শূন্য অপদার্থ, হৃদয় মরুভূমি হয়। এই প্রেমের সাধনা দ্বারা মানব দেবতা হয়, মানবজীবন স্বর্গের শোভায় সুশোভিত হয়, মানব-জীবনের সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য সম্পাদিত হয়।

তৃতীয়—অহঙ্কার। আত্মপ্রেম অহঙ্কারের উৎপত্তি স্থান। আমরা অহঙ্কৃত হই কেন? চিন্তা শক্তির অভাবে। আমরা যে সকল বিষয় লইয়া অহঙ্কার করি সে সকল পাই কোথা হইতে? একজন সর্ব্বগুণাকর বিধাতা পুরুষ পশ্চাতে থাকিয়া আমার শারীরিক ও মানসিক সকল অভাব পূর্ণ করিতেছেন এবং আমার আবশ্যকীয় সকল সামগ্রী আমাকে প্রদান করিতেছেন, তাই আমি পাইতেছি। এই জ্ঞান যতদিন না জন্মায় ততদিন অহঙ্কারেরও নাশ নাই। তিনি দয়া করিয়া না দিলেত আমি পাইতাম না, কোন দাবীও ছিল না। আমার ইচ্ছায় এ সংসারের অতি সামান্য কার্য্যও সম্পাদিত হয় না। স্থূল বুদ্ধিতে সকল হৃদয়ঙ্গম করা অতি কঠিন, সেই জন্য গভীর চিন্তার আবশ্যক। সাধু সাধ্বী নর নারী এত বিনয়ী কেন? তাঁহারা এই কথাটী অতি সুন্দররূপে বুঝিয়া ছিলেন যে "আমার কিছুই নয়, সকলই তাঁহার দান"।

এইরূপ কত ক্ষুদ্রতা আমাদিগের জীবনে রহিয়াছে যদ্দারা আমরা মানুষ হইয়াও অমানুষ হইয়া যাই এবং প্রকৃত পক্ষে যাহা মনুষ্যত্বের সম্পূর্ণরূপে বর্জ্জনীয় তাহাই অর্জ্জন করিবার জন্য দিবানিশি ব্যস্ত। আমরা জ্ঞানে বুঝিলেও প্রাণে বুঝিনা। জ্ঞানে এবং প্রাণে বোঝার অর্থ এই যে, আমরা জানি অনেক কিন্তু সে সকল প্রাণকে স্পর্শ করে না। প্রাণ স্পর্শ না করিলে ব্যাকুলতা জন্মায় না ব্যাকুলতা না জন্মিলে চেষ্টাও আকাঙ্ক্ষা হয় না। মানব জীবন অবহেলার সামগ্রী নহে। জগতে যদি কোন মহামূল্য পদার্থ থাকে তবে তাহা মানবাত্মা। মানব জীবনের উন্নতি সাধন অতি কঠিন, অতি শ্রমসাধ্য কার্য্য। ইহা একদিন দুদিনের জন্য নহে, কিন্তু অনন্তকাল ধরিয়া ইহার যত্ন করিতে হইবে। ইহাই মনুষ্যত্বের চিহ্ন। এত উদাসীন হইলে, আপনার প্রতি এত ক্ষমাশীল হইলে আমরা এ জীবনের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারিব না। জগতে আসিয়া, এমন সুন্দর পৃথিবীতে বাস করিয়া, পরমেশ্বর প্রদত্ত অসংখ্য সুখ সম্পদ ভোগের অধিকারী হইয়াও, পশুর ন্যায় থাকির এবং পশুরই মত এ জগত হইতে চলিয়া যাইব?

মানব জীবনে সর্ব্বোচ্চ কর্ত্তব্য লাভ করিবার উপায় একটী বাক্যে বলা যাইতে পারে। "তস্মিন্ প্রীতি তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনম্" পরমেশ্বরে প্রীতি এবং সংসারে তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধন ইহাই মানবের মনুষ্যত্ব রক্ষা করিবার, পশুত্ব হইতে উন্নিত হইয়া দেবত্ব লাভ করিবার একমাত্র উপায়।

বিশ্বাধিপতি আমাদিগকে আশীর্ব্বাদ করুন, আমরা যেন তাঁহাতে পরা প্রীতি ও মানব প্রীতি হৃদয়ে লাভ করিয়া, মনুষ্য জন্ম সার্থক করিতে পারি।

বিনয়ের দিদি।

একটী পল্লীগ্রামের মধ্যে একটী বাড়ীতে আজ বড়ই বিষাদের ছায়া। গৃহকর্ত্তা মৃত্যু-শয্যায় শায়িত। আত্মীয় স্বজন সকলেই জীবনের আশা পরিত্যাগ করিয়াছেন, তবু মন বোঝেনা, আবার চিকিৎসকের জন্য লোক গিয়াছে। গৃহকর্ত্রী জীবনের ভবিষ্যৎ দিন গুলির, সকল বিষাদ বেদনার চিত্রিত প্রতিমূর্ত্তির ন্যায় শয্যাপার্শ্বে বসিয়া আছেন। শিশুপুত্র বাহিরে একেলা বসিয়া আছে। এমন সময় একটী বালক সরু গ্রাম্য পথ বাহিয়া, আমগাছ তলায় দরজার নিকট আসিয়া ধীরে ডাকিল, "দিদি" ! রান্নাঘরে রোগীর পথ্য প্রস্তুত করিতে করিতে এই বিষন্ন ডাক শুনিয়া একটী রমণী ব্যস্তভাবে বাহিরে আসিলেন, বালকের মুখের দিকে চাহিতে গিয়া তাঁহার অলক্ষিতে নয়ন বাহিয়া কয়েক বিন্দু জল পড়িল। তিনি বলিলেন "কি হইল বিনয় ?" বালক বলিল, "দিদি, ডাক্তার আসিতে চাহিলেন না। এই ঔষধ দিয়া বলিলেন, একটু পরে সংবাদ দিও। রমণী অতি যত্নে ঔষধ লইয়া পিতার নিকট আসিলেন। বালকও সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া শয্যার পার্শ্বে দাঁড়াইল। রোগী বলিলেন, "জল।" রমণী অতি ধীরে অতি কোমল স্বরে বলিলেন "ঔষধ এসেছে, একটু খাবেনা বাবা ?" রোগী তাহার ম্লান চক্ষু ছুটি কন্যার দিকে ফিরাইয়া বলিলেন, "এখন আর ঔষধে কি হইবে মা ? সেই বিপদবারণ হরিনামই এখন ঔষধ; সকল যন্ত্রণা, সকল ভয় যায় যে নামে, সে নাম ছাড়া এসময়ে আর যে গতি নাই মা। তুমি কাছে এসে বস, বিনুকে খোকাকে আন। আমি তোমাদের ভাল করিয়া দেখি।" সকলে রোগীর শয্যাপার্শ্বে বসিল।

রোগী একটু জল খাইয়া শুষ্ক কণ্ঠ একটু ভিজাইয়া তার পর বিনয়ের হাত ধরিয়া বলিলেন "বাবা তুমি এখন বড় হয়েছ" মার কথামত চলিও, দিদিকে অমান্য করিও না। তোমার দিদি রহিলেন, তিনি তোমাদের দেখিবেন।" দিদির বুক কাটিয়া যাইতে লাগিল। নিরাশ্রয়া দুঃখিনী বালবিধবা পিতার স্নেহ ছায়ায়, পিতার আশ্রয়ে, জীবন কাটাইতেছিল, এখন তাহাকে কে দেখিবে ? তাহাকে ত্রিভুবনের মধ্যে কে একটু স্নেহ ছায়ায় রাখিয়া তাহার জীবনের বিষাদ বেদনা ভুলাইবে ? জগতে তাহার আর কে আছে ? কিন্তু বুদ্ধিমতী রমণী বিদীর্ণপ্রায় বক্ষ দুই হস্তে চাপিয়া তাঁহার প্রবল দীর্ঘশ্বাস ও অশ্রুকে নিবারণ করিলেন। তাহার বিফল জীবনের একমাত্র সফলতা যাঁহার সেবায়, সেই পিতার শেষ মুহূর্ত্তটী তাহাকে সুখী করিবার জন্য রমণী তাহার প্রাণের প্রবল ঝটিকা গোপন করিয়া রাখিল। পিতা বলিলেন "মা, তোমাকে আর কি বলিব, সকল দুঃখীর ভরসা যিনি, সকল নিরাশ্রয়ের আশ্রয় যিনি, সেই ভগবান তোমার আশ্রয় রহিলেন। তোমার ভাই দুটী তোমার হাতে রহিল। মাগো ! ভগবানের

চরণ ধরিয়া, ভাইছুটীর মুখ চাহিয়া সকল দুঃখ সহ্য করিও। কাহারও কথায় ভুলিও না।

"উঃ, জল"।

২

এই ঘটনার পর ক্রমে ক্রমে ২ বৎসর চলিয়া গিয়াছে। বিনয় এখন বড় হইয়াছে। অর্থাভাবে তাহাদের বসতবাটী বিক্রয় করিয়া তাহারা এখন পর্ণকুটীরে বাস করে। বাড়ী বিক্রয় করিয়া যে সামান্য টাকা পাওয়া গিয়াছে, বুদ্ধিমতী দিদি তাহার দ্বারা অতি সাবধানে সংসারের ব্যয় চালাইতেছেন। বিনয়ের মার যে অলঙ্কার ছিল তাহা আগেই ফুরাইয়াছে। বিনয়ই পরিবারের ভবিষ্যৎ আশার স্থল; কিন্তু বিদ্যা না হইলে ত অর্থ হয় না। খরচ দেয় কে? বিনয় বলিয়াছিল পড়া শুনা আর হবে না, কোন কাজ কর্ম্ম করি, ৪।৫ টাকা যাহা পাই তাহাই ভাল। সমুদ্রে মজ্জমান ব্যক্তি তৃণ পাইলে তাহাও ধরে, তাহার আর বিচার শক্তি থাকে না। বিনয়ের মা অশ্রুজলে বক্ষ ভাসাইয়া বলিলেন "তাই ভাল। ইস্কুলের খরচ পাব কোথায় বাবা?" কিন্তু তাহা হইল না। বিনয়ের দিদি বিনয়কে স্কুলে দিলেন। টাকা কোথায় বিনয় জানিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু দিদি স্নেহ কোমল ভাবে বলিলেন, এখন সে কথায় তোর কায় কি ভাই। যখন রোজগার করবি তখন বলিব। বিনয়ের দিদির জীবনের এক অভিশপ্ত দিনে কয়েক খানি মূল্যবান গহনা তাঁহার অঙ্গে শোভা পাইয়াছিল। তাহার অধিকাংশ এখন নাই। যা দুই চারি খানা আছে তাহার কথা কেহই জানে না। বিনয়ের পিতা জানিতেন এবং বিধবা কন্যার সেই গহনা অসময়ে কাজে লাগিবে বলিয়া বিশেষ সাবধানে রক্ষা করিবার জন্য কন্যাকে বার বার উপদেশ দিতেন। অসময়ে সেই গহনার সদ্ব্যবহার করা হইল।

এখন বিনয় প্রতিদিন স্কুলে যায়। তাহার জীবনের দায়ীত্ব সে ভাল করিয়া বুঝিতে পারিয়াছে, তাই অতি মনোযোগ দিয়া সে পরম উৎসাহে স্কুলের পড়া করে। দিদি হাসিমুখে পরম যত্নে ভাইটির স্কুলে যাবার বন্দোবস্ত করিয়া দেয়। নিজে রাঁধিয়া কাছে বসিয়া খাওয়ায়, বই স্লেট গুছাইয়া দেয়, স্কুলে যাইবার সময় দরজার কাছে দাঁড়াইয়া চাহিয়া থাকে। বিনয়, দিদির স্নেহ দৃষ্টির অক্ষয় কবচ পরিয়া পরম উৎসাহে স্কুলে চলিয়া যায়। বিকালে বাড়ী ফিরিবার সময় দূর হইতে দেখে, গ্রাম্য তরুলতার আড়ালে কুটীরের দরজায় তাহার স্নেহময়ী দিদি ছোট ভাইটীকে কোলে করিয়া তাহারই অপেক্ষায় দাঁড়াইয়া আছেন। তাহার ক্ষুদ্র প্রাণটি আনন্দে পূর্ণ হইয়া যায়। শুষ্ক মুখখানি অনাবিল আশা ও সুখের বিমল আলোকে উজ্জ্বল হইয়া উঠে। সে দ্রুত পদে আসিয়া বলে "দিদি, তুমি কি সারাদিনই আমার জন্য দাঁড়াইয়া থাক? যাবার সময়ও তুমি এমনি করিয়া দাঁড়াইয়া ছিলে"।

আরও তিন বৎসর কাটিয়া গেল। ক্রমেই তাহাদের সংসারে অভাব বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। সঞ্চিত অর্থ ফুরাইয়া আসিয়াছে। আহারের ব্যয় আর চলে না। বিনয়ের দিদি নিজে না খাইয়া ভাই দুটিকে খাওয়াইতেছে। এত দুঃখ কষ্টের মধ্যে ভবিষ্যতাকাশের আশার মধুরোজ্জ্বল আলোকের দিকে চাহিয়া তিনি সকল দুঃখ গোপন করিয়া দিন কাটাইতেছেন।

বিনয় পরিশ্রম ও বুদ্ধির গুণে স্কুলে শীঘ্রই খুব উন্নতি করিল। পরীক্ষা দিয়া পাশ করিতে পারিলে অর্থ উপার্জ্জন করিতে পারিবে। অর্থ হইলে দিদি সুখী হইবেন ছোট ভাইটি মানুষ হইবে,মার কান্না থামিবে। ক্রমে পরীক্ষার সময় আসিল। অতি উৎসাহ আগ্রহে দিদি দিন গনিতে লাগিলেন। বিনয় পরীক্ষায় পাশ করিল।

বিনয়ের মাতা ছোট ছেলেটিকে বুকে লইয়া কোন মতে দিন কাটাইতেছিলেন। তাহার অকূল অন্ধকারে একটি স্নিগ্ধ আলোক-এতদিনে ফুটিয়া উঠিল। গ্রামের ভদ্রলোক দের চেষ্টায় ও যত্নে সেই গ্রামে একটি ছোট খাটো স্কুল হইয়াছিল। বিনয় ১৭ বৎসর বয়সে সেই স্কুলে ৮ টাকা মাহিনার একটি কাজ পাইল। স্কুলটি পাঠশালার ধরণের। এখন বিনয়ের ছোট ভাইটি স্কুলে যায়। বিনয় কাজে যায়, বিনয়ের দিদি ভ্রাতার উপার্জ্জিত অর্থে অতি সাবধানে সংসার চালায়; আর দিবারাত্র ভাই দুটীর মঙ্গলের জন্য দেবতার কাছে মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা করে। পাঠশালাটি বাড়ী হইতে কিছু দূরে। বিনয়ের ফিরিতে কোন কোন দিন প্রায় সন্ধ্যা হইয়া যায়। বিনয়ের দিদির সেই দিন আর উৎকণ্ঠার সীমা থাকে না। বিনয় আসিলেই বলেন, "তুই এত দেরী করিস্ কেন ভাই"। বিনয়ভাবে দিদির এত ভয় কেন? দিদির সেই স্নেহপ্লাবিত হৃদয়ের সকল স্নেহ মমতা এখন ভাই দুটীতে কেন্দ্রীভূত। অভাগিনীর ধন নাই জন নাই, সংসারের সকল বিপদ আপদ, দুঃখ কষ্ট হইতে ভাই দুটীকে শত যোজন দূরে রাখিতে তাহার সাধ যায়। কিন্তু হতভাগিনীর যে কিছুই নাই। তাই সে তাহার একমাত্র সম্বল অসীম স্নেহ দিয়া ভাই দুটিকে সব সময় ঘিরিয়া রাখিতে চায়।

তারপর মানুষ যা চায় তা পায় না। যাহা বুক চিরিয়া লুকাইয়া রাখিয়াও তৃপ্ত হয় না তাহাই আগে হারাইয়া ফেলে। মানুষের আশার ঘর পড়িয়া যায়, সুখের হাট ভাঙ্গিয়া যায়।

একদিন বিনয় সকালে ভাত খাইয়া বলিল, "দিদি, আজ শরীরটা কেমন বোধ হইতেছে। হাত পা যেন ঝিন্ ঝিন্ করিতেছে"। দিদি বলিলেন, "তবে তোর স্কুলে গিয়ে কাজ নাই, আজ একটা দিন বাড়ী থাক্"। বিনয় বলিল,"তাকি হয় দিদি, অসুখ বিসুখ নয় বাড়ী বসিয়া থাকিব, অসুখ যদি হয় তবে সকাল সকাল আস্‌ব"। এই বলিয়া বিনয় চলিয়া গেল। বিনয়ের মা ও দিদি আহারাদি সমাপনান্তে ঘরের ভিতর শুইলেন। বিনয়ের দিদির মন বড় চঞ্চল। একবার একটু শব্দ হয়, দিদি ভাবেন বিনয় বুঝি সকাল সকাল আসিতেছে। তাহার বুঝি অসুখ করিয়াছে। তিনি নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরের ভিতরে থাকিতে পারিলেন না। বাহিরে আসিয়া রাস্তারদিকে চাহিয়া রহিলেন। প্রাণের ব্যাকুলতা এমন, মনে হয় ছুটীয়া গিয়া দেখিয়া আসি সে স্কুলে কি করিতেছে। সে দিন যেন ফুরায় না। বেলা ২ টা না বাজিতে বিনয় বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তাহাকে দেখিয়া দিদির বুকটা ধড়াস্ ধড়াস্ করিয়া উঠিল। বিনয় শ্রান্ত ভাবে উঠানেই বসিয়া পড়িয়া বলিল, "দিদি জল"।

তারপর আর বর্ণনীয় বেশী কিছু নাই। মায়ের প্রাণে কাটা ঘায়ে নুনের ছিটা দিয়া, দিদির জগত সংসার শূন্য করিয়া, ছোট

ভাইটির ভবিষ্যৎ আশার মূলে কুঠারাঘাত করিয়া বিনয় চলিয়া গেল। দারুণ কলেরা রোগে তাহার আশাপূর্ণ দুঃখপূর্ণ জীবন শেষ করিয়া দিল। মৃত্যু শয্যায় মার পায়ের ধূলা, দিদির পায়ের ধূলা মাথায় লইয়া সকলের কাছে ক্ষমা চাহিল, যেন মার কষ্ট, দিদির কষ্ট তাহারই পূর্ব্বকৃত অপরাধের ফল। সে যে অনিচ্ছায় মায়ের বুক হইতে দিদির স্নেহছায়া হইতে বাধ্য হইয়া অচেনা অজানা দেশে যাইতেছে, বিধবা মাতা চির দুঃখিনী বাল-বিধবা দিদি ও স্নেহের মুকুল ভাইটীকে অকূল সাগরে ভাসাইয়া যাইতেছে। ইহা যেন তাহার নিজেরই দোষ। এখন বিনয়ের দিদি কি করিবেন ? আজীবন সমাজের নির্য্যাতন অত্যাচার নীরবে সহ্য করিয়া যিনি পিতা ও ভ্রাতার মুখ চাহিয়া দিন কাটাইতেছিলেন আজ এই দুর্দ্দিনে সমাজের কি তাঁহার প্রতি কর্ত্তব্য কিছু নাই ?

সমাজ শাসন করিবে, নিয়ম করিবে, দণ্ড বিধান করিবে, এই কি শুধু সমাজের কাজ ? নিরাশ্রয়কে আশ্রয় দেওয়া, নিরন্নকে অন্ন দেওয়া, অকূল পাথারে ভাসমান ব্যক্তিকে স্নেহ ভরে কূলে আনয়ন করা কি সমাজের কর্ত্ত-ব্যের মধ্যে নহে ? মূর্খকে জ্ঞানের আলোক প্রদান, পাপীকে পুনঃ পথ প্রদর্শন না করিয়া তাহাদিগকে ঘৃণার চক্ষে অবহেলার চক্ষে দেখিলেই কি সমাজের কর্ত্তব্য সংসাধিত হয় ?

আজ বিনয়ের দিদি যে অকূল সাগরে ভাসিলেন, এ আঁধারে কি আলোক নাই, এ অকূলের কি কূল নাই, এ মরুভূমিতে কি বারি নাই, এ হাহাকারের কি বিরাম নাই ? বিনয়ের দিদি এখন কি করিবেন ? (ক্রমশঃ)

শৈশব স্মৃতি।

মলয় মারুত স্নিগ্ধ শ্যাম সন্ধ্যাবেলা,
বসে আছি আনমনে তটিনীর কূলে,
দেখেছি অম্বর কোলে জলদের খেলা,
সহসা পড়িল ঘাত হৃদয়ের মূলে।
জাগায়ে সুষুপ্ত হিয়া অমনি ভাসিল,
সুখের শৈশব স্মৃতি আলেয়ার মত,
উন্মেষিত মনোনেত্র বারেক চাহিল।
সুদূর গগন পানে উন্মাদের মত।
তারা ভরা চাঁদ ভরা গগন বাহার,
জননীর কোলে উঠি ত্রিদিবের খেলা।
স্নেহময় জনকের সস্নেহ ব্যভার,
জীবনের সুধাময় প্রাভাতিক মেলা।
বাজিছে স্মৃতিতে আজি ! পঞ্চমে মিলায়ে তান,
গাইছে উন্মত্ত হিয়া অতীতের মহাগান।

শ্রীঅন্নদাসুন্দরী ঘোষ।

প্রেমময়।

যখনি আকুল প্রাণে প্রকৃতির পানে চাই,
অনন্ত সুধার স্রোতে ডুবে যাই, ভেসে যাই।
কার হাসি, কার গান, ঘিরে আছে বিশ্বময়,
তোমারি তোমারি সব তুমি দেব প্রেমময়।
সংসারে চাহিয়া দেখি একি শোভা কি মধুর,
প্রেমপ্রীতি দয়ামায়া সুবাসেতে ভরপুর।
জীবনের যত ভার, যত দুঃখ পাই লয়,
প্রেমের জগত তব তুমি দেব প্রেমময়।
হৃদয়ে যে ফোটে আলো, জাগে শুভ্র চিন্তারাশি
ছোট ছোট প্রাণভরা কত ভালবাসাবাসি।
পরের ব্যথায় যে গো বুক ভেসে নদী বয়,
তাও প্রেমের কণা তুমি দেব প্রেমময়।
তোমারি প্রেমেতে নাথ ত্রিভুবন মাতোয়ারা।
তোমারি প্রেমের জয় গাহিছে তপন তারা।
এত সুধা কেন দেব ছড়ালে ভুবনময়,
প্রেমের কাঙ্গাল আমি তাই তুমি প্রেমময়।
তোমারে যে ভালবাসি তুমি প্রেমময় বলে
সুধাস্বরে ডাক তাই প্রাণ মন যায় গলে।
অনন্ত প্রাণের সাধ তোমাতেই তৃপ্ত রয়,
বিফল জীবন মোর তোমাতে সফল হয়।

সম্পাদিকা।

স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(৬৪ পৃষ্ঠার পর)

শ্বশুর শাশুরী পিতৃ মাতৃ স্থানীয়া। পিতা মাতার ন্যায়, শ্বশুর শাশুরীকে ভক্তি করিবে, ভালবাসিবে, তাঁহাদের আদেশ সযত্নে পালন করিবে, তাঁহাদিগের সুস্থাবস্থায় ভক্তি সহকারে সেবা ও রুগ্নাবস্থায় কায়মনোবাক্যে শুশ্রুষা করিবে। শাশুরী মাতৃতুল্যা, তিনি যখন যাহা বলেন এবং যেরূপ করিতে আদেশ করেন, প্রত্যেক বধূরই তাহা অতিযত্ন ও আহ্লাদের সহিত প্রতিপালন করা কর্ত্তব্য এবং যতদিন তিনি জীবিত ও কার্য্যক্ষম থাকেন, ততদিন সাংসারিক কার্য্যে তাঁহার অবাধ্য হওয়া, কিম্বা তাঁহার অনভিমতে নিজে কর্ত্তৃত্ব গ্রহণ করা, কোন মতেই উচিত নহে।

লোক মাত্রেরই কতকটা আত্মসুখ বিস্মৃত হওয়া উচিত। আত্মসুখ বিস্মৃত না হইলে কদাচ পরকে সুখী করিতে পারা যায় না। পরকে সুখী করাই স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য কর্ম্ম।

স্বামীকে মনে প্রাণে ভাল বাসিবে, স্বামীর সুখের জন্য আত্মসুখ ভুলিয়া যাইবে। তিনি যাহাতে সুখী ও সন্তুষ্ট থাকেন এবং যাহাতে তাঁহার মঙ্গল হয়, চরিত্রটী পবিত্র থাকে, পতি-পরায়ণা সতী তৎপ্রতি সর্ব্বদা দৃষ্টি রাখিবেন। প্রাণান্তেও পতির হিতসাধনে নিযুক্ত থাকিতে

কুণ্ঠিত হইবে না। পতি রাগান্ধ হইয়া কটু কাটব্য বলিলে অথবা মর্ম্মান্তিক রুক্ষ ও কর্কশ ব্যবহার করিলে, নীরবে সহ্য করাই মঙ্গল এবং পত্নীর কর্ত্তব্য। পতির নিকট অবাধ্যতা প্রকাশ করা যারপর নাই গর্হিত কর্ম্ম। প্রাণ ওষ্ঠাগত হইলেও পতির দোষ অন্তকে বলা উচিত নহে। স্বামীর সুখ, প্রফুল্লতা, ধন, মান বৃদ্ধি করিতে যথাসাধ্য যত্নকরা সাধ্বী স্ত্রীর কর্ত্তব্য। কদাচ তাঁহার প্রতি কটু বা অপ্রিয় বাক্য বলিবেনা। তিনি বিপথগামী হইলে অভিমানী না হইয়া তাঁহাকে সৎপথে আনিতে চেষ্টা করা তাঁহার অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকা এবং কোন প্রকারে তাঁহাকে সাহায্য করিতে পারিলে শত কার্য্য ত্যাগেও তাহা করা কর্ত্তব্য। আহ্লাদের সহিত পতিবাক্য প্রতিপালন করিবে। অদূরদর্শী স্বামীর অহিতকর প্রস্তাব ও অন্যায় অনুরোধ ব্যতীত, পতির সকল অনুরোধই সাধ্বী স্ত্রীর পালন করা কর্ত্তব্য। অন্যায় অনুরোধ প্রতিপালন না করিয়া বিনয় ও নম্রতা সহকারে স্বামীকে তাঁহার অপকারিতা বুঝাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। তাঁহার মুখ বিষণ্ণ ও চিন্তাযুক্ত দেখিলে আশ্বাসবাক্যে তাঁহাকে উত্তেজিত করিবে।

দেবরকে কনিষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় স্নেহ করিবে, ভাসুরকে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতার ন্যায় ভক্তি করিবে। কখনও উহাঁদের প্রতি ঘৃণা বাবিদ্বেষ প্রকাশ করিবে না, তাঁহাদিগের পুত্র কন্যাগুলিকে নিজের পুত্র কন্যার ন্যায় স্নেহ করা ও তাঁহাদের মঙ্গলের জন্য অনুক্ষণ যত্নবতী হওয়া কর্ত্তব্য। দেবর-পত্নী ও ভাসুর-পত্নীর সঙ্গে সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করিবে, সহোদরা ভগিনীর ন্যায় সম-সুখ-দুঃখ-ভাগিনী ভাবিয়া প্রিয়সখীর ন্যায় ব্যবহার করা উচিত। তাঁহাদেরে দ্বেষ, হিংসা করিবে না ও কদাচ তাঁহাদের সঙ্গে কলহ করিবে না। যদি কোন দেবর-পত্নী কি ভাসুর-পত্নী স্বভাবতঃ একটু ক্রোধপরায়ণা বা উদ্ধতস্বভাবা হন তবু তাঁহার প্রতি সদ্ব্যবহার দ্বারা ও তাঁহার তীব্র ও কটু বাক্য কিয়ৎ পরিমাণে সহ্য করিয়া, তাঁহাকে সুশীলা ও স্নেহ পরায়ণা করিয়া তুলিবে। ধৈর্য্যগুণ বড়গুণ। সামান্য ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গ্রন্থে অনেক নীতিপূর্ণ উপদেশ পাওয়া যায়। এরূপ একটী গ্রন্থের একস্থানে লিখা আছে যে "যদি অপর ব্যক্তি হইতে তুমি সদ্ব্যবহার পাইতে ইচ্ছা কর, তবে অগ্রে তুমি অপরের প্রতি সদ্ব্যবহার কর।"

কেবল স্বামী স্ত্রী লইয়া হিন্দুগৃহ নহে। হিন্দুগৃহে অনেক আত্মীয় স্বজন একত্রে বাস করেন, এইসকল নানা প্রকৃতির লোকের সন্তোষ উৎপাদন করা, সকলকে সুখে স্বচ্ছন্দে রাখা, যাহাতে এই সকল নর নারীর মধ্যে বিবাদ বিসম্বাদ বা মনান্তর না ঘটে, তাহার চেষ্টা করা গৃহিণী মাত্রেরই প্রধান কর্ত্তব্য। দাস দাসীর সহিত অধিক কথা বলা, বিশেষ কারণ ব্যতীত তাহাদের সহিত কখনও হাস্য পরিহাস বা কৌতুক করা অন্যায়, তাহারা করিতে চাহিলেও নিরস্ত করা উচিত। তাহারা কোন প্রকার অন্যায় কার্য্য বা অন্যায় ব্যবহার করিলে তজ্জন্য তাহাদিগকে শাসন করিয়া, ভবিষ্যতে যেন পুনরায় তদ্রূপ অন্যায় কার্য্য করিতে সাহস না পায়, তজ্জন্য সাবধান করিয়া দেওয়া উচিত। বিশ্বস্ত দাস দাসীকে ভাল বাসিবে, তাহাদের প্রতি দয়া প্রকাশ করিবে এবং তাহাদের কোনরূপ উপকার করিতে পারিলে

করিবে। তাহাদের দোষগুণের প্রতি সর্ব্বদা লক্ষ্য রাখা উচিত। কোন দাস দাসীর স্বভাব চরিত্র সন্তোষজনক না হইলে সে ভৃত্যকে গৃহে স্থান না দিয়া তাড়াইয়া দেওয়া উচিত। তাহাদের যে সব দোষের কথা জানিলে তাহাদের লজ্জা ও ভয় ভাঙ্গিয়া যাইবে, তাহা তাহাদের নিকট প্রকাশ করা অনুচিত এবং তাহারা কোন রূপ প্রবঞ্চনা করিতে চেষ্টা করিলে সে জন্য একটু লজ্জা দেওয়া উচিত। দাস দাসীরা অনেক সময় বিনা প্রয়োজনেও অনেক কথা বলিয়া ও বাক্ বিতণ্ডা করিয়া থাকে, সে সমস্ত কথার উত্তর না দেওয়াই সঙ্গত। কিন্তু তাহারা কেহ কোন সৎকাজ করিলে তাহার উপস্থিতিতে বিশেষ প্রশংসা না করিয়া পুরস্কারাদি দ্বারা তাহাকে প্রোৎসাহিত করা কর্ত্তব্য। প্রশংসা, অপ্রশংসা যাহার যাহা দেয়, ন্যায্য মতে তাহাকে তাহা দেওয়া উচিত। স্ত্রীলোক-দিগের প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্ম পতিকে সর্ব্ব প্রকারে সুখী করা, পতিই তাঁহাদের সর্ব্বস্ব, তাঁহাদের দেবতা। তাঁহাদিগের দ্বিতীয় কর্ত্তব্য গৃহকার্য্য। গৃহস্থের যত কিছু কার্য্য আছে সমস্তই স্ত্রীলোকের হস্তে। সন্তানপালন ও তাঁহাদিগের শিক্ষা বিধান করাও স্ত্রীলোকের একটী অতি প্রধান কর্ত্তব্য কর্ম্মের মধ্যে পরিগণিত। একাজ বিশেষ বিবেচনা ও চিন্তার সহিত করা আবশ্যক। শিশুর মঙ্গলের জন্য জননীর চরিত্রবতী ও সুশিক্ষিতা হওয়া একান্ত আবশ্যক। জননী সন্তানের আদর্শস্থানীয়া; অতর্কিত ভাবে সন্তান জননীর দোষ গুণ গ্রহণ করে। অপটু কুম্ভকারের হস্তে যেমত হাঁড়িটী, পুতুলটী বিকৃতরূপে গঠিত হয় এবং উহা একবার বিশুষ্ক হইলে সেই বিকৃত হাঁড়িটী, পুতুলটী আর সুন্দর করিতে পারা যায় না, সেইরূপ অশিক্ষিতা, চরিত্রহীনা জননীর দোষে শিশুর কোমল হৃদয় বিকৃত ভাবে একবার গঠিত এবং নানা প্রকার কুশিক্ষা শিশুর অন্তঃকরণে একবার বদ্ধমূল হইলে, ইহজীবনে আর সেই সন্তান সৎস্বভাবান্বিত এবং কৃতী হইতে পারেনা। জননীর চরিত্র শিশুদিগের শিক্ষ-নীয় গ্রন্থ। "মিথ্যা কথা বলা অন্যায়" "পরদ্রব্যে লোভ করিও না" অন্যকে এরূপ উপদেশ প্রদান করিয়া নিজেই মিথ্যা কথা বলিলে এবং পর-দ্রব্যে লোভী হইলে সন্তান কদাচ তাঁহার কথা গ্রাহ্য করিবেনা। শুনি-য়াছি মহাবীর নেপোলিয়ানকে কোন ব্যক্তি, ইংলণ্ড কিরূপে সমগ্র পৃথিবী-মধ্যে শ্রেষ্ঠত্ব লাভ করিল জিজ্ঞাসা করিলে, সেই বুদ্ধিমান প্রতিভাশালী বীর সংক্ষেপে উত্তর করিয়া-ছিলেন যে, "ইংলণ্ডের জাতীয় উন্নতির প্রধান কারণ সুমাতা"। এই কথাটী অতি ক্ষুদ্র, কিন্তু চিন্তা করিয়া দেখিলে ইহার অক্ষরে অক্ষরে সার রহিয়াছে। সন্তানের জীবন মৃত্যু, কল্যাণ অকল্যাণ, উন্নতি অবনতি, সমুদয়ই মাতার উপর নির্ভর করে।

"কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষনীয়াতি যত্নতঃ"—যেমন পুত্রের শিক্ষাদান আবশ্যক তেমন কন্যাদিগকেও পালন করা ও যত্নের সহিত শিক্ষা দান করা আবশ্যক। শৈশবে সন্তানদিগের নিকট "ভূত" ইত্যাদি নানা কাল্পনিক জন্তুর কথা বলিয়া তাহা-দিগকে ভয় প্রদর্শন করা নিতান্ত অসঙ্গত। ইহাতে তাহাদের মনে ভূত ইত্যাদির অস্তিত্ব সম্বন্ধে একটা দৃঢ় বিশ্বাস জন্মিয়া যায়। পরে সুশিক্ষার দ্বারা "ভূত" বলিয়া পৃথিবীতে

কোন পদার্থ নাই বুঝিতে পারিলেও অন্ধকার ও মেঘাচ্ছন্ন রজনীতে শ্মশান কিম্বা বট বৃক্ষের নিকট দিয়া যাইতে প্রায় সকলেরই বক্ষঃস্থল কম্পিত হইয়া উঠে। বাল্য সংস্কারই ইহার প্রধান কারণ।

হিন্দু ঘরের বিধবা রমণী পবিত্রতার জাগ্রত প্রতিমূর্ত্তি। পতিশোক বিহ্বলা সাধ্বী সতী নিরন্তর মনোদুঃখে অতি কষ্টে দিন যাপন করেন। যাহাতে তাঁহারা মানসিক যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়া একটুকু সুখী হইতে পারেন এবং তাঁহাদের সেই পবিত্রতা অক্ষুন্ন রাখিতে পারেন, সেই সম্বন্ধে যথোচিত উপদেশ দেওয়া, তাঁহার কঠোর ব্রতে সহানুভূতি প্রদর্শন করা সকলেরই উচিত। বিধবা রমণীগণ জীবন্মৃতা. তাঁহাদিগের প্রতি পতি-প্রিয়া, গৌরবিণী, সধবা স্ত্রীলোকদিগের সর্ব্বদা সদ্ব্যবহার করা কর্ত্তব্য। হিন্দু বিধবা অনেকেই পিত্রালয়ে থাকিয়া জীবন যাপন করেন, এরূপ আশ্রিতা, পরপ্রত্যাশিনী বিধবা রমণীদিগের প্রতি দ্বেষ, হিংসা না করিয়া তাঁহাদিগের পুত্রকন্যাদিগকে স্বীয় সন্তানের ন্যায় স্নেহ করা কর্ত্তব্য। পিতৃ মাতৃহীন বালক বালিকাদিগকে যথাসাধ্য সাহায্য করা ধার্ম্মিকা ও দয়াশীলা রমণীর একান্ত কর্ত্তব্য। বিধবা রমণীদিগেরও আশ্রয়দাতার সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের জন্য প্রাণপণে যত্ন করা উচিত। স্বামীর মৃত্যুর পর ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করা, স্বামীর ধন পাইলে তাঁহার পারলৌকিক কার্য্যে নিযুক্ত থাকা, মৃত পতির ধ্যান করিয়া শোক তাপ দূর করা, এবং স্বামীকুলে বাস করা কর্ত্তব্য। স্বামীর বংশে কেহ থাকিতে পিতৃবংশীয়দিগকে ধন দান করা অন্যায়। স্বামীর বংশ নির্ম্মূল হইলে পিতৃগৃহ আশ্রয় করা হিন্দুশাস্ত্রকারদের মত। ধর্ম্মপরায়ণা সংযতেন্দ্রিয়া হইয়া ঈশ্বরচিন্তায় মগ্ন থাকা উচিত।

স্ত্রীমাত্রেই গাম্ভীর্য্য অবলম্বন করা ও লজ্জাশীলা হওয়া আবশ্যক। গাম্ভীর্য্য ভিন্ন প্রাধান্য লাভ করা যায় না। উচ্ছৃঙ্খল আমোদ প্রমোদ ও ক্ষণস্থায়ী সুখের প্রলোভন ত্যাগ করিতে যত্নবতী হওয়া উচিত।

(ক্রমশঃ)

রমণীর অপূর্ব্ব খেয়াল।

সাধারণতঃ দেখিতে পাওয়া যায় যে এক একজন লোকের এক এক বিষয়ে বড় অপূর্ব্ব খেয়াল থাকে। ইহার কোন কারণ থাকেনা। কিন্তু সেই খেয়ালের বশবর্ত্তী হইয়া সে চক্ষুলজ্জা হারায়, সাধারণের সমালোচনাকে অগ্রাহ্য করে।

ইয়োরোপের একজন বিশেষ সম্ভ্রান্ত মহিলার পরিচ্ছদ সম্বন্ধে এক অপূর্ব্ব খেয়াল ছিল। তিনি কোন এক বর্ণের পোষাকে সন্তুষ্ট হইতেন না। তাঁহার মোজা জামা টুপি সকল পোষাকের মধ্যে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন বর্ণ দেখা যাইত। এইরূপ বিচিত্র বর্ণে সজ্জিত

হইলেই তিনি আনন্দ অনুভব করিতেন। জিজ্ঞাসা করিলে এরূপ করিবার কোন সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারিতেন না। শুধু বলিতেন; এরূপ না করিলে তাঁহার মনে অত্যন্ত অসচ্ছন্দতা ও অসুখ বোধ হয়।

২৫ বৎসর পূর্ব্বে ফ্রান্স দেশে সর্প ও অন্যান্য পতঙ্গ অলঙ্কারের ন্যায় ব্যবহার করিবার এক হুজুগ উঠিয়াছিল। এক রাজকুমারী একটী ক্ষুদ্র জীবিত সর্প তাঁহার পকেটে রাখিতেন। তাঁহার স্বামী ও বন্ধুবান্ধবদের বিশেষ অনুরোধেও তিনি তাঁহার এই খেয়াল পরিত্যাগ করিতে পারেন নাই।

ম্যাডাম মুসাও নামক জনৈক মহিলা তাঁহার অত্যুজ্জ্বল হীরকালঙ্কারের মধ্যে একটী বিষাক্ত সর্প পরিধান করিতেন। বসন ভূষণে সজ্জিতা হইয়া কোন উৎসব ক্ষেত্রে গমন করিলে তাঁহার কণ্ঠে পরিহিত উজ্জ্বল হীরক সকলের মধ্যে কুণ্ডলীকৃত সর্প অতি মনোহর দেখাইত।

আর একজন সম্ভ্রান্ত মহিলা একটী সরু সোনার হারে একটী ছোট পোকা পরিতেন, পোকাটী একটী ক্ষুদ্র আংটীতে বাঁধা থাকিত এবং ইচ্ছামত হার বাহিয়া মহিলার কণ্ঠের চারি পাশে ঘুরিয়া বেড়াইত।

ক্যালিফোর্ণিয়া প্রদেশে একটী বালিকা ঘোড়ার নাল প্রস্তুত করিবার জন্য ব্যস্ত হন। সুবিধা মতে এক কামারের কাজ দেখিয়া তিনি নিজে প্রস্তুত করিবার ইচ্ছা প্রকাশ করেন এবং অল্প আয়াসেই অতি সুন্দর নাল প্রস্তুত করিলেন। তিনি কিছু দিন এই ব্যবসা চালাইয়াছিলেন। সেই কামার বালিকার স্বহস্ত নির্ম্মিত নাল মহারাণী ভিক্টোরিয়াকে উপহার স্বরূপ পাঠাইয়া দিয়াছিলেন।

অন্তঃপুর।

ওঁয়া ওঁয়া শিশুটী কাঁদিছে;
কাছে বোন ছড়াটী গাহিছে।
মাতা এল ধাইয়া তখনি'।
অন্তঃপুরে শান্তিই জননী।

ধূলা খেলা রহিল পড়িয়া!
যায় শিশু চঞ্চল ধাইয়া,
'মা' 'মা' বলি ডাকি উচ্চৈঃস্বরে।
কোথা যায়? যায় অন্তঃপুরে!!

ছুটী হ'ল, চারিটা বাজিল,
বই হাতে শিশুরা চলিল।
বাড়ী এল—জননী দুয়ারে—
মাতা পুত্র গেল অন্তঃপুরে!

পুটু আয় পুতুলের বিয়ে!
মা আমায় দিয়েছে সাজায়ে।
"টুনু" "পুটু" যায় ধীরে ধীরে,
পুতুলের ঘরে—অন্তঃপুরে!!

"সারা দিন গিয়াছে চলিয়া;
বাঁচিলাম 'কলম' ফেলিয়া" !!
আফিসের বাবু এল ধেয়ে,
অন্তঃপুরে—শ্রান্তি সুখ চেয়ে!

ছেলে গুলি এল সব ধেয়ে,
র'ল সবে পিতৃ মুখ চেয়ে।
পিতা, সকলের ই) চুমো খায়।
অন্তঃপুরে—পরাণ জুড়ায় !!

বসেছেন বাবু জল খেতে
মাতা কাছে বসি পাখা হাতে
"এটা খাও ফেলিওনা আর"
অন্তঃপুরে জননী আচার!

গৃহিণী পড়িছে রামায়ণ
পুত্রবধূ করিছে বুন
"ছেলেগুলি 'ক খ গ ঘ
মধ্যাহ্নের শোভা—অন্তঃপুরে !!

ঝি আসিয়া ধুইছে বাসন ;—
গিন্নি করে পাক আয়োজন ;—
বধূ থালে ফুল সাজাইছে ;—
অন্তঃপুরে—প্রভাত এসেছে !!

গিন্নি এক মনে ঈশে স্মরে,
ছেলে গুলি আসিয়াছে ঘরে,
বধূ দেয় দ্বারে সন্ধ্যা বাতি ;—
অন্তঃপুরে—সন্ধ্যার আরতি !!

অন্তঃপুরে জননীর কোল—
অন্তঃপুরে পুত্র কন্যা বোল—
অন্তঃপুরে চারু প্রিয়া মুখ—
অন্তঃপুরে স্বরগের সুখ !!!

"শ্রীমতী প্রতিভা"

সুমতি সমিতি।

সুমতি সমিতির হিতাকাঙ্ক্ষিনী ভগ্নীগণ শুনিয়া সুখী হইবেন যে, মাননীয়া স্বনাম-প্রসিদ্ধা শ্রীযুক্তা স্বর্ণকুমারী দেবী তাঁহার প্রণীত মূল্যবান পুস্তক গুলি সুমতি সমিতি লাইব্রেরীতে দান করিয়াছেন। এজন্য আমরা সমিতি হইতে তাঁহাকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা জানাইতেছি। বঙ্গরমণীদিগের জ্ঞানোন্নতির সহায়তার জন্য সুমতি সমিতি কর্ত্তৃক এই পুস্তকালয় স্থাপিত হইয়াছে। যাঁহারা বঙ্গরমণীদিগের উৎসাহের জন্য এইরূপে পুস্তকালয়ে সাহায্য করিবেন তাঁহারা বঙ্গরমণীগণের, বিশেষতঃ সুমতি সমিতির হিতাকাঙ্ক্ষিনী ভগ্নীগণের বিশেষ ধন্যবাদের পাত্র হইবেন সন্দেহ নাই।

এই সমিতির গত বাৎসরিক অধিবেশনে উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য সমিতি হইতে পুরস্কার দিবার প্রস্তাব হয়। প্রস্তাব মত আগামী আশ্বিন মাসের মধ্যে নিম্নলিখিত বিষয়ে যে কোন মহিলা লিখিত উৎকৃষ্ট প্রবন্ধের জন্য ৫৲ টাকা পুরস্কার দেওয়া যাইবে। প্রবন্ধটী পূজার পূর্ব্বে অন্তঃপুর আফিসে অথবা নিম্নের ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে। পুরস্কৃত প্রবন্ধ অন্তঃপুর পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

বিষয়—"উদ্ধত সন্তানকে কিরূপে শান্ত করিতে হয়।"

২৭।১ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট,
শ্যামবাজার, কলিকাতা।

শ্রীমতী সুখতারা দত্ত।
সম্পাদিকা।

সমালোচনা।

কুন্তলবৃষ্য তৈল। সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের নাম কে না জানে। চিকিৎসা গুণে তিনি সকলেরই বিশেষ পরিচিত। আমরা তাঁহার কুন্তলবৃষ্য তৈল ব্যবহারার্থে পাইয়া পরম প্রীত হইয়াছি। তাঁহার ন্যায় সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের আবিষ্কৃত তৈল যে সাধারণের বিশেষ উপকারী হইবে সে বিষয়ে সন্দেহ নাই। সুসৌরভে কুন্তলবৃষ্য তৈল মনোমুগ্ধকর। যাঁহারা এই তৈল ব্যবহার করিবেন তাঁহারা ইহার প্রশংসা না করিয়া থাকিতে পারিবেন না। সর্ব্বোপরি কুন্তলবৃষ্য রোগ বিশেষে বিশেষ উপকারী। মাথা ঘোরার ইহা এক প্রত্যক্ষ ফলপ্রদ ঔষধ, ইহা আমরা মুক্ত কণ্ঠে বলিতে বাধ্য। এই একাধারে আবশ্যক এবং প্রীতিকর কুন্তলবৃষ্য তৈল যে সাধারণের আদরণীয় হইবে তাহা আমরা সাহস করিয়া বলিতে পারি।

শবরবালা। শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ প্রণীত। ভক্ত সাধক প্রভাকর ব্যাধ, শবর কন্যা বিরাজ কুসুম-কোমল কলিকা ফুলের সরলতা ভক্তি প্রবণতা দেখিয়া বাস্তবিকই মোহিত হইতে হয়। সরলতা স্বভাবতঃই প্রাণকে আকৃষ্ট করে সেই সঙ্গে ভক্তির বিকাশ হইলে মরজগতে স্বর্গের শোভার বিস্তার হয়। পুস্তক খানিতে অনেকগুলি সুন্দর গান আছে,তাহার মধ্যে,"আমি আমার মায়ের মেয়ে" "মা আমার কত আদর করে" এবং "তোমার মত কে মন জানে" ইত্যাদি কয়েকটী গানে লেখিকার রচনা শক্তি এবং হৃদয়ের ভাবের বেশ বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়।

সংসার সাধন। শ্রীযুক্তবাবু উমানাথ চট্টোপাধ্যায় প্রণীত। বই খানির আর এক নাম "সহজ বশীকরণ"। ইহাতে সংসারে সকল বিষয়ে কৃতকার্য্যতা লাভ করিবার কতক গুলি উপায় লিপিবদ্ধ আছে। লেখক সে গুলি বিশ্বাস করেন এবং সাধারণের উপ- [illegible] রে প্রকাশ করিয়াছেন।

[illegible] বাগচীর বাঙ্গালা ডাইরেক্টরী। পুস্তক খানি না দেখিয়াও এই অভিনব উদ্যমের প্রশংসা করিতে হয়। তার পর ইহার বৃহৎ আকার দেখিলে ও সেই সঙ্গে মূল্যের স্বল্পতা জানিলে এরূপ পরমোপকারী ডাইরেক্টরী যে বঙ্গ ভাষায় বাহির হইয়াছে তাহা মনে করিয়া প্রাণে গভীর আনন্দ হয় ও সেই সঙ্গে ইহার সংগ্রহকারকে মুক্ত কণ্ঠে ধন্যবাদ দিতে ইচ্ছা হয়। ডাইরেক্টরী যে আজকালকার দিনে কত প্রয়োজনীয় তাহা শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই বুঝিতে পারেন। ইংরাজীতে এরূপ ডাইরেক্টরী আছে, ইংরাজী শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহা ব্যবহারে উপকার পাইতে পারেন বটে কিন্তু তাহার মূল্য এত অধিক যে ইচ্ছা করিলেই তাহা ক্রয় করা যায় না। তাহার তুলনায় এই বাঙ্গলা ডাইরেক্টরী কত উৎকৃষ্ট বলা যায় না। এত বড় কাজ করিতে প্রথম যে সামান্য ভুল থাকিবে তাহাতে সন্দেহ নাই। আশা করি আগামীতে ইহার আরও উন্নতি দেখিব।

ছাপাখানার গোলমালে কাগজ বাহির হইতে বিলম্ব হইল। সে জন্য বড় লজ্জিত আছি। শ্রাবণ মাসের কাগজ ২০শে শ্রাবণের পূর্ব্বে বাহির হইবে।

বটকৃষ্ণ পাল এণ্ড কোং।

কেমিষ্টস্ এণ্ড ড্রগিষ্টস্।

হনি উইথ্ হাইপোফস্ফাইট্ এণ্ড টলু।

অর্থাৎ

শিশুদিগের জন্য মধুমিশ্রিত হাইপোফস্ফাইট্ এণ্ড টলু।

ইহাতে উপরোক্ত সিরপ অফ হাইপোফস্ফাইট অফ লাইমের সকল গুণই আছে, বিশেষতঃ শিশুদিগের শিশুদিগের কাশী প্রভৃতি বুকের পীড়া অল্পদিনের মধ্যে নিশ্চয় আরোগ্য হইয়া থাকে।

ইহা সকল গৃহস্থেরই রাখা কর্ত্তব্য। ইহা ব্যবহার কালীন ছেলেদের কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকা আবশ্যক। শিশুদের কোষ্ঠ বদ্ধ হইলে আমাদের "পলভ গ্লিসিরিজা কম্পাউণ্ড" অল্প পরিমাণে ব্যবহার করিলে কোষ্ঠ পরিষ্কার থাকিবে।

ইহা মধু সংযোগে প্রস্তুত করিবার কারণ এই যে, যতই ছোট শিশু হউক না কেন সকলেই অনায়াসে ইহা সেবন করিতে ইচ্ছা করে। দুগ্ধের সহিত ছোট চামচের এক চামচ করিয়া দিবসে দুইবার সেবন করিলে উপরোক্ত রোগ সকল হইতে নিশ্চয় আরোগ্য হইবে।

মূল্য প্রতি শিশি ৳০ আনা। ডাকমাশুল ৷৹, আনা প্যাকিং ৶১।

পল্ভ গ্লিসিরেজা কম্পাউণ্ড।

ইহা সুস্বাদ কোষ্ঠ পরিষ্কারক ঔষধ।

ইহা অন্যান্য জোলাপের মত নহে, ইহা খাইতে মিষ্ট সুস্বাদু এই জন্য শিশুদিগের পক্ষে অন্যান্য জোলাপ অপেক্ষা ইহাই সুবিধাজনক এবং সহজে সকলেই খাইতে পারেন। ইহাতে কোন হানিজনক ঔষধ কিম্বা পারা ঘটিত দ্রব্য নাই, অনেক সময়ে অনেকে জোলাপের সহিত পারাঘটিত ঔষধ মিশাইয়া শরীরকে নষ্ট করেন কিন্তু ইহাতে তাহা হয় না অথচ সহজ দাস্ত হয়।

মূল্য প্রতিশিশি ।৵০ ডাকমাশুল ।০ আনা।

গোল্ডেন ক্যান্থারাইডিন অয়েল।

অর্থাৎ

টাকের মহৌষধ।

চুল উঠিয়া গিয়া টাক পড়িলে এই তৈল ব্যবহারে টাকপড়া নিবারণ হয়, এবং চুল ঘন ও কোমল হয়। ইহা চুলের ময়লা, মরামাস, কেশদদ্রু ও চুলের অকাল পকতা নিবারণ এবং কেশ বৃদ্ধি করিয়া থাকে। চুল সুচিকণ ও গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ হইয়া মস্তকের শ্রী ও সৌন্দর্য্য সম্পাদন করে। কঠিন পীড়ার পর চুল উঠিয়া গেলে ইহা ব্যবহারে চুল ঘন হইয়া উঠে।

মূল্য প্রতি শিশি ১৷০ পাঁচসিকা, ডাকমাশুল ৷০ আনা প্যাকিং ৵০ আনা।

১২০।১২১।১ নং খেঙ্গরাপটী ষ্ট্রীট, চিনাবাজার,—কলিকাতা।

কবিরাজ শ্রীযুক্ত বিনোদলাল সেন মহাশয়ের

আদি-আয়ুর্ব্বেদ ঔষধালয়।

কুন্তলবৃষ্য তৈল।

কুন্তলবৃষ্য তৈল—জগতে অমূল্য ও অতুলনীয়—মস্তিষ্ক স্নিগ্ধকারক ও স্মৃতিশক্তিবর্দ্ধক—কেশকলাপের কান্তিপ্রদ—খালিত্য ও পালিত্যনাশে অদ্বিতীয়। কেশের কমনীয়তা ও কান্তি বৃদ্ধি করিতে ও চিত্তের নিত্য প্রফুল্লতা অটুট রাখিতে কুন্তলবৃষ্যের সমতুল্য কোন তৈলই এ পর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই।

বর্ত্তমান ভারতের প্রধান ধর্ম্মসংস্কারক, শান্তিসুখ সন্তৃপ্ত বিলাসভোগ-বিমুক্ত আধ্যাত্মিক উৎকর্ষে সমুচ্চ সো...র সমাসীন পূজ্যপাদ শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর বলিয়াছেন,—"যে (কুন্তলবৃষ্য তৈল) এতদিন আমাকে রক্ষা করিল, আজ তাহাকে পরিত্যাগ করিতে পারিব না।"

পবিত্র কাশীধামের পুণ্যাত্মা মহারাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত স্যার প্রভুনারায়ণ সিংহ কে, সি, আই, ই, বাহাদুর বলিয়াছেন—"আপনার আবিষ্কৃত অশেষ গুণশালী কুন্তলবৃষ্য তৈল শিরঃপীড়া ও কেশহীনতায় পরম হিতকর।"

স্বর্গীয় মহাত্মা কেশবচন্দ্র সেন মহোদয় বলিয়াছেন,—"কুন্তলবৃষ্য" শিরঃশূল ও শিরো-ঘূর্ণনাদি রোগের অব্যর্থ ফলপ্রদ মহৌষধ।"

বামরাধিপতি রাজাধিরাজ শ্রীল শ্রীযুক্ত সুচলদেব বাহাদুর কে, সি, আই, মহোদয় বলিয়াছেন,—"ইহা মস্তক শীতলের পক্ষে ও চুল উঠিবার পক্ষে বিশেষ উপকারী। তাহা আমি স্বীকার করিতেছি।"

বঙ্গের প্রসিদ্ধ জমিদার শ্রীল শ্রীযুক্ত রাজা প্যারিমোহন মুখোপাধ্যায় সি, এস, আই, কিরূপ উচ্চ প্রশংসা করিয়াছেন দেখুন,—এদেশে অনেকগুলি সুগন্ধি তৈল আছে, তন্মধ্যে কুন্তলবৃষ্য বহুদিন হইতে সমুচ্চ স্থান অধিকার করিয়া আসিতেছে।"

এইরূপ মান্য গণ্য বহুবিধ মহাত্মার প্রশংসাপত্র হস্তগত হইয়াছে, স্থানাভাব প্রযুক্ত প্রকাশিত হইল না। এক শিশির মূল্য ১৲ এক টাকা। ভিঃ পিতে লইলে ১।০ দেড় টাকা। এক ডজন ১০ টাকা।

ভুলিম্বাদি কষায়।

দূষিত জলবায়ুজনিত (ম্যালেরিয়াক্) জ্বর, সর্ব্বপ্রকার নূতন ও পুরাতন জ্বর, বিষম-জ্বর, একজ্বর, পর্য্যায় জ্বর এবং তৎসংযুক্ত প্লীহাযকৃতাদির নিশ্চয় আরোগ্যকারক মহৌষধ। ম্যালেরিয়া জ্বরের ইহার তুল্য ঔষধ অদ্যাপি প্রকাশিত হয় নাই। ইহা ব্যবহারে কেহই কখন বিফল-মনোরথ হন নাই।

এক বোতলের মূল্য ১৲ এক টাকা। মফঃস্বলে ইহা শিশি পূর্ণ করিয়া পাঠান হয়। প্যাকিং ও ডাকমাশুল ৸৶০ আনা, ভিঃ পিঃতে ২৲ টাকা।

কবিরাজ শ্রীআশুতোষ সেন--চিকিৎসক।

১৪৬ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, ফৌজদারী বালাখানা, কলিকাতা।

প্রাপ্তি স্বীকার।

১। আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত স্বীকার করিতেছি যে, অন্তঃপুরের বিনিময়ে আমরা নিম্ন-লিখিত পত্রিকাগুলি পাইতেছি। যাঁহারা এই প্রকার পত্রিকা ও পুস্তকাদি পাঠাইয়া আমাদিগকে উৎসাহিত করিতেছেন, তাঁহাদিগকে কি বলিয়া ধন্যবাদ করিব বলিতে পারি না।

২। ১ বামা বোধিনী, ২ ঋষি, ৩ পরিচারিকা, ৪ স্বারস্বত, ৫ জোনাকী (আসামী ভাষায়) ৬ স্বাস্থ্য, ৭ উদ্বোধন, ৮ মুকুল, ৯ সেবা, ১০ তত্ত্ববোধিনী, ১১ ধর্ম্মতত্ত্ব, ১২ মহিলা, ১৩ পুণ্য, ১৪ New age. ১৫ প্রচারক, ১৬ সাহিত্য পারিষদ পত্রিকা, ১৭ পন্থা, ১৮ হিতৈষী, ১৯ দারোগার দপ্তর, ২০ প্রতিবাসী, ২১ বসুমতী, ২২ নব্যভারত, ২৩ তত্ত্বকৌমুদী, ২৪ Masenger, ২৫ সঞ্জীবনী, ২৬ বীণাপাণি, ২৭ সাহিত্য, ২৮ শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া, ২৯ Calcutta university Magazin, ৩০ Oriental, ৩১ ব্রহ্মতত্ত্ব, ৩২ উৎসাহ; ৩৩ বিশ্বোদয়, ৩৪ ঐতিহাসিক চিত্র, ৩৫ সুধাকর ও মিহির, ৩৬ চুচুঁড়া বার্ত্তাবহ ৩৭ ভারত, ৩৮ বঙ্গভূমি, ৩৯ প্রয়াস ৪০ মহাভারত ৪১ অনুসন্ধান।

দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার।

গ্রাহক নম্বর।		
১	শ্রীমতী অনিন্দিতা দেবী	১৲
২	শ্রীমতী কিরণ্ময়ী দেবী	১৲
৩	" সাবিত্রীবালা সরকার	১৲
৪	" সুহাসিনী দেবী	১৲
৫	শ্রীযুক্ত বাবু মীনেশ্বর দাস	১৲
৬	" কামেশ্বর দত্ত	১৲
৭	" অভয়চরণ দাস	৪৲
৮	শ্রীমতী নির্ম্মলা ধর	১৲
৯	Mrs Haldar	১৲
১০	রাণী কুসুমকুমারী দেবী	১৲
১১	শ্রীমতী গিরিবালা দত্ত	১৲
১২	" মনোদা দাস গুপ্ত	১৲
১৩	" সরলাবালা সরকার	১৲
১৪	" হৃদয় মোহিনী দাসী	১৲
১৫	" রাইকিশোরী বসু	১৲
১৬	" সজলনয়না দাসী	১৲
১৭	শ্রীযুক্ত বাবু রাধানাথ দাস	॥০
১৮	" শশীমোহন ঘোষ	১৲
১৯	" বিজয় সুন্দর রায়	১৲

গ্রাহক নম্বর।		
২০	শ্রীমতী বিন্ধ্যবাসিনী দেবী	॥০
২১	শ্রীযুক্ত বাবু ইন্দ্রচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	॥০
২২	শ্রীমতী হেমাঙ্গিনী ঘোষ	১৲
২৩	শ্রীযুক্ত বাবু প্রাণনাথ বসু	১৲
২৪	শ্রীযুক্ত বাবু গোপালচন্দ্র বসু	১৲
২৫	শ্রীমতী লাবণ্যপ্রভা গুহ	১৲
২৬	শ্রীযুক্ত বাবু মহেন্দ্রনাথ রায়	১৲
২৭	" অভয়চরণ দত্ত	১৲
২৮	Mrs K R Basu	॥০
২৯	শ্রীযুক্ত বাবু বঙ্কুবেহারী বক্সী	॥০
৩০	" দুর্গাদাস মুখোপাধ্যায়	॥০
৩১	" তারিণীচরণ বসু	॥০
৩২	" মহিমচন্দ্র রায়	১৲
৩৩	" শচীপতি দাস	॥০
৩৪	শ্রীমতী সরযুবালা ঘোষ	১৲
৩৫	শ্রীযুক্ত বাবু রেবতীমোহন ঘোষ	১৲
৩৬	" শশীভূষণ দত্ত	॥০
৩৭	" কালীমোহন ঘোষ	১৲
৩৮	" অক্ষয়কুমার সেন	॥০

গ্রাহক নম্বর।		
৩৯	শ্রীমতী বিমলাসুন্দরী চৌধুরী	॥০
৪০	„ নৃত্যময়ী দাস	১৲
৪১	„ কুমুদিনী ঘোষ	১৲
৪২	শ্রীযুক্ত বাবু দ্বারকানাথ বসাক	১৲
৪৩	শ্রীমতী স্বর্ণময়ী কর	১৲
৪৪	„ স্বর্ণময়ী রায়	॥০
৪৫	শ্রীযুক্ত বাবু মহিমচন্দ্র দে	১৲
৪৬	„ গিরিশচন্দ্র সেন গুপ্ত	॥০
৪৭	„ হরদয়াল নাগ	১৲
৪৮	„ নবীনচন্দ্র মুখোপাধ্যায়	১৲
৪৯	„ নবকড়ি মুখোপাধ্যায়	১৲
৫০	শ্রীমতী হেমলতা সেন গুপ্ত	১৲
৫১	„ নিকুঞ্জকামিনী দেবী	১৲
৫২	„ ভুবনমোহিনী গুহ	॥০
৫৩	„ সুরবালা গুহ	॥০
৫৪	„ জ্ঞানদা সুন্দরী ঘোষ	॥০
৫৫	শ্রীযুক্ত বাবু প্রসন্নকুমার বসু	১৲
৫৬	„ কেশবচন্দ্র ঘোষ	১৲
৫৭	„ কুমারী প্রীতিলতা বসু	॥০
৫৮	শ্রীমতী নবজলতা সোম	১৲
৫৯	শ্রীমতী সুকুমারী দাস	১৲
৬০	শ্রীযুক্ত বাবু ত্রিপুরাকান্ত দাস	১৲
৬১	শ্রীমতী বিরজাসুন্দরী দেবী	১৲
৬২	„ চারুপ্রভা দেবী	১৲
৬৩	শ্রীযুক্ত বাবু কমলাকান্ত ধর	১৲
৬৪	„ নিশিকান্ত মোহন্ত	১৲
৬৫	„ নলিনীকুমার দত্ত	১৲
৬৬	শ্রীমতী সুনীতিবালা চাকী	[illegible]
৬৭	„ সুহাসিনী মুন্সী	১৲
৬৮	„ হেমনলিনী দাস	১৲
৬৯	„ সুকুমারী রক্ষিত	১৲

গ্রাহক নম্বর।		
৭০	„ শৈবলিনী গুহ	১৲
৭১	„ সরোজিনী ঘোষ	১৲
৭২	Khan Mahamad	১৲
৭৩	শ্রীমতী বিপদ্‌নাশিনী দেবী	১৲
৭৪	Mrs Ry.	১৲
৭৫	শ্রীমতী সৌদামিনী দেবী	১৲
৭৬	শ্রীযুক্ত বাবু যোগেন্দ্রনাথ মল্লিক	১৲
৭৭	„ রঘুনাথ দাস	১৲
৭৮	„ ভগবতীচরণ মিত্র	১৲
৭৯	„ মহাদেব ঘোষ	১৲
৮০	„ ত্রৈলকানাথ পাল	১৲
৮১	„ নরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৮২	„ নারায়ণ চন্দ্র সেন	১৲
৮৩	S. C. Mullic Esq,	১৲
৮৪	শ্রীযুক্ত কার্ত্তিকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়	১৲
৮৫	শ্রীমতী রেবা রায়	১৲
৮৬	„ জ্ঞানদা মজুমদার	১৲
৮৭	„ প্রভাবতী দাসী	১৲
৮৮	শ্রীযুক্ত বাবু তারিণীচরণ রায়	১৲
৮৯	„ মধুসূদন রাও	১৲
৯০	„ বিশ্বনাথ সিংহ	১৲
৯১	শ্রীমতী জগতমোহিনী দেবী	১৲
৯২	শ্রীযুক্ত তিনকড়ি বন্দ্যোপাধ্যায়	১৲
৯৩	শ্রীমতী সরোজিনী বসু	১৲
৯৪	„ হরিমতী দেবী	১৲
৯৫	„ গোলাপ কামিনী বসু	১৲
৯৬	„ হেমন্তকুমারী চৌধুরী	১৲
৯৭	„ সম্পাদিকা মহিলা পুস্তকালয়	১৲
৯৮	Justice Gurudas Banerjee,	১৲
৯৯	শ্রীযুক্ত বাবু ভগবতীচরণ দত্ত	১৲

[ক্রমশঃ]

যাঁহাদের নামে দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা গেল। তাঁহাদের অনেকে প্রথম বর্ষেরও মূল্য দিয়াছেন। দ্বিতীয় বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করার পর, তাঁহাদের প্রথম বর্ষের মূল্য প্রাপ্তি স্বীকার করা নিষ্প্রয়োজন।

স্বর্ণঘটিত-মকরধ্বজ।

মহর্ষিদের আদরের ধন, আয়ুর্ব্বেদের শ্রেষ্ঠ-রত্ন। বিশুদ্ধ রাসায়নিক উপায়ে প্রস্তুত ৭ মাত্রা ১৲ তোলা ২৪৲ টাকা। আমাদের মকরধ্বজ ভারতের সর্ব্বত্রই সমাদৃত।

কেশরঞ্জন তৈল।

মাথাঘোরা ও মাথায় টাক নিবারণে বিশেষ শক্তিশালী। সুগন্ধেও মনঃ প্রাণ মাতিয়া উঠে। মস্তিষ্ক শীতল রাখিতে ইহা অদ্বিতীয়। উকিল, মোক্তার, অধ্যাপক, বিদ্যালয়ের ছাত্রদের ইহা নিত্য ব্যবহার্য্য বস্তু। অসংখ্য প্রশংসাপত্র। ১ শিশির মূল্য ১৲ টাকা। ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ।৶০ ছয় আনা। ভিঃ পিতে ১।০ দেড় টাকা।

অশোকারিষ্ট।

বাধক প্রদরাদি স্ত্রীরোগে মন্ত্রশক্তিসম্পন্নের ন্যায় কার্য্য করে। বহুপরীক্ষিত ও সর্ব্বত্র সমাদৃত। ১ শিশি ঔষধ ও ১৬টী বটিকার মূল্য ১।০ টাকা, ডাঃ মাঃ ও প্যাকিং ॥৶০ আনা ভিঃ পিতে ২৲।

কর্পূরারিষ্ট।

এখন বাঙ্গালাদেশে বড় দুঃসময়। ঘরে ঘরে কলেরার প্রকোপ। গৃহস্থ সর্ব্বদাই সশঙ্কিত। আমাদের কর্পূরারিষ্ট বহু পরীক্ষায় কলেরার অব্যর্থ ঔষধ বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ইহা বাজারের ক্যাম্ফর ক্লোরোডাইন অপেক্ষাও শক্তিসম্পন্ন। সকলের ঘরেই রাখা উচিত। মূল্য প্রতি শিশি ।০ আনা ডাঃ মাঃ প্যাকিং কমিসন ।৶০ আনা।

ক্রিমিঘাতিনী বটিকা।

ক্রিমির অনিষ্ট-শক্তি।—ক্রিমিরোগ হইতে নানাবিধ রোগ উৎপত্তি হইতে পারে। ক্রিমি হইতে জ্বর, মূর্চ্ছা, প্রদাহ, মুখ দিয়া জল উঠা নিশ্বাস প্রশ্বাসে দুর্গন্ধ, মলদ্বারে কণ্ডুয়ন, উদরাময়, সর্ব্বদা গা বমি করা, মূর্চ্ছা ও অপস্মার প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়া জীবনকে মহাব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলে।

আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটিকা শাস্ত্রানুমোদিত উপায়ে প্রস্তুত। ইহার মধ্যে তীক্ষ্ণবীর্য্য ও পাকস্থলীর অনিষ্টকারক কোন পদার্থ কিছুই নাই। অনেক স্থলে পরীক্ষা করিয়া আমরা যাহা দেখিয়াছি, তাহারই জোরে আমরা বলিতে পারি যে, আমাদের ক্রিমিঘাতিনী বটিকা ব্যবহারে মলাশয়ের সর্ব্ব প্রকার বড় ও ছোট ক্রিমি বিনষ্ট হয়। ক্রিমিদোষ জন্য পেটফাঁপা অজীর্ণ, মুখ দিয়া জল উঠা, মুখে দুর্গন্ধ, বমি করিবার ইচ্ছা ও মূর্চ্ছাদি বিনষ্ট হয়, পাকযন্ত্রের ক্রিয়া পরিশুদ্ধ হইয়া কোষ্ঠকে পরিষ্কৃত ও নিয়মানুমোদিত করে ও মলের সহিত সমস্ত ক্রিমি বাহির করিয়া দেয়। এক কৌটা দাম ।০ আট আনা। ভিঃ পিতে লইলে ৸৶০ চৌদ্দ আনা।

গবর্ণমেণ্ট মেডিকেল ডিপ্লোমাপ্রাপ্ত,

শ্রীনগেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত কবিরাজ।

১৮।১ নং লোয়ার চিৎপুর রোড, টেরিটিবাজার, কলিকাতা।

দেশবিখ্যাত কবিরাজ শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ সেন মহাশয়ের আবিষ্কৃত ও বহু পরীক্ষিত

অমৃতারিষ্ট।

(অত্যুৎকৃষ্ট স্নায়ুর বলকারক ও রক্তশোধক।)

ইহাতে সর্ব্বপ্রকার বাত, বাতরক্ত, উপদংশ পারা-বিকৃতি ও তজ্জনিত সর্ব্বপ্রকার ব্যাধি আরোগ্য হয়। শরীরে কৃশতা, স্নায়ুর দৌর্ব্বল্য, ধাতুক্ষীণতা ও অজীর্ণতা বিদূরিত হয়। প্রসবান্তে সেবনে আশ্চর্য্য ফলপ্রদ। মূল্য ১৫ দিন সেবনোপযোগী ৩৲ টাকা। এক মাসের ৫।০।

লোধ্রাসব।

শ্বেত ও রক্তপ্রদরের অব্যর্থ মহৌষধ।

এই কল্যাণকর অরিষ্ট সেবনে জরায়ু সংক্রান্ত নানাবিধ পীড়া এবং তজ্জনিত জ্বর, তল-পেটে অথবা সমস্ত উদরে বেদনা, অরুচি, অনিদ্রা, মাথাব্যথা, মাথা ভার বা মস্তক ঘূর্ণন, পরিধেয় বস্ত্রে [illegible] বা হরিদ্রা বর্ণের দাগ লাগা, মেহ, সপূ[illegible] দুর্গন্ধ ধাতু নির্গমন, ঋতু শোণিতের আধিক্য ও বিবরণতা প্রভৃতি স্ত্রীরোগ সকল অতি সত্বর দূরীভূত হইয়া শরীর সবল ও সৌন্দর্য্যশালী হয়। এই অরিষ্ট কিছু কাল সেবন করিলে জরায়ু পরিশোধিত ও পরিষ্কৃত হইয়া গর্ভ গ্রহণে সামর্থ জন্মে। এক শিশির মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

আয়ুর্ব্বেদোক্ত সুশীলা তৈল।

মহা সুগন্ধিযুক্ত মস্তিক স্নিগ্ধকর, কেশবর্দ্ধক ও সর্ব্বপ্রকার শিরঃপীড়ার শান্তিদায়ক মূল্য ১৲

"প্লেগ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদের মত"—অর্দ্ধ আনার টিকিট পাঠাইলে পাঠান যায়।

কবিরাজ শ্রীকুঞ্জলাল ভিষগ্রত্ন।

১০ নং কাশীঘোষের লেন, বিডনষ্ট্রীট, কলিকাতা।

পাথরের উৎকৃষ্ট ব্রেজিল চসমা।

যথানিয়মে চক্ষু পরীক্ষা করিয়া অথবা চক্ষু পরীক্ষক ডাক্তারদিগের ব্যবস্থানুসারে চসমা বিক্রয় করি। ইহাতে কোন ত্রুটি হইলে এক মাসের মধ্যে পরিবর্ত্তন করিয়া দিই। ষ্টিল চসমা ৬৲, মেটাল ৫৲, রূপার ১০৲, সোণার ২৫৲ হইতে ৩৫৲ আইপ্রিজারভার ১৲।

মফঃস্বলস্থ গ্রাহকগণ তাঁহাদের বয়স ও দিবালোকে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অক্ষর কি রূপ দেখিতে পান, লিখিলে ঠিক্ চক্ষু উপযোগী চসমা ভিঃ পিঃ পোষ্টে পাঠান যায়।

১০৫ নং নূতন চিনাবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা

রায় মিত্র এণ্ড কোং

ব্রাঞ্চ দোকান পটুয়াটুলি, ঢাকা।

মনোহর সুগন্ধি বিশিষ্ট

হেমাঙ্গ-প্রভা তৈল।

এই তৈল ব্যবহারে চুল উঠিয়া যাওয়া, কেশের অকাল পক্কতা ও মাথার খুসকি ও ব্রণাদি নিবারণ হয়। মস্তিষ্ক ও শরীর স্নিগ্ধ বোধ হয়। মুখের মেচেতা ও অঙ্গে ক্ষত চিহ্নাদি মিলাইয়া শরীরের রঙ্গ প্রাপ্ত হয়। বয়সের আধিক্য প্রযুক্ত চর্ম্মের শিথিলতা যাইয়া যৌবন সুলভ পুষ্টতা হয়। যত সুগন্ধি তৈল আছে তন্মধ্যে এই তৈলের সুগন্ধ দীর্ঘস্থায়ী ও মনোহর। মূল্য ৩ ওঃ শিশি ১৲ ডাক মাশুলাদি পৃথক।

[illegible]জে, সরকার।

১।২৭ ফড়িয়া পুকুর ষ্ট্রীট, শ্যামবাজার কলিকাতা।

জবাকুসুম তৈল।

জবাকুসুম তৈল জগতে অতুলনীয়। ইহার মত সর্ব্বগুণ সম্পন্ন তৈল আর নাই। জবাকুসুম তৈল পরম সুগন্ধি, জবাকুসুম তৈল মস্তকের স্নিগ্ধকর, জবাকুসুম তৈল শিরোরোগের মহৌষধ, জবাকুসুম তৈল কেশের পরম হিতকর।

এক শিশির মূল্য ১৲ টাকা মাশুলাদি ।৵০ আনা, ভিঃ পিতে লইলে ১॥০, ডজন ১০৲ টাকা মাশুলাদি ২।০ টাকা।

শ্রীযুক্ত সার অনারেবল রমেশচন্দ্র মিত্র মহোদয় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল মাথা ঘুরায় বিশেষ উপকার করে। ইহা ব্যবহারে সমস্ত শরীর বিশেষতঃ মস্তিষ্ক স্নিগ্ধ থাকে।

অমর রায় বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় বাহাদুর C. S. I. লিখিয়াছেন— জবাকুসুম তৈল কেশের ও মস্তিষ্কের পক্ষে বিশেষ উপকারী।

উড়িষ্যা বিভাগের কমিশনার শ্রীযুক্ত আর, সি, দত্ত C. S. C. I. E. Bar-at-law লিখিয়াছেন—ইহা সুগন্ধি উপকারী ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধকর।

শ্রীযুক্ত অনারেবল সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল আমি অত্যন্ত পছন্দ করি। ইহা আমি প্রত্যহ ব্যবহার করিয়া থাকি। এই তৈল সমস্ত শরীরের ও মস্তিষ্কের স্নিগ্ধ বৃদ্ধি করে।

শ্রীযুক্ত অনারেবল জষ্টিস প্রতুলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় লিখিয়াছেন—জবাকুসুম তৈল মস্তক শীতল রাখে এবং নিদ্রা বৃদ্ধি করে। ইহাতে আমি মহান্ উপকার পাইয়াছি।

কংগ্রেসের জয়েণ্ট সেক্রেটারী ভুবন বিখ্যাত মাননীয় শ্রীযুক্ত ওয়াচা সাহেব বলেন—এই উৎকৃষ্ট তৈলের স্নিগ্ধকারক ও কেশবর্দ্ধক গুণের বিষয় সন্তুষ্টচিত্তে বিজ্ঞাপিত করিতেছি।

বাগ্মিপ্রবর শ্রীযুক্ত অনারেবল লালমোহন ঘোষ Bar-at-law মহোদয় লিখিয়াছেন—যাঁহারা প্রকৃত প্রস্তাবে উৎকৃষ্ট কেশ সুগন্ধি তৈল ব্যবহার করিতে চাহেন, আমি তাঁহাদিগকে দ্বিধাশূন্য হইয়া এই তৈল ব্যবহারের পরামর্শ দিতে পারি।

অমৃতাদি বটিকা।

যে সকল জ্বররোগী বহুদিবস হইতে পীড়িত আছেন এবং নানাপ্রকার দেশীয় বিদেশীয় ঔষধ ব্যবহারে আরোগ্যলাভে বঞ্চিত হইয়া প্রাণে হতাস হইয়াছেন, তাঁহাদের চিন্তার কোন কারণ নাই, জগদ্বিখ্যাত অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করুন, তাহা হইলে আরোগ্য লাভ করিবেন। অমৃতাদি বটিকা জ্বরের অমোঘ ঔষধ, এতাবৎ কাল পৃথিবীতে এরূপ জ্বরনাশক ঔষধ আবিষ্কৃত হয় নাই। পুনঃপুনঃ কুইনাইন বা অপর কোন বিষদায়ুক্ত ঔষধ ব্যবহারে যাঁহারা জ্বরের নিষ্ঠুর হস্ত হইতে অব্যাহতি পান নাই, তাঁহারা অমৃতাদি বটিকা ব্যবহার করুন, ইহা শরীরে অমৃতের ন্যায় উপকার করিবে। ম্যালেরিয়ায় ভুগিয়া যাঁহারা অস্থিচর্ম্ম সার হইয়াছেন এবং অদূরে মৃত্যুর ভীষণ মূর্ত্তি সন্দর্শনে অধিকতর ম্রিয়মাণ হইতেছেন অমৃতাদি বটিকা তাঁহাদের পক্ষে মৃত্যুসঞ্জিবনী সুধা।

ইহা দ্বারা জীর্ণ ও বিষমজ্বর প্লীহা ও যকৃৎ সংযুক্ত জ্বর, পালাজ্বর, কাসি সংযুক্ত জ্বর, অপুচিত কুইনাইন সেবন জন্য জ্বর এবং রাত্রি জ্বর প্রভৃতি অতি ত্বরায় নিবারিত হয়।

এক কৌটার মূল্য ১৲ এক টাকা।

১ হইতে ৪ কৌটার মাশুল ।০ আনা। এক কৌটা ভিঃ পিতে লইলে ১।৵০ আনা। ডজন (১২ কৌটার) মূল্য ১০৲ টাকা।

শ্রীদেবেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন কবিরাজ,

২৯ নং কলুটোলা ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

এক পেয়ালা চা

প্রত্যূষে নিদ্রা হইতে উঠিয়া পান করিলে শরীর সুস্থ সবল এবং কার্য্যক্ষম হয় তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কিন্তু চা নূতন সুগন্ধ বিশিষ্ট—এবং সর্ব্বোপরি অত্যন্ত যত্নের সহিত প্রস্তুত হওয়া আবশ্যক।

আপনি যদি "গুপ্তের চা" মুদ্রিত নিয়মাবলী অনুসারে প্রস্তুত করিয়া পান করেন তবে এক পেয়ালা উত্তম চা কি প্রকার উপাদেয় এবং আরাম দায়ক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

আই, বি, গুপ্ত, টিমারচেণ্ট,
৯, বৌবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।